KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : Comilla
Collection : KLMLGK	Publisher : Narayan Choudhury
Title : পূর্ব্বাশা	Size : 5.25" x 8.25" 13.33 x 20.95 c.m.
No. & Number : 1/6 1/8 1/9 1/11	Year of Publication : আশ্বিন ১৩৬৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ পৌষ ১৩৬৭ ফাল্গুন ১৩৬৭
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : S. Bhattacharyya	Remarks :

CD Roll No : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষাশা

প্রথম বর্ষ। { পৌষ, ১৩৩৯ বাং। } নবম সংখ্যা।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিক' বল্‌তে যাঁদের বোঝায় তাঁদের নাম এবং সাহিত্যের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন। 'কল্লোল' 'প্রগতি' এবং 'কালি-কলম' এ তিনটি মাসিকপত্রিকার আশ্রয়ে যে-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে' বাংলা সাহিত্যের ধারা নূতন পথে চলিয়ে নিয়ে গেছে তাকেই বলা হয় আধুনিক সাহিত্য। পত্রিকা তিনটী এখন আর চল্‌ছে না বলে' যে সে সাহিত্যের সমাপ্তি ঘটেছে তা নয়; কারণ সে সাহিত্যের স্রষ্টা সাহিত্যিকরা কেউ কলম ছেড়ে বসেননি, বরং উত্তরোত্তর তারা সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করেই তুল্‌ছেন। তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়নি, কাজেই এখুনি তাঁদের সমালোচনার কোন প্রয়োজন আছে কিনা বলা যায়না। তবে তাঁদের সম্বন্ধে যে একটি হীন ধারণা, অনেক পণ্ডিতম্মন্য রুচিবাগীশ সমালোচক পাঠকদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা কর্‌ছেন তার

বাংলাদেশই বোধ হয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান যেখানকার লোকেরা সাহিত্য সমালোচনাকে জন্মগত পটুতা বলে দাবী করতে চায়। একজন মুদীও হয়ত সময় এবং সুযোগ পেলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা চরম অভিমত দিতে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেনা। তাছাড়া শিক্ষিত পাঠক যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেই রুচিতে অনেকখানি পশ্চাৎপদ। সাহিত্যের নূতন সম্ভাবনা কিম্বা পরিণতি তাঁদের চক্ষুশূল। পিতামহ তাঁদেরকে যে সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে সলা দিয়ে গেলেন, সে সাহিত্যে বিভোর হয়ে থাকতে পারলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। অথচ সাহিত্যে সবকিছু বুঝতে পারে বলে এঁদের এতই দম্ভ এম্নি মুরুব্বিআনা যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও এঁরা কিছু বুঝতে চাইবেন না। বিপদ এঁদেরকে নিয়েই।

এতোখানি বলতে হল শুধু এইজন্য যে আধুনিক সাহিত্যের দুর্ণাম রটেছে বাংলাদেশ বলেই। নইলে একথা মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো ক্ষমতাশালী লেখকরা যে ক্ষেত্রে অপূর্ণ রয়েছেন, সে ক্ষেত্রকেও পূর্ণতা দান করেছে আধুনিক সাহিত্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আধুনিকসাহিত্যের সেদিকেরই আভাস দেওয়া হবে।

আর্টের নাকি সংজ্ঞা নেই। কিন্তু আর্ট যে "expression of the artist's reaction to life & experience," তা কোন শিক্ষিত মনই মেনে নিতে সঙ্কোচ বোধ করবেনা। আর যদি বলা হয়, "Let the artist interpret life truly" তাতেও আপত্তি করবার কিছু নেই। অন্তত' বিংশ শতাব্দীতে art এবং artist কে এম্নিতর নিয়মেই আবদ্ধ করা হয়েছে। কথাগুলো উদ্ধৃত করলুম বিখ্যাত নাটকসমালোচক, এ, ই মরগ্যান থেকে।

Let the artist interpret life truly--একথা যদি আমরা মেনে নিই তবে শরৎচন্দ্রও কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েন ; নিখুঁত জীবনচিত্র শরৎবাবু আঁকেন নি, সংস্কার তাঁকে বাধা দিয়েছে। বড়াই করে তিনি বলেছেন, প্রচলিত নীতির বেড়া ডিঙ্গিয়ে নাকি তিনি যান নি। এতে করে নীতিবাদী হিসেবে খুব বাহবা পেলেও তাঁর ভেতরকার শিল্পজ্ঞান অবমানিত হয়েছে। Sex question মানুষের জীবনের অনেকখানি স্থান দখল করে আছে ; ইয়োরোপের এমন একটী বড় লেখক নেই যাঁর রচনায় ভোগচিত্র, খুঁজতে গেলে, দুএকটা পাওয়া যাবেনা। অথচ এ জিনিষটাকে আমাদের রবীন্দ্রযুগের Puritan সাহিত্য স্রেফ নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছে আধুনিক সাহিত্যিকরা মানুষকে ভাবতে শিখেছেন স্বাভাবিক ভাবে, মানুষের দোষত্রুটী, Passion, দুর্ব্বলতা এসমস্ত লুকোবার চেষ্টা তাঁদের নেই। তাই শ্রীকান্তের মত অপরূপ সুন্দরী চরিত্র তাঁদের আর কে গলা টিপে মারেনি।

শরৎসাহিত্যের আর একটি দৃষ্টিকুৎসিত বস্তু মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব। শরৎবাবু সম্বন্ধে এ কথা বলার পর হয়ত দেখা যাবে তিনি অভিজ্ঞতার দোহাই দিচ্ছেন। তখন আমাদের বলার এই আছে যে তাঁর অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র সীমাতে আবদ্ধ। তিনি খুব নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যা মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছেন এবং সৌভাগ্য বশতঃ সে মেয়েরাও ছিলেন সুশীলা এবং মহীয়সী! কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে এমন একটা অসম্ভব মত পোষণ করা আধুনিকদের দ্বারা হয়ে উঠেনি। তাই সে সাহিত্যে আমরা যেম্নি অচিন্ত্যবাবুর মিলি পাই, কিটি পাই কিম্বা বুদ্ধদেববাবুর সাবিত্রীবোস পাই বা সুলতা পাই তেম্নি শৈলজানন্দের গৌরী এবং সুধা ও পাই, প্রেমেনবাবুর দাক্ষায়ণী পাই। মেয়েরা কপট, নির্ব্বোধ, অসংযমীও হ'তে পারে, দয়ামমতাশীলাও হ'তে পারে। আধুনিকদের জগতে মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়, শরৎচন্দ্রের জগতে মেয়েরা অসম্পূর্ণ। তবে বুদ্ধদেববাবু তাঁর 'মন দেয়া নেয়া' বই এ মেয়েদেরকে একটু অধিক পরিমাণে বিদ্রূপে বিব্রত করেছেন। কিন্তু একথাও না মানলে চলবেনা যে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত মেয়ের চিত্র হিসেবে তিনি যা অঙ্কিত করেছেন তা হুবহু সত্য,—এবং তাঁর দ্বারা আলোচিত মতগুলোও সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য।

আধুনিক সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব--সভ্যতার চাকার তলের মানুষ যারা, তাদের জন্যেও তাতে একটু স্থাননির্দ্দেশ করা হয়েছে। শুধু দরিদ্র কেরাণীর জীবনই নয়, কুলিমজুরমুচিমাঝি প্রভৃতি সমাজের নগণ্য এবং তুচ্ছ লোকদের, দুঃখ, অভাব, আশা, অনুভূতি নিপুণ হস্তে আধুনিকরা সাহিত্যে এনে প্রতিফলিত করেছেন। বস্তির জীবন চিত্র যেম্নি ভাবে প্রেমেনবাবু, শৈলজাবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু অঙ্কিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।

আধুনিকদের ষ্টাইল নিয়ে দু একটা কথা বলতে হয়। বাংলাভাষাকে কতটুকু flexible করা যেতে পারে তার একটা চূড়ান্ত experiment আধুনিক সাহিত্যিকরা করেছিলেন। অচিন্ত্যবাবুর 'প্যান' এবং 'বেদে' বইয়ে, প্রেমেনবাবুর 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে সে ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ভাষা বেশিদিন চলেনি, কিন্তু তা'বলে' বলা যায়না যে এর ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে গেছে ; কে জানে হয়ত ভবিষ্যতে আবার এ ভাষা সাহিত্যের বাহন হয়ে দাঁড়াবে! আধুনিকদের ভেতর শৈলজানন্দ এবং প্রবোধ সান্যাল—এ দুজনার ভাষাই শরৎচন্দ্রের ভাষা-ঘেঁষা। গতযুগের সঙ্গে এঁরা যোগসূত্র রক্ষা করেছেন বটে কিন্তু ভাষাকে নূতন কিছু দান করতে পারেননি। প্রেমেনবাবুর ভাষা সুন্দর সুস্থ

মার্জ্জিত কিন্তু ম্লান ; অচিন্ত্যবাবু বা বুদ্ধদেববাবুর মত উজ্জ্বল, ক্ষিপ্র, সবল এবং স্বচ্ছ নয়। বুদ্ধদেব বাবুর ষ্টাইলের বিশেষত্বই হচ্ছে, এর অসম্ভব দ্রুততা। ইংরেজীর ফ্যাসানে তিনি ডায়ালগ্ লিখে থাকেন, তাঁর উপমা ধারাবাহিকতা-বর্জ্জিত, যে-কোন একটা ভাব নিঃশেষ করে' লেখবার ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। অচিন্ত্যবাবুর ষ্টাইল দুরমের। তাঁর 'উপজীবিকা' গল্পের ভাষার সঙ্গে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' গল্পের ভাষা মিল্‌বেনা, একটা গুরু, মন্থর. আর একটা প্রজাপতির পাখনার মত নরম, ফুরফুরে। এ দুই ষ্টাইলের গতিকে একমুখো করেছেন তিনি 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসে. এমনি তার স্বচ্ছগতি যে কোথাও একটু বাধেনা, আবার বর্ণ বৈভব তাতে তেম্নি অম্লানই আছে। উপমায় নূতনত্ব দেখিয়েছেন প্রচুর। "বিবাহের চেয়ে বড়ো" বইয়ের ডায়ালগে যেমন অনুপ্রাশ জুড়ে দিয়ে তিনি স্বাভাবিকতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিলেন 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এ সে ত্রুটী তিনি সংশোধন করে নিয়েছেন।

আধুনিকদের রচনার অতি প্রিয় একটি বিষয় হচ্ছে প্রেম। অচিন্ত্যবাবুর 'বেদে, 'কাকজ্যোৎস্না', 'ছিনিমিনি,' 'প্রথম প্রেম,' 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাস-গুলো, বুদ্ধদেববাবুর 'সাড়া,' 'এরা আর ওরা--.' 'মন দেয়ানেয়া.' অন্নদাশঙ্করের 'আগুন নিয়ে খেলা.' কিম্বা প্রেমেনবাবুর 'পঞ্চশর'—এদের সবারই প্রাণবস্তু প্রেম। এ বইগুলোতে প্রেমের জগতের একটি নির্ভুল এবং নিখুঁত পরিচয় আমরা পাই ; কামনা, উন্মাদনা, ভোগ, সংযম, নিব্বুদ্ধিতা, প্রেমজগতের সমস্ত সম্ভাব্যবস্তু এদের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। প্রেমকে ভীরু করে অঙ্কিত করবার অস্বাভাবিক প্রেরণা আধুনিকদের কারু নেই, প্রেম সেখানে সতেজ এবং সুস্থ।

আধুনিকদের মধ্যে কেবল শৈলজানন্দ ছাড়া আর সবাই কিছু না কিছু কবিতা লিখেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে আস্‌তে পেরেছেন কেবল মাত্র শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্পনার স্পর্দ্ধাকে নামিয়ে এনে তাঁর কবিমন সাধারণ জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছে ; জীবনকে চরম ভোগের আশ্রয়ে লালিত কর্‌বার স্বপ্নরচনা তিনি করতে পারেন না, কাজেই "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে…" র মত বিলাসবঞ্চক ভাব তাঁর কবিতায় পাওয়া যাবে না ; নিষ্ঠুর জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে মানব-আত্মার যে করুণ বিষণ্ণ সুরটি এ পৃথিবীকে দিন দিন তিক্ত করে দিচ্ছে—সে অবসন্নতা এসে তাঁর কাব্যকে একটি অভিনব রূপ দান করেছে। বিষয় নির্ব্বাচনের জন্যেই হয়ত তিনি

সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও তাঁর রুক্ষতা এসে গেছে ; তাতে করে' বাংলা কাব্যের একটি নূতন দিক যে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে বিষয়ে কারু সন্দেহই থাক্‌তে পারে না।

তারপর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দত্তের কবিতা। রবীন্দ্রনাথের ছায়া থেকে অজিতবাবুও বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রেমেনবাবুর পথ তিনি ধরেন নি। তাঁর কাব্যে ফিলজফি নেই, স্পর্দ্ধা নেই, আছে শুধু মধু। 'কুসুমের মাস'কে তিনি মধু দিয়ে ভরে' রেখেছেন। মানুষের মনের অগণিত ভাববাসনা আবেগ, যা ক্ষীণায়ু ফুলের মত ফুটে ওঠে, স্পর্শ-কাতর করে তিনি সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে।

আধুনিকদের সম্বন্ধে শেষ কথা হবে তাঁদের লেখায় Depth আছে কি না। হয়ত একসময়, যখন তাঁরা প্রথম লিখ্‌তে সুরু করেছেন, তাঁদের লেখায় সত্যি Depth ছিল না। কিন্তু এখন অসংশয়ে বলা যায়—তাঁরা ভাব্‌তে শিখেছেন, জীবনকে স্পষ্টতর করে' দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের লেখায় গাম্ভীর্য্য নেমেছে, human interest দেখা যাচ্ছে—যা তাঁদের লেখাকে দীর্ঘ পরমায়ু দেবে বলে আশা করা যায়। এতে হয়ত অনেক সমালোচক আশানুরূপ সন্তুষ্ট হতে পারবে না ; তাঁদেরকে অনুরোধ করি—দয়া করে' তাঁরা যেন অচিন্ত্যবাবুর 'সীতা' চরিত্রটি, বুদ্ধদেব বাবুর 'আমার বন্ধু ভবভূতি' কিম্বা 'প্রশ্ন' গল্পটি এবং প্রেমেনবাবুর 'সাগর-সঙ্গমে' গল্পটি একবার পড়ে' দেখেন।

প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোবিভাগ।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

খোলা চিঠি

অনিলবরণ করকমলেষু,

আপনি সেদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা"-র শেষ স্তবকটা বাদ দিলে বলা যায় কি না ওটা মাত্রাবৃত্ত, না যৌগিক ছন্দে রচিত ? প্রশ্নটি সঙ্গত। কারণ ওটি যে মাত্রাবৃত্ত তা কেবল ওর শেষ স্তবকের [illegible]

অসংশয়ে। এ থেকে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন যে যদি এ ধরণের কবিতার ছন্দ প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোবিভাগে উভধর্ম্মী হয় তবে তাঁর ছন্দোবিভাগ যে ঠিক তা নিঃসংশয়ে বলি কী ক'রে? এ প্রশ্নটি কিন্তু আপনার আগের প্রশ্নটির মতন সঙ্গত বলে মনে হয় না আমার। কেন বলি। তবে তার আগে সঙ্গীতের একটা দৃষ্টান্ত দিই, কেন না তাহ'লে কথাটা একটু পরিষ্কার হবে।

আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এমন অনেক রাগ আছে যারা পরস্পরের সদৃশ খানিকদূর অবধি। অর্থাৎ ততদূর অবধি গেয়ে যদি থেমে যাওয়া যায় তবে বলা যায় না নিশ্চিত ক'রে কী রাগ গাওয়া হ'ল;—বল্‌তে হয় সুরটি এ রাগও হ'তে পারে, ও-রাগও হ'তে পারে। যেমন ধরুণ কামোদ রাগ ও কেদারা রাগ। দুই-ই "সা মা" তে সুরু। কিন্তু কামোদে তার পরেই এলো "রে পা," যেখানে কেদারায় এলো "মা পা"—মিড়ের সঙ্গে। এখন যতক্ষণ ওস্তাদ গাইলেন "সা মা", রাগসন্ধানী বল্‌লেন (মনে মনে): আগে কহ আর। তারপর যে-ই তিনি এই "রে পা" অথবা "মা পা" গাইলেন সে-ই বোঝা গেল —একটা কামোদ অপরটা কেদারা। ছন্দের বেলায়ও অনেক সময়ই ঠিক্ এম্‌নিতরই হয়। সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "বেণু ও বীণায়" (২৬ পৃষ্ঠায়) "সারিকার প্রতি" ব'লে একটি কবিতা পড়তে পড়্‌তে মনে হচ্ছিল এই কথাই: এখানে কোন শব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনো যুগ্মধ্বনি না থাকায় বলা যায় না এটি মাত্রাবৃত্ত না যৌগিক ষোড়শ ব্যষ্টির পয়ার। কবিতার একটি স্তবক মাত্র উদ্ধৃত করি:

সারিকা! কোথারে আজি—সাগরিকা—কোথা আজ
আঁকিছে কাহার ছবি বলিতে কেন লো লাজ?
সে দিন লুকায়ে রহি গেছিলি সকলি কহি,'
আজিরে নীরব কেন বনবীণা বাজ বাজ।

আরও দুটি স্তবক আছে এ কবিতাটির, কিন্তু অবিকল এই রকম গাঁথুনি—শব্দ-মধ্যে যুগ্মধ্বনি-বিবর্জ্জিত—কাজেই উদ্ধৃত করলাম না। এখন উপরি-উল্লিখিত কেদারা-কামোদ রাগ-বিভাগে "রে পা" অথবা "মা পা" যেমন অনেকটা অভিজ্ঞানের কাজ করে তেম্‌নি ছন্দ চেনার বেলায়ও যুগ্মধ্বনিই অভিজ্ঞানের মতন হ'য়ে থাকে। অনেক স্থলে অবশ্য যুগ্মধ্বনির সাহায্য না নিয়েও ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বল্‌লে বোধ করি ভুল হবে না যে ছন্দের সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞান হচ্ছে যুগ্মধ্বনি। কিন্তু যেহেতু উপরি-

একটু কঠিন হয় বই কি এটি মাত্রাবৃত্ত না যৌগিক—যেহেতু এক্ষেত্রে ওর স্বরূপ নির্ণয়ের অন্য অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় না নিঃসংশয়ে। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরূপ (ষোলো ব্যষ্টির পয়ারে) দুটি লাইনে শুধু এই যুগ্মধ্বনি থাকায় কী রকম পরিষ্কার ও অবিসংবাদিত তফাৎ হ'য়ে গেছে দেখুন:

প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি
করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি

("মন্দ্র ও ত্রিবেণী," ১২৬ পৃষ্ঠা বঙ্কিম মিত্রের অভিভাষণের উত্তর।)

এখানে সহজেই বলা যায়, এ হচ্ছে যৌগিক ষোলো ব্যষ্টির পয়ার—মাত্রাবৃত্ত হ'তেই পারে না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের "সারিকার প্রতি" কবিতায় ছন্দ হ'য়ে রইল উভধর্ম্মী—ঐ যুগ্মধ্বনির চরম অভিজ্ঞান গুপ্ত রইল ব'লে। অর্থাৎ যদি ধরুন দ্বিতীয় লাইনে তিনি "অঙ্কিছে কাহার ছবি" লিখ্‌তেন তবে টপ ক'রে ব'লে দেওয়া যেত এ যৌগিক না হ'য়ে যায় না। কিন্তু অভিজ্ঞান অভাবে আমাদের রায় দিতেই হচ্ছে যে এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন করাই বিধেয়: "তোমায় চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি, তুমি কে বট হে?"

রবীন্দ্রনাথের গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা-র সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা আছে। প্রবোধচন্দ্র বলেন এটির শেষ স্তবকে "শূন্য নদীর তীরে"-র স্থলে যদি রবীন্দ্রনাথ "একেলা নদীর তীরে"-ও লিখ্‌তেন—অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি এড়িয়ে—তাহ'লেও মাত্রাবৃত্তই থাক্‌ত। কিন্তু এবিষয়ে আমার সংশয় আছে। কেন না যদি ধরুন লিখি:

গগন অঙ্গনে ছায় নীরদ রাশি
সৈকতে একেলা হায় বসি উদাসী
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা
ধায় নদী আত্মহারা—বাজায় বাঁশি
কে অদূরে?—আঁখি নীরে সখি লো ভাসি!

তাহ'লে আমার মনে হয় ছন্দের কোন দোষ হয় না—(এখানে উদ্ধৃত কবিতাটী যা তা ক'রে লেখা, মানে, ওর রস আমার লক্ষ্যস্থল নয়—আমি ওর ছন্দের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—ভাবের দিকে না, মনে রাখ্‌বেন)—অর্থাৎ গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা-র শেষ চরণ ভরা নদী খুরধারা খর পরসা-র সঙ্গে

মান্‌তেই হবে। কাজেই "গগনে গরজে মেঘ" কবিতাটি যে মাত্রাবৃত্তই—যৌগিক হ'তেই পারত না একথা জোর ক'রে বলা চলে না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে যে কোনো দিন ঐ ছন্দে সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পারেন যৌগিক নিয়মে।

কাজেই আমার এক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে একটু মতভেদ হচ্ছে—কিন্তু প্রথমটায় আমার মনে হ'য়েছিল তাঁর কথাই ঠিক—কেন না গগনে গরজে মেঘ—এ কবিতাটিতে "শূন্য"-তে ছাড়া বরাবর শব্দান্তর্ব্বর্ত্তী যুগ্মধ্বনি না থাকার ফলে হঠাৎ এর মাঝখানে কোনো একটা যুগ্মধ্বনিতে এক unit ব'লে পড়তে বাধ্‌ত হয়ত—যা প্রবোধচন্দ্রের যুক্তি ওর মাত্রাবৃত্তত্বের স্বপক্ষে। তবে এ যুক্তিকে খুব ভাল যুক্তি মনে করা মুস্কিল হয় এই জন্যে যে কবিতা লিখ্‌তে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, ছন্দের গতি খানিকক্ষণ একটা বিশেষ ভঙ্গীতে চল্‌লে কানের প্রত্যাশাও গ'ড়ে ওঠে অবিকল সেই ভঙ্গীই বরাবর পেয়ে চলার;—সে জন্যে হঠাৎ কোথাও সে আশা পূরণ না হ'লে কান খুঁৎ খুঁৎ করে, সুতরাং প্রবোধচন্দ্রের এযুক্তি আমার ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে খুব ঠিক নয় যে গগনে গরজে মেঘ যৌগিক হ'তেই পারত না—যেহেতু ওর মাঝে কোথাও আচম্‌কা যুগ্মধ্বনিকে একব্যষ্টি ধরতে বাধে ব'লে। মনে রাখ্‌তে হবে প্রথম থেকে ধরলে বাধ্‌ত না;—আর প্রথম থেকে কানকে তৈরি করলে কান এতেও পয়ারের মতনই যুগ্মধ্বনিকে এক ধরে নিত সহজেই। এটাই আমার দৃষ্টান্তে দেখাতে চেষ্টা পেয়েছি। একথা ভুল্‌লে চলবে না যে প্রথমে অনভ্যাসের দরুণ ভাল জিনিষও কানে বাধে—এবং ছন্দে আজ যা অসম্ভব কাল তা নিত্যই সম্ভব হ'য়েছে। কবির কাজই তো অসম্ভবকে সম্ভব করা অনেক ক্ষেত্রে, নয় কি? সব ছন্দেই অনভ্যস্ত অপ্রত্যাশিত ধ্বনি-সমাবেশ নিপুণ শিল্পীর হাতে প'ড়লে চমৎকার শুনিয়েছে এ তো বহুবারই দেখা গেছে। খুব বেশী দূরে যাবার দরকার কি? মানসীর যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম যুগ্মধ্বনিকে দুই ধরেন তখন যে প্রথমটায় তাঁরও কানে এখানে ওখানে বাধ্‌ত—তা তাঁর সুরদাসের প্রার্থনা শ্রেণীর অনেক কবিতায়ই টের পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোথায় নিজেও বলেছেন যে এ বিষয়ে বৈকল্পিক প্রয়োগ তিনি প্রথম কিছুদিন ধ'রে ক'রেছিলেন সংশয় কাটে নি ব'লে।

কিন্তু এ-গৌণ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও (অর্থাৎ গগনে গরজে মেঘ কবিতায় "শূন্য নদীর তীরে" না থাকলেও ওকে মাত্রাবৃত্তই বলতে হত তাঁর একথায় সায় দিতে না পারলেও এ বিষয়ে আমার

সন্দেহ নেই যে তাঁর মূল ছন্দোবিভাগ সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। এবং এও আমার অন্যতম বক্তব্য যে, একটা চরণ অনেক সময়ই নানা ছন্দোধর্ম্মী হতে পারে ব'লেই প্রমাণ হয় না যে নানা ছন্দের বিভাগ নিষ্প্রয়োজন বা এ বিভাগের মূলে কোন প্রাকৃতিক শৃঙ্খলামূলক কার্য্যকারিতা নেই। আজই জার্ম্মান কবি Heine-র একটি কবিতা প'ড়ে তার অনুবাদ করতে করতে খেয়াল চাপ্‌ল তার একটি লাইন ভেঙে নানারকম ছন্দে সাজাতে। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটি আপনার ও অনেকের কাছে চিত্তাকর্ষক লাগ্‌বে মনে হয়, তাই এটা খোলাচিঠির ঢঙেই লিখ্‌লাম।

হাইনের কবিতা ও তার অনুবাদ পাশাপাশি দেই সব আগে:

In den Küssen, welche Lüge!	চুম তোর লো নাগরী, মিথ্যেয় ভরা!
Welche Wonne in dem Schein!	ঠাট তোর ঠিক্‌রায় ঠমক—সে কত!
Ach, wie süsz ist das Betrügen,	ছল বঞ্চনা ঢঙ তোর মধুঝরা,
Süszer das Betrogensein!	আরো মধু—আঃ—! হই বঞ্চিত যত!
Liebchen, wie du dich auch wehrest,	লো পিয়ারি! যতই করিস্—"না না না না"—
Weisz ich doch, was du erlaubst!	আমি জানি—তোর আছে অনুমতি তত!
Glauben will ich, was du schwörest,	করিস্ দিব্যি যত—মোর আছে জানা—
Schwören will ich, was du glaubst.	করব দিব্যি—তোর জানা আছে কত?

এখন দেখুন, এর দ্বিতীয় লাইনটা একটু বদ্‌লে কত রকম ছন্দের ছাঁচে ঢালা যায়। ধরা যাক্ লাইনটি এই:

ঠাট তোর ঠিকরায় ঢঙ সই কত!

১। যৌগিক পয়ার:

ক) ঠাট তোর ঠিকরায় | ঢঙ সই কত!
অঝোর বাসনা চিত্তে | জাগায়ে নিয়ত!

এ হচ্ছে মামুলি যৌগিক পয়ার অবশ্যই:—৮+৬ এর যতিবিভাগ, যদিও যৌগিক পয়ারে ৬+৮ যতিবিভাগও আমার বিশ্বাস অনবদ্য অনেক স্থলেই।

খ) ঠাট তোর | ঠিকরায় | ঢঙ সই | কত!

এ হচ্ছে চারের কদমে পয়ার ঃ—৪+৪+৪+২ এর যতিবিভাগ। গত ভাদ্রের বিচিত্রায় প্রবোধচন্দ্র এর কথা ব'লেছেন দেখে থাক্‌বেন।

২। মাত্রাবৃত্ত পয়ার :

ক) ঠাট তোর	ঠিকরায়	ঢঙ সই	কত !
চঞ্চলি'	উন্মনা	করিস্ যে	তত !

এ হচ্ছে চতুর্ম্মাত্রপর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত পয়ার ঃ—৪+৪+৪+২ এর যতি-বিভাগ।

খ) ঠাট তোর ঠিকরায়	ঢঙ সই কত !	
রঙ্গে উছলি' মোরে	বঙ্কি' নিয়ত !	

এ হচ্ছে মামুলি যৌগিক পয়ারের মাত্রাবৃত্ত প্রতিরূপ ঃ—৮+৬ এর যতি বিভাগ।

৩। তিনের কদমে মাত্রাবৃত্ত ঃ

ঠাট তোর ঠিক	রায় ঢঙ সই	কত
চঞ্চলি' হিয়া	সঙ্কলি' মনো	রথ
বা উছলি' পরাণ	সচকিয়া মনো	রথ

এ হচ্ছে যন্মাত্রপর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ঃ— ৬+৬+২ এর যতিবিভাগ

৪। স্বরমাত্রিক :

ক) ঠাট্ তোর্	ঠিক্ রায়্	ঢঙ্ সই	কত !
দেখ্‌লেই	প্রাণ্ দোল্	দেয় মন্	মথ !

এ হচ্ছে স্বরমাত্রিককে যখন স্বরবৃত্তের কানে শোণা যায় ঃ—দ্বিস্বরপর্ব্বিক ছন্দ।

খ) ঠাট তোর ঠিক	রায় ঢঙ সই	কত !	
দেখ্‌লেই প্রাণ	দোল দেয় মন্	মথ !	

এ হচ্ছে স্বরমাত্রিককে যখন মাত্রাবৃত্তের কানে শুনি : যন্মাত্রপর্ব্বিক ছন্দ।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলা মন্দ নয়। (৩) ও (৪) (খ) তুলনা ক'রে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাবেন প্রবোধচন্দ্র সূক্ষ্মশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন স্বরমাত্রিককে মাত্রাবৃত্ত তথা স্বরবৃত্ত থেকে আলাদা ক'রে একটা স্বতন্ত্র ছন্দ নাম দিয়ে। কারণ (৪) (খ)-র সঙ্গে (৩) এর তুলনা করলেই দেখ্‌তে পাবেন যে এ দুয়ের রস বা দোলার মধ্যে লচকের মধ্যে কত তফাৎ। ঠিক্ তেম্‌নি বলা যায় ৪ (ক) ঠিক্ স্বরবৃত্তের রস নয়—ওর মধ্যে স্বরসংখ্যার সাম্য থাকা সত্ত্বেও। পর পর কয়টি যুগ্মধ্বনি থাকায় এর রস বেশ একটু বদ্‌লে

গেছে খাঁটি স্বরবৃত্ত থেকে। দেখুন না স্বরমাত্রিক ছাঁচে না ফেলে যদি নির্খুৎ স্বরবৃত্তের ছাঁচে একে ফেলা যায় তবে বড্ড আল্‌গা ঠেকে নাকি ?

ঠাট তোর	ঠিক্‌রায়	ঢঙ্ সই	কত
রঙ্গে	ভঙ্গে	লক্ষ	শত

প্রতিপর্ব্বে দুটি ক'রে স্বর আছে ঠিক্‌ই—কিন্তু ছন্দের রস আঁটসাঁট হ'লনা-এককথায় জম্‌ল না। স্বরমাত্রিক ছন্দে আমাদের দেশে আরও এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট হওয়া দরকার।

ওর নানারকম সম্ভাবনা পরিণতি নিয়ে আমি নানারকম ভেবে ও পরখ করে ভারি আনন্দ পাচ্ছি। সেসব "অনাগী"-তে দেখ্‌বেন—এপত্রে এর বেশি লেখার সময় নেই আর। কিন্তু এথেকে যেটা আমি বল্‌তে চইছি সেটা নিশ্চয়ই সাফ্ বুঝে নিয়েছেন ? আমি বল্‌তে চাচ্ছি—নানা ছন্দের মধ্যে যেমন একটা সাদৃশ্যও থাকে তেমনি একটা বৈসাদৃশ্যও থাকে। কাজেই তাদের শুধু সাদৃশ্য (অথবা শুধু বৈসাদৃশ্য) বিচার ক'রে তাদের সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করা যায় না। সমগ্রভাবে দেখ্‌তে হবে। এবং এভাবে দেখ্‌লে তবেই বোঝা যায় ছন্দোবিভাগের প্রয়োজনীয়তা। প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোবিভাগ আমাদের বিশ্লেষণ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে এটা আমি আন্তরিক বিশ্বাস করি ব'লেই একথা এত ক'রে লিখ্‌লাম, আর বার বার কেন লিখ্‌ছি ? কারণ পুনরুক্তির দরকার আছে বিশ্বাস করি ব'লে। মনীষী ক্লাইভ বেল্ সাহেবের কথায় বল্‌তে গেলে বলা যায় : (তাঁর "Civilization" নামক খ্যাতনামা পুস্তকের ভূমিকা)।

"Because I wish to be understood I shall repeat myself; ...when I was younger, being rather silly about my fellow-creatures, I used to believe that to convey to them one's meaning one had only to state it clearly and once.. wherefore, anyone who may notice that I say the same thing several times over, will be so kind I hope as to attribute the author's tediousness to a peculiarity of readers in general—a peculiarity, I need hardly say, not shared by the particular lady or gentleman who happens to be reading these words."

ইতি

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

দীপালি-সজ্জা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আজ ঘরে থাকা যায় ?—যায়না, তাইত হ'নু বার,
দিকে দিকে হেরি শুধু চোখ-ঝল্‌সানো আলো-রেখা,
ধাঁধাঁনো প্রখর আলো যা'র তীক্ষ্ণ ছুরীর ফলায়
জমানো আঁধারো আজ—পাথর কঠিন সে আঁধার—
কেটে গলে' পড়ে রাশি-রাশি ; সেই দীপান্বিতা রাতে
উগ্র আলোকেরে ছাড়ি' স্তব্ধ মৃত ঘরের কোণায়
জবুথবু বসে থাকা যায় ?

বাহির হইনু পথে :
পথের দু'ধারে হেরি দেয়ালির আলোর আলেয়া
নাগো, আলেয়া সে নয়,—আজিকার এই রাতটীতে
তা-ই ক্ষণ-ধ্রুব সত্য, বাস্তব-অতীত, স্পর্শ-সহ,
ক্ষণেকের মরূদ্যান তারে যদি মরীচিকা ভাবি,
সে ভাবা-ই হ'বে নাকি সাহারার মরীচিকা প্রায় ?
স্পষ্ট, দীপ্ত রূঢ় উগ্র আলোকের উলঙ্গ প্রকাশ,
নিষ্কাসিত দীপালি-উৎসব মোর কাছে ভালো লাগে,
যাক্, যা বলিতেছিনু, আলো-সজ্জা দেখিতে-দেখিতে
সমুখে এগিয়ে চলি কারু ছাদে আলিসার' পরে
নরম মোমের আলো গলি' গলি' ঝরিয়া পড়িছে,
ছোটো ছোটো গৃহাঙ্গনে তেল-সলিতার দীপ জ্বলে
স্নিগ্ধ মৃদু স্তিমিত আভায়। তাদেরো জেগেছে সাধ
হবে তা'রা আজ রাতে সাধ্যের অতীত উগ্রতরো
পুঞ্জিত প্রয়াসে। আজিকার এই দীপ্ত রজনীতে
মহত্তরো, সূক্ষ্মতরো প্রাণ-ধারণের অনুভূতি
সবেগে দিয়েছে নাড়া স্নায়ু আর শিরা-উপশিরা
ক্ষুদ্র পর্ণ-নীড়-দেহে, তাই বলি, দীপালি-উৎসব
অনড় জীবন-মাঝে সক্রিয় সোণালি ক'টি ক্ষণ,
বৃহতের স্বপ্নছোঁয়া ক্ষণিকের সত্য ভাবাবেগ।
তারপর, শোনো, শোনো, সেই কথা ভুলে গেলে নাকি ?

কারু গৃহে ঝলকায় বিদ্যুতের রূপালি আগুন,
চিল্‌তে সোনার ছিঁটা কভু তায় করে চিক্ মিক,
ওরা মোর নয়নের ধাঁধালো পালিশ পাতা দুটী,
অধীর পলকগুলো আর কালো আলোস্রষ্টা তারা।
হাউইএর তীব্র গন্ধ, চারিদিকে ধোঁয়ার পরদা—
ধোঁয়ায় আলোকে মিলি' দীপালির বিচিত্র বিকাশ—
রহস্য ও উদ্ঘাটন একসাথে হেরিতেছি আজ।
অন্তর্বাষ্প ফানুসেরা বাইরে রঙিন আবরণে
আকাশে উড়িয়া চলে সাথে নিয়ে মৃত্তিকা-বারতা,
আকাশের পর-পারে যারা আছে একান্ত আপন
তাদের ভুলিনি মোরা এ-ইঙ্গিত বয়ে নেয় ওরা ;
আজি রাতে নেবেই ত !—উৎসব-সজ্জার অন্তরালে
বাষ্পে জ্বলে উত্তেজনা, মমতার প্রচ্ছন্ন আবেগ,
যে-মমতা আজি রাতে লিপ্ত হ'ল ঘৃণিত জীবেও।
গৃহাঙ্গনে, বারান্দায়, রোয়াকে ও পৈঠায়, উঠানে,
ছাঁচ-তলা, আস্তাকুঁড়ে—বাকী নাই—কিছু বাকী নাই—
উদার দীপালি রাতে সব-তাতে আলো-রোশনাই,
সবারে সমান ভাবে বরিয়া নিয়াছে রাতটুকু
মমতায়।

পথ চলি আর ভাবি, তাই যদি হয়,
দেয়ালি-উৎসব-রাতে বাদ যাবে কেন ওরা, কেন ?
কারা আর ? হ্যাঁগো, তাই, বিপণির বার-বনিতারা,
আলোর ভিখিরি হয়ে আছে যারা লুব্ধ প্রত্যাশায়,
অন্তরের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে অন্ধকার যাহাদেরে গ্রাসে—
তারাও রয়েছে চেয়ে বাহিরে আলোক-সজ্জা করি'।
যাবো, যাবো, নাহি গেলে দীনতায় ফিকে হ'ব নাকি ?
অপ্রশস্ত গলি-পথে ঢুকিয়া পড়িনু পণ্যালয়ে
দুইধারে গণিকারা বিষদুষ্ট দুর্গন্ধ আঁধারে
আলোর প্রত্যাশী হয়ে সারি-সারি আছে দাঁড়াইয়া,
হ্যাঁ, ওদের প্রত্যেকেরে বিলাইবো আলো-কণা আমি
নিজ ক্ষুদ্র ক্ষমতায়।—একে-একে দেখিবো সবারে।

ঢুকিলাম এক ঘরে। ভাবিতে কি পারো ? ভাবো দেখি,
নিষ্পেষিত নিপীড়িত মেয়েটির অন্তরের তলে
থম্‌থমে অন্ধকার-সরীসৃপ কিলিবিলি করে ?
কামনা-পঙ্কিল মন ঝল্‌মলে পোষাকের নীচে
আর উষ্ণ-তপ্ত শ্বাসে বিষাক্ত-কুটিল হতাশ্বাস ?
ভয় নাই, ভয় নাই, ওকে আমি ছোঁবোনা এখন,
আলো আছে যতক্ষণ শহরের আকাশের নীচে,
আলো দেবো ওর প্রাণে—অবিকৃত মমতার আলো,
ঘরে-ঘরে ঘুরি-ফিরি, এক সজ্জা, এক ছবি হেরি,
এক ঠায়ে একঘরে বেশীক্ষণ বসে' থাকি নাকো,
নৈশ শোভা যতক্ষণ—দীপালোক বিলাবো সবারে।
ও-ঘরে কে তুমি ? আহা, চোখে জল ঝরিছে কেনগো ?
এত রূপ, এত সজ্জা, তবু চোখে এত জল আসে ?
উদার দীপালি রাতে আমার মমতা যদি দিই,
পারিবে হাসিতে তুমি ? এসো, এসো, আর কাঁদিয়োনা,
তোমার মতন যারা সেই-সব মেয়েরা কোথায় ?
একে-একে ডাকোনা ওদের, আঁখিজল মুছে নাও ;
তোমাদের ফুসফুস ফোলে নাকো—মিয়াইয়া গেছে
তোমাদের দিব না তো মমতা বিলাবো কারে আর ?

বাইরে এলাম ঃ দেখি শহরের দীপ নিবু-নিবু
ঘুটঘুটি অমাবস্যা এখুনি ঘনাবে চারিদিকে,
বিলাসের উত্তেজনা হয়ত বা জাগিয়াছে প্রাণে
আঁধারের ছায়া-তলে শহরের মানুষগুলির ;
আর আমি বসে আছি ? নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কাম ?
নগরের দীপোৎসব যতক্ষণ হয়নিকো ম্লান
আলোক দিয়াছি আমি—মমতার আলোক সবারে,
এখন আঁধার হলো—সবাই আবার যে-কে-সে-ই,
আমি কেন পরিম্লান হবো শুধু নিরাসক্ততায় ?
না, না, তা চলিবে নাকো, আঁধারে যে-কেউ হ'লে হবে,
তবু যাবো আর বার বিলাসের আমন্ত্রণে সেথা
অতৃপ্ত পিপাসা মোর মিটাবো না এমন আঁধারে ?

পূর্ব্বাশা বিজ্ঞাপনী

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার

বর্ত্তমানে দেশের এই দুর্দ্দিনে ম্যালেরিয়াও করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যদিও দেশের নানা স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে তথাপি সেই সব সমিতির চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার পানামা দেশের ন্যায় ম্যালেরিয়াগ্রস্থ দেশ পৃথিবীর আর কোথায় ছিল না, কিন্তু সে দেশের জনসাধারণের চেষ্টার ফলে পানামা আজ স্বাস্থ্যে এবং জনসংখ্যায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সোনার বাংলা দেশ আজ ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত এবং ক্রমশঃ জনশূন্য হইতে চলিয়াছে। বাংলার জনসাধারণ যদি এখন হইতে এই ভীষণ ব্যাধি দূর করিবার জন্য সাড়া না দেন তবে ভবিষ্যতে আফেপের অন্ত থাকিবে না।

ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে শুধু "কুইনাইন" ব্যবহার করিয়া ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয় না। সেই জন্য কুইনাইনের সঙ্গে সিনকোনাইন হিমোজেন, এলডেহাইড ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া কুইনো হিমোজেন প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আজ কাল বাজারে ম্যালেরিয়ানাশক অনেক প্রকার পেটেন্ট ঔষধ বাহির হইয়াছে। অথচ সে সবল ব্যবহারে তেমন ফল পাওয়া যায় না, কারণ কতকগুলিতে কুইনাইন প্রায় থাকেই না, কতক গুলিতে আবার কম মাত্রায় থাকে আবার কতক গুলিতে অতি-মাত্রায় থাকে। ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়ায় যেমন কুইনাইনের প্রয়োজন তেমনি রক্তবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক ঔষধের ও আবশ্যক আছে। সকলেই জানেন যে লৌহ ঘটিত ঔষধ রক্তবর্দ্ধক কিন্তু সাধারণ লৌহ অপেক্ষা অর্গেনিক লৌহের (জৈবিক লৌহ) কার্য্যকারী ক্ষমতা বেশী থাকে।

আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত ঔষধ নাই দেখিয়া বেঙ্গল ইনিউনিটির বিশেষজ্ঞ-গণের বিশেষ তত্ত্বাবধানে পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, কম্প জ্বর, প্লিহা এবং যকৃৎ সংশ্লিষ্ট জ্বরের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত "কুইনো হিমোজেন" নামে এক মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখা যায় অন্যান্য প্যাটেন্ট ঔষধে জ্বর ত্যাগ হইলেও রোগীর রক্ত হীনতা এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা দূর হয় না ; কিন্তু কুইনো হিমোজেনের সহিত অর্গেনিক লৌহ (সদ্য রক্তকণা) মিশ্রিত থাকায় ইহা সেবনে সত্বরই রোগীর দেহে নূতন রক্ত কণার সৃষ্টি হয় এবং দুর্ব্বলতা দূর হয়।

হাসপাতালের বহু রোগীর প্রতি কুইনোহিমোজেন ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কুইনো হিমোজেন জ্বরে এবং বিজ্বরে সেবন করা যাইতে পারে, ইহাতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহাতে সামান্য মাত্র কুফল হইতে পারে। ইহা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু এবং মূল্যও খুব কম।

মাত্রা—

জ্বরে চা চামচের দুই চামচ সামান্য জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবা, এইরূপ অন্ততঃ তিন দিন ব্যবহার করা উচিত। জ্বর ত্যাগের পর :—চা চামচের এক চামচ দিবসে তিনবার সামান্য জলের সহিত সেবা। এইরূপ কিছু দিন ব্যবহার করা উচিত।

রোড-ব্যাক

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এরিশ মারিয়া রিমার্ক

অনুবাদক

শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

"সেই সরকারী কবর থেকে সম্ভাষণ পাঠিয়েছে,—নে!"—আর এক ঘুসি। হোটেল-ওয়ালা বেচারা লাফালাফি আরম্ভ ক'রে দিলো— এদিকে-সেদিকে কোন দিকেই পথ পাচ্ছে না যেন!—শেষে, লাফ দিয়ে ঘের-দেওয়া জায়গার পিছনে চলে গেল,—গিয়েই একটা হাতুড় তুলে নিয়েছে। তারপর কসোলের মুখ বরাবর ক'সে এক ঘা— হাতুড়টা কাঁধের উপর দিয়ে পিছলে গেল। কসোলের খুবই লেগেছে, কিন্তু ব্যথার কোন ভাবই নেই—এম্নি রেগে উঠেছে। সিলিগকে জাপ্‌টে ধরে তার মাথাটাকে আচ্ছা ক'রে ঘেরের রেলিংএর মধ্যে ঠুসে দিল—গ্লাসগুলো ঝম্ ঝম্ ক'রে চুরমার হয়ে গেল। তারপর মদ-চুয়াবার নলটার মুখ খুলে দিল। "নে, এবার খা, মদ-খোর কোথাকার;—নাকমুখ ডুবিয়ে ইচ্ছামত খা—এর মধ্যে ডুবে মর্—শূয়রের নাড়ী-ধোয়া এই পচা ভুঁরভুরে জলে ডুবে মর্।"

সিলিগের ঘাড়-গলা বেয়ে মদ পড়ছে। তার সার্টের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে পাজামার ভিতরে নেমে যাচ্ছে আর পা-জামা ফুলে গিয়ে ঠিক বেলুনের মত দেখাচ্ছে। সিলিগ রাগের চোটে চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রে দিলো।—এ রকম মদ পাওয়া আজকালকার দিনে নেহাৎ সোজা নয়।—শেষে বেচারা কোন রকমে ছাড়া পেল। ছুটেই একটা গ্লাস হাতে নিয়েছে—কসোলের থুতি লক্ষ্য ক'রে এক ঘা বসিয়ে দিলো। "ভাল হচ্ছে না!" উইলি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল সে।—"তলপেটে গুঁতা মেরে তারপর পাদুটো একটানে সরিয়ে নিলেই হোত।"

আমরা কেউ যোগ দিলাম না। এ তামাসা শুধু কসোলের। সে যদি খুব এক চোট মার খেয়ে পালাতেও চাইতো, তবু আমরা সাহায্য করতাম না। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু এটুকু দেখছি যে, কেউ যেন সিলিগকে সাহায্য করতে না পারে। কিন্তু জাডেন ব্যাপারটা গোটা ছয় কথাতেই ভাল ক'রে সমঝিয়ে দিয়েছে—কাজেই কেউ আর এগুতে চাচ্ছে না।

ফার্দ্দিনান্দের মুখ দিয়ে দরদর্ ক'রে রক্ত পড়ছে। এবার সে দস্তুরমত ক্ষেপে গেল—সংক্ষেপেই কাজ সেরে ফেল্লো। মাড়িতে উল্টো ঘুসি মেরে সিলিগকে সোজা মাটীতে ফেলে দিলো—তার উপর চেপে বসে তার মাথাটা মেঝের উপর ভাল ক'রে ঠুস্‌তে লাগলো—তার যতক্ষণ-না মনে হল ঠিক মত সাজা হয়েছে এবার।

তারপর আমরা চলে এলাম। লীনা—একদম ফ্যাকাসে—তার কর্ত্তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে—আর কর্ত্তা খাস নিতে হাঁপাচ্ছে।

উইলি ফিরে চীৎকার করে বল্লে,

"তুমি না হয় গাড়ী ক'রে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।—দু'তিন সপ্তাহের ব্যাপার বলে মনে হয়। অবিশ্যি, অবস্থা খুব খারাপ নয়।"

কসোল হাসছে—যেন ছেলে-মানুষ—তার আনন্দ আর ধরে না—ভ্রোড়ারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া গেল, যা হোক।—তার ধারণা এই।

মুখের রক্ত মুছ্‌তে-মুছ্‌তে বল্লে,

"বেশ হল কিন্তু।—যাক, এক্ষুনি ছুটে প্রিয়ার কাছে যেতে হবে, নইলে পাড়া-পড়শীরা সব যা-তা ভাববে, কি বল?"

* * *

বাজারে গিয়ে আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। জাপ আর ভেলেনটিন ব্যারাকের দিকে রওনা দিল—চাঁদের আলো-মাখা পাকা রাস্তার উপর তাদের জুতার আওয়াজ হতে লাগ্‌লো—মর্‌মর্‌—খট্‌খট্‌। এলবার্ট হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো—

"ওদের সঙ্গে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না অবিশ্যি।"

"জানি।"—উইলি সায় দিল। সে মোরগের মাংসের কথা ভাবছে নিশ্চয়। "এরা যেন একটু অহঙ্কারী, দেমাক একটু বেশী—এই এখানকার লোকগুলোর কথাই বলছি—দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

আমি মাথা নাড়লাম। "আবার বোধ হয় আমাদের স্কুল আরম্ভ করতে হবে শীগগিরই"—

আমরা দাঁত বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।—দুঃখের হাসি। সে-কথা ভাবতেই জাডেনের আনন্দ ধরে না। হাসতে হাসতে সে ভেলেনটিন আর জাপের পিছন পিছন ছুট্‌ দিল।

উইলি মাথা চুলকাচ্ছে।—"আমাদের দেখে ওরা খুসী হবে, ভাব্‌ছ নাকি? আমরা তো আর আগের মত শান্ত-শিষ্ট নই—তা'ত জানই।"

কার্ল বল্লে,

"আমাদের বীর হিসাবে দেখতেই তারা বেশী পছন্দ করতো—ভাল-লাগার বিষয়ে একেবারে অনেক দূর—"

উইলি বল্লে,

"আমি কিন্তু মজাটা একবার দেখতে চাই, কি হয়,—ওরা কি করে। আমাদের এখনকার যা মেজাজ—ইস্পাতে গড়া—আগেই তো বল্‌তো, তারা—"

একটা পা একটু তুলে ঠাস ক'রে বাতাস ছেড়ে দিল।

"বার—বিন্দু—পাঁচ" বলে সে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেল্লো।

* * *

যখন আমাদের দল ভেঙ্গে দেওয়া হয়, সকলেই তখন যার যার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আসে। সরকার থেকে এও বলে দেওয়া হয় যে, যার যার বাড়ী পৌঁছেই বন্দুক ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজেই ব্যারাকে এসে ওসব ফিরিয়ে দিলাম। ছাড়া পাবার সময় আর্থিক কিছু লাভও হোল—বেতন হিসাবে। জনপ্রতি পঞ্চাশ মার্ক—; আরো পনেরো খোরাক-পোষাকের জন্য। তাছাড়া একটা ক'রে বড় কোট, এক জোড়া বুট জুতা, যুদ্ধের পোষাক, আর আণ্ডার-ওয়ের পাবার কথা।

জিনিষগুলো নেবার জন্য একেবারে সকলের উটু তলায় উঠে গেলাম।

কোয়ার্টার-মাস্টার নেহাৎ গা-ছাড়া ভাবে বল্লে,

"নিজেরাই দেখে শুনে নাও।"

উইলি সাজানো জিনিষগুলোর মাঝখান দিয়ে রওনা দিলো—হৈ-চৈ গোলমাল না ক'রে ওর যেন চলাই হয় না। তারপর বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লে,

"এই শুন্‌ছো,—এ সব তোমরা নূতনদের জন্য রাখ। এসব তো নোয়ার আর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে—একেবারে দাদা আদমের কালের। নূতন কিছু থাকে তো দেখাও।"

Q. M. বল্লে,

"কিছু পাওয়া গেল না"—

"তাই নাকি?" বলেই উইলি যেন কি ভাবছে।

তারপর একটা এল্যুমিনিয়ামের সিগারের বাক্স বার কর্লে, "খাও নাকি?"

আর একজন মাথা নাড়লো।—সারা মাথায় টাক।

"চিবিয়ে খাও তো, কেমন?" উইলি পকেটে হাত দিল।

"না——"

"বেশ, তা হলে মদ খাও?"

উইলি বাদ দেয় নি কিছুই.—বুকের যেখানটা বেশ ফুলে উঠেছে সেখানে হাত দিল।

"তাও খাই না"—কোয়ার্টার-মাস্টার নির্ব্বিকার।

"জব্বর বলেছ—এমন হ'লে তোমার নাকে-মুখে ক'সে দু' ঘা' লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।"—উইলি বেশ অমায়িক ভাবেই কথাগুলো বল্লে।

"যা হোক ভাল ভাল নূতন জামা না নিয়ে আমরা এক পা'ও নড়ছি নে।—

ভালই হোল,—এমন সময় জাপ্ এসে উপস্থিত। সে আজকাল সৈন্য-পরিষদের সভ্য, কাজেই সবাই ওকে একটু মেনে-টেনে চলে। চোখ দিয়ে সে Q. M. কে ইসারা কর্লো। "এরা আমারই দোস্ত, হেন্‌রিক্। জবর কড়া—লড়নেওয়ালা। ঘরটা দেখিয়ে দাও ওদের।—কেমন ?"

এবার কোয়ার্টার-মাষ্টার বেজায় খুসী। "তা আগে বলনি কেন ?"।—

তার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে একটা ঘরে গেলাম। নূতন নূতন জিনিষপত্র সেখানে ঝুলানো আছে। আমরা পুরনো সব ছেড়ে ফেলে নূতন নূতন জামাজুতা প'রে নিলাম। উইলি খোলাখুলি বলে ফেল্লো যে ওর দুটো বড় বড় কোট চাই।—কারণ প্রুসিয়ান গুলোর নীচে থাকতে থাকতে ওর রক্তই নাকি বেজায় পাত্‌লা হয়ে গেছে। Q. M. ভাবছে। জাপ তার হাতে ধ'রে তাকে একটা কোণায় নিয়ে গেল—তারপর খোরাক-পোষাকের টাকা সম্বন্ধে কথা জুড়ে দিল।

দুজন ফিরে এলে দেখলাম কোয়ার্টার-মাষ্টারের বেশ খুসী-খুসী ভাব। জাডেন আর উইলির দিকে তাকালো সে—ওরা গায়ে-গতরে আগের চেয়ে ঢের বেড়ে গেছে কি না!

"আচ্ছা বেশ, আমার পক্ষে সমান কথা। অনেকে তো পাওনা জিনিষ নিচ্ছেই না। নিজেদের আছে বোধ হয়। তা, নাও না। কথা হচ্ছে—আমার রসিদ পত্র ঠিক থাকলেই হোল।"

সব পেয়েছি ব'লে দস্তখত করে দিলাম।

"কিছুক্ষণ আগে ধূঁয়া টানা সম্বন্ধে কি বল্লে না তুমি ?"—

Q. M. উইলিকে বল্লে।

উইলি অবাক। বাক্সটা বা'র ক'রে দিল।

"তারপর খাওয়ার কথা ?"—Q. M. বল্লে।

উইলি পকেট খুলে দিল।

"তুমি মদ খাওনা নিশ্চয়"—উইলি বল্লে।

"খাই বৈ কি! ডাক্তার শুধু ওটাই তো খেতে বলেন। রক্ত শূন্য কিনা—দেখছোই তো। বোতলটা রেখে যাও, কেমন ?" Q. M. অনায়াসে কথাগুলো বল্লে।

"অর্দ্ধেক!" বলেই উইলি চোঁ করে একটান—তবু যদি কিছুটা বাঁচাতে পারে। তারপর আধা-খালি বোতলটা দিয়ে দিলো। লোকটা কিন্তু থ' খেয়ে গেছে।

* * *

ব্যারাকের বাইরের দরজা পর্য্যন্ত জাপ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো।

"বল আর কে আছে। ম্যাক্স ওয়েইল! সৈনিক-পরিষদে!" বল্লে সে।

"সে তো ওখানেই। বেশ সোজা কাজ, বল্‌তেই হবে, না ?" কসোল বল্লে।

জাপ বল্লে,

"মন্দ না। ভেলেনটিন আর আমি একত্রই আছি—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। যদি কোন দিন কিছু চাও—রেল-ওয়ের পাস্ বা এম্নি আর কিছু—তাহলে আমি আছি ভুলো না যেন।"

আমি বল্লাম, "তা হলে, দাও তো একটা পাস্। কালই এডলফ্‌কে গিয়ে দেখে আসি।"

একটা ব্লক বার ক'রে একটা পাস্ ছিঁড়ে দিলো, "নিজেই লিখে নিও। সেকেণ্ডে যাও তো—নিশ্চয়ই।"

"নিশ্চয়।"

বাইরে গিয়ে উইলি বড় কোটটার বোতাম খুলে ফেল্লো। এর নীচে আর একটা।

"আমি যে এটা নিয়েছি—ভালই হয়েছে। তা না হলে কোন জুচ্চোরে পরে হয় তো কোথাও বেচে ফেলতো। তা ছাড়া—প্রুসিয়ানদের এটা আমাকে দেওয়াও উচিত—আমার আধ-ডজন শেলের বদলী এটা দিলে বেশী কিছু হয় না।

হাই ষ্ট্রীট্ ধ'রে চলেছি। কসোল বলছে যে, আজ বিকালেই কবুতরের খোপটা মেরামত ক'রে ফেলবে ব'লে স্থির করেছে। যুদ্ধের আগে সে অনেক রকমের কবুতর পুষতো—সাদা-কালো-ডুরি—জংলী কবুতর।

আবার পাল্‌তে সুরু করবে। যুদ্ধেও কবুতর-পোষার কথা সে অনেকবার বলেছে।

"তারপর, ফার্দ্দিনান্দ্ ?" জিজ্ঞেস কর্লাম।

"কাজ-কর্ম্ম তালাস ক'রে নিতে হবে আর কি! বিয়েও করেছি, তা'ত জানই। এখন থেকে উনুন বন্ধ থাকলে তো আর চলবে না।" বল্লে সে।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ! সেণ্ট্ মেরি গির্জ্জার আশেপাশের কোন জায়গায় হবে বা! আমরা কান পেতে শুনছি।

মনে হচ্ছে।"—উইলি বিজ্ঞের মতন বল্লে। "সে যা হোক!"—জাডেন হাসছে আর জুতার ফিতায় ধ'রে নূতন জুতা-জোড়া দোলাচ্ছে,—"ফ্লেণ্ডারস্ থেকে ঢের ভাল,—তবু অনেক শান্তি।"

এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনে উইলি থেমে গেল।

জানালায় কাগজের আর কাঁটা-পাতায় তৈরী পোষাক ঝুলছে। কিন্তু ওদিকে তার নজর নেই মোটেই। সে একটা পুরনো ফ্যাসানের কাপড়ের সুটের পিছনে উঠে-যাওয়া মেটমেটে ছাপানো কারুকার্য্য দেখে অবাক হয়ে গেছে! হা ক'রে চেয়ে আছে সে-দিকে। এক ভদ্রলোকের একটা ছবি সোৎসাহে আঙ্গুল দিয়ে ছাখাচ্ছে। ছবির ভদ্রলোকটার মস্ত বড় দাড়ি—ছাগলের মত। ভদ্রলোক এক শীকারীর সঙ্গে আলাপে মগ্ন—ছবিতে তাই ছাখা যাচ্ছে।

উইলি জিজ্ঞেস কর্লো,

"জান, ওটা কি?"

"বন্দুক হবে আর কি!"—কসোল শীকারীর দিকে তাকিয়ে বল্লে।

"দূর!—ওটা নূতন ধরণের কোট—পিছনে কাটা পাখীর ল্যাজের মত।—এই আজকালকার ফ্যাসান—একেবারে আধুনিক। আর আমার কি মনে হচ্ছে—জান? এই বড় কোটটা কেটে-ছেঁটে ওরকম একটা তৈরী ক'রে নোব। মাঝ খান দিয়ে ছিঁড়ে—কাল রং দিয়ে নোব—আর কেটে ছেঁটে—এই নীচের দিকটা কেটে ফেলে—ব্যস, দেখো ঠিক হবে।"—উইলির ফূর্ত্তি ধরে না।

ভাবতেই সে আনন্দে মেতে উঠ্‌ল একেবারে জিনিষটা খুব পছন্দ-সই হয়েছে তার। কিন্তু কার্ল তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল। "তোমার কি ডোরা-ওয়ালা পা-জামা আছে! তা না হ'লে ওর সঙ্গে মানাবে না।" চাল দিয়ে বল্লে সে।

উইলি হতভম্ব হয়ে গেল—তাও এক মুহূর্ত্তের জন্য।

"ঐ ভদ্রলোকেরটা গাপ্ মেরে দোব। ঐ শাদা ওয়েষ্ট-কোটটাও। তখন উইলিকে দেখো একবার।"

তার চোখে মুখে আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে।

"জীবনের মধু তা হলে যায়নি ফুরিয়ে! একবার দেখে নোব। জীবনটা তা হ'লে আছে এখনও—কেমন?——যাক্ গে।"

* * *

বাড়ীতে ফিরে এলাম। এসেই শেষ বেতনের অর্দ্ধেক মাকে দিয়ে দিলাম। মা বল্লেন,

"কম নয়, লেফ্‌টেন্যাণ্ট সে!" বাবা বল্লেন।

"হা, তাই; আপনি কি চিনতে পারেন নি।"

লাডউইগকে একটু ভাল বোধ হচ্ছে। ওর আমাশা অনেকটা কমেছে

"তোমার কাছ থেকে কয়েকটা বই নিতে চাই, আরনস্ট।" লাডউইগ হাসছে।

যা ইচ্ছে হয় নাও-না, লাডউইগ।"

"তোমার আর কাজে লাগ্‌বে না তো।" সে জিজ্ঞেস কর্লো। মাথা ঝাঁকলাম। "এখন তো আর লাগবে না। মাত্র কাল খানিকটা পড়তে চেষ্টা ক'রেছিলাম। কিন্তু বড় খাপছাড়া লাগে, বুঝ্‌লে? মন বসে না মোটেই। দু'তিন পৃষ্ঠা হয় তো পড়েছি—তারপরই, কেমন যেন অন্য চিন্তা এসে পড়ে—বই-এ মন থাকেনা। একটা সাদা লেপাপোছা দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকার মতই প্রায়। কিন্তু তুমি কি রকম বই চাও—উপন্যাস?"

"না"—সে নিজেই কয়েকটা বই বেছে নিয়েছে। আমি নামগুলো পড়ে দেখছি।

"গুরু-গম্ভীর বই বেছে নিয়েছো যে, লাডউইগ? এ নিয়ে কি ক'রবে?"

সে শুধু হাস্‌ছে একটু অস্থিরও হয়ে উঠেছে। তারপর ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে,

"আচ্ছা তুমি তো জানই যে যুদ্ধে রাশি রাশি চিন্তা-ভাবনা কিলবিল ক'রে আমার মাথায় এসে ঢুকতো—আর আর আমি কিছুতেই ভালমন্দ বেছে নিয়ে ও-গুলোর একটা বিহিত করতে পারতাম না।

কিন্তু এখন সে অসুবিধা আর নেই। অনেক কিছু বুঝবার আছে। এই ধর,—মানুষ এমন কি হয়ে গেছে যে এমন একটা কাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেল?—কেমন ক'রে এসব হ'ল,—তাই জানতে ভারী ইচ্ছে হয়।—তা থেকে অনেক প্রশ্নই ওঠে। অনেক সমস্যা—আমাদেরও ভাববার মত ঢের ঢের সমস্যা রয়েছে। তোমার বোধ হয় মনে আছে, জীবনটা যে কি সে-সম্বন্ধে আগে আমাদের সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা ছিল! অনেক কিছু জানবার আছে, আরনস্ট্—অনেক কিছু——"

আমি বইগুলো দেখিয়ে বল্লাম,

"এ সব তুমি ওতে পারে, মনে করছ?

"যেমন করেই হোক—চেষ্টা ক'রে ছাখা যাক। আজকাল ভোর থেকে

সে চলে গেল। তখন ও আমি ব'সে ব'সে কেবল ভাবছি আর ভাবছি। সময়টা কি ক'রে কাটাচ্ছি আমি ?—ভারী লজ্জা হ'ল—একটা বই টেনে নিতে গেলাম! কিন্তু আবার বইটা হাত থেকে ছেড়ে দিলাম।—জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে-ভাবে বেশ থাকতে পারি—শুধু ফাঁকা চাউনি—শুধু শূন্যে চেয়ে থাকা—তা বেশ পারি। আগে অন্য রকম ছিল; তখন সর্ব্বদাই জানা থাকতো—কি করতে হবে—কি করবো।

মা এলেন। "আর্নস্ট, আজ রাত্রে তোমার কার্ল কাকার ওখানে যাচ্ছ তো ?"

"যাব, বোধ হয়"—বিরক্ত হয়ে বল্লাম।—স্রেফ অন্যমনস্ক।

"সর্ব্বদা সে নানা রকমের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের।"—মা বল্লেন।

হুঁ।—জানালা দিয়ে দেখছি—বাইরে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসছে। বাদাম গাছটার ডালে ডালে ছায়ার নাচ—নীলচে ছায়া। আমি ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম।

"হাঁ মা, গ্রীষ্মকালে ঐ বড় গাছগুলোর ধার দিয়ে গিয়ে দেখেছ ? নিশ্চয়ই দেখ্‌তে খুব সুন্দর হয়েছে—"

"না আর্নস্ট, এ বছর একবারও যাই নি।"

"না কেন ? আগে তো প্রত্যেক রবিবারই যেতে।"

"বেড়াতে যাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। পরে যা ক্ষুধা পায়—আর বোঝই তো—খাবার কিছুই ছিল না আমাদের।"

"ও, তাই—" ধীরে ধীরে বল্লাম।—"কিন্তু কার্ল কাকার নিশ্চয়ই খুব বেশী জিনিষ-পত্র ছিল—খাবার-টাবার—?"

"সে প্রায়ই আমাদের কিছু পাঠিয়ে দিত।"

হঠাৎ কেমন যেন দমে গেলাম। বল্লাম,

"এ-সবের কি দরকার ছিল, বল তো মা ?"—

মা আমার হাতে হাত বুলাচ্ছেন।—"কিছু না কিছু ভালর জন্যই হয়েছে নিশ্চয়। ঈশ্বর তা জানেন—ঠিক জেনো—ভালই হবে।"

* * *

কার্ল কাকা আমাদের পরিবারেরই লোক। নামজাদা ব্যক্তি। সুন্দর

তাঁর বাড়ীতে গেলাম।—উল্‌ফ্ আমার সঙ্গেই আছে। ওকে বাইরেই রেখে গেলাম।———আমার খুড়িমা কুকুর-টুকুর দুচোক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। বাইরের ঘণ্টাতে নাড়া দিলাম—তার মানে আসার খবরটা পৌঁছুক।

একজন লোক দরজা খুলে দিল। বেশ লম্বা-চৌড়া চেহারা।

"নমস্কার"—একরকম চমকেই বলে উঠ্‌লাম।

তারপর মনে হ'ল—সে নিশ্চয়ই ভৃত্যের সামিল হবে। যুদ্ধেগিয়ে এ সমস্ত সবই যেন ভুলে গেছি ছাই।

লোকটা আমার দিকে তাকালো—যেন সেনাপতি নেহাৎ সাদা-সিধা পোষাক পড়ে আছে। আমি হাসলাম, কিন্তু সে ফিরে আর হাসলোনা। গায়ের বড় কোটটা খুলে ফেল্লাম, সে হাত তুল্লো—আমাকে যেন সাহায্য করবে।

তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বল্লাম,

"থাক্, থাক্, পুরনো সৈনিক আমি ওটুকু নিজেই করতে পারব, কি বল ?"

—জিনিষপত্র সব খুলে একটা পেরেকে তুলে রাখলাম।

সে আবার সেসব নামিয়ে এনে গম্ভীর ভাবে পাশের আর একটা পেরেকে তুলে রাখ্‌ল—কিন্তু মুখে রা' নেই।

মনে মনে বল্লাম, "হতভাগা"—ভিতরে ঢুকে গেলাম।

কার্ল কাকা এগিয়ে এলেন—জুতার লোহাগুলোর কি আওয়াজ! আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন—বেশ আদর ক'রেই। আমি তো সাধারণ সৈন্য।—তার ঝক্‌ঝকে সাজ-সজ্জা আর চাক্‌তি গুলো অবাক হয়ে দেখছি—সবই সৈনিক বিভাগের।

একটু রগড় করবার জন্য বল্লাম, "আজ কি হবে ?—ঘোড়ার মাংস ভাজা ?

ঘোড়া ? "ঘোড়া কি বল্‌ছ ?"—তিনি যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

"খাবার সময় জুতায় দেখ্‌ছি ঘোড়া গুতাবার লোহা পরে আছেন!"—হেসে বল্লাম।

রসিকতাটা তাঁর ভাল লাগ্‌লো না। বিরক্ত হয়েছেন—চাউনি দেখেই বোঝা গেল। তাঁকে চটাবার উদ্দেশ্য আমার মোটেই ছিলনা—তবু যেন তাঁর নরম জায়গায়ই আঘাতটা পড়লো। সৈনিক বিভাগের কলম-পেষা চাকুরেদের ধরণই এই—তরোয়াল আর জুতার লোহার দিকেই ঝোঁক বেশী।

আমার যে কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না—এ কথা তাঁকে জানাবার আগেই খস্ খস্ আওয়াজ ক'রে খুড়িমা এসে উপস্থিত। তিনি ঠিক আগের মতই আছেন,—চ্যাপটা গোছের শরীর ছোট্ট কালো কালো চোখদুটো জ্বল্

এসেই তিনি আমার উপর অনর্গল কথা বৃষ্টি করে গেলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট চোখদুটো—এখানে—সেখানে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

আমার একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌লো—কি করবো ভেবে পাচ্ছি না।

এত লোকজন—মেয়েলোক—আমার তা দিয়ে কি হবে?— আমার পক্ষে যেন ঢের বেশী।—আর যা সব চেয়ে খারাপ সেটা হচ্ছে, এই আলো—অতিরিক্ত আলো। যুদ্ধে তো বড় জোর তেলের বাতি ছাড়া আর কিছুই পাই নি। কিন্তু এখানকার এই ঝার লণ্ঠন গুলো যেন বেইলিফের মতই নিষ্ঠুর! এদের কাছে কিছুই লুকানো যাবে না! চুল কাচ্ছি একটা উদ্বেগ বোধ হচ্ছে।

কথা থামিয়ে খুড়িমা জিজ্ঞেস কর্লেন,

"ওকি হচ্ছে—?"

বল্লাম "তাইতো, একটা উকুন যেন পালিয়ে গেল।— যা উকুন হয়েছে এ সব থেকে নিস্তার পেতে কমের পক্ষে এক সপ্তাহ লাগবে।"

তিনি পিছিয়ে গেলেন ভড়কে গেছেন যেন।—তাই বল্লাম,

"ভয় পাবার কিছুই নেই ওরা লাফায় না পোকা নয়।"

"চুপ আর না" তিনি ঠোঁটে আঙ্গুল দিলেন আর এম্নি এক চেহারা কর্লেন যেন কি একটা সাংঘাতিক রকমের অশ্লীল কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু এই হচ্ছে ওদের হাল। আমরা বীর হ'তে পারি কিন্তু উকুন সম্বন্ধে একটি কথাও বলা চলবে না তা হলেই গেছে আর কি!

একে একে অনেকের সঙ্গেই হস্ত মর্দ্দন করতে হ'ল,—ইস্ ঘেমে উঠেছি একেবারে।

এখানকার লোকগুলো যেন কি রকম—আমাদের মত নয় মোটেই—সৈনিক যে আমরা।

এদের কাছে আমি যেন একটা জংলী ভূত যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতই—জানোয়ার বিশেষ। এদের চাল-চলন বেশ কায়দা-দুরস্ত—রীতিমত ব্যবসাদারী।

কথা কয়, যেন ষ্টেজে দাঁড়িয়ে নাটক করছে।

অতি সন্তর্পণে হাতদুটো লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি। যুদ্ধের ঘাতের সব গুঁড়ি-গুঁড়ি ময়লা কায়েমী হয়ে হাতে লেগে আছে—বিষের দাগের মতই। হাতদুটো পা জামায় চুপি-চুপি মুছে ফেল্লাম—কিন্তু একটা মহিলার সঙ্গে হস্তমর্দ্দন করতেই হাত আবার ভিজে গেল। আবার।

রুণু ও লোটুর প্রেম

নীতিমূলক একাঙ্ক ফার্স

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

[ঢাকায় রমনা-অঞ্চলের একটি বাড়ির দোতালার একটী মাত্র ঘরে রাত এগারোটা বাজে।—ঘরের পেছন দিকের কোণে নীচের সিঁড়ির দরজা বন্ধ; সেই দরজায় কেউ দাঁড়ালে তা'র ডান্ দিকের দেয়ালের কোণে একটি খোলা দরজা—ছাতে যাবার। দুটো দরজাই কোণে হওয়াতে খুব কাছাকাছি। ছাতের দরজার পাশে দেয়ালে একটি বড় সোনালী ফ্রেইমে-বাঁধা আয়না—তা'র পরে একটি জান্‌লা। সেই জান্‌লার নীচে, নীচের দরজার মুখোমুখি একটি ড্রেসিং টেব্‌ল্ ও একটি পাৎলা, ছোট চেয়ার। ঘরের অন্য-পাশে একটি দামী খাটে শাদা ধব্‌ধবে বিছানা পাতা। বিছানার ওপরে মশারি তোলা। খাটের দিকের দেয়ালে তিনটে জানাসা; খাটের পাশে একটি টিপাইয়ে গোটা-কয়েক মোটা, কালো বই। সময়টা গ্রীষ্ম হওয়াতে সবগুলো জান্‌লা খোলা।

একটি মেয়ে ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারে বসে' চুলের খোঁপা ঠিক করছে। টেবিলের ওপর তা'র ডান্ হাতের কাছে কতগুলো চুলের কাঁটা; তা'র দাঁতের মধ্যে একটি। তা'র মুখ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল। মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে যা'র লেশমাত্র অভিজ্ঞতা নেই, সেও একদৃষ্টিতে বুঝ্‌বে যে মেয়েটির মনে এখন ফূর্ত্তি আর ধর্‌ছে না।

মেয়েটির বাঁ দিকে টেবিলের ওপর শরীরের ঈষৎ ভর্ রেখে যে-ছেলেটি পা দোলাচ্ছে, তা'র মানসিক অবস্থাও তদ্রূপ, কিন্তু তা'র মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। ছেলেটির চেহারা কালো হ'লেও সুন্দর; মুখখানা আধা-বয়েসী মেয়েরা যাকে বলে মিষ্টি; কিন্তু একটু পরেই সে যখন চশ্‌মা (শেল্-এর) চোখে দেবে, তা'র মুখ অনেকটা বুড়া-বুড়ো ও ভাব-ভাবিক হ'য়ে যাবে। এখনো তা'র মুখ গম্ভীর, কিন্তু সে প্রায়ই মুচ্‌কে হাসে, এবং সে-হাসি শিশুর হাসির মত। তা'র চুল বড় ও ঘন ও একটু কোঁকড়া বাঁ দিকে স্পষ্ট টেড়ি। কথা বল্‌তে-বল্‌তে সে প্রায়ই মাথার পেছনের চুলে আঙুল বুলোয়। তা'র বয়েস অল্পের বেশি নয়; কিন্তু তা'র মুখের ও ভাব-ভঙ্গীর সম্পূর্ণ আত্মস্থতা দেখে মনে হয় যে এই ঘরের সে-ই হচ্ছে মালিক। এবং ওপরের একমাত্র ঘর যে দখল করে, সে-ই যে সমস্ত বাড়ির কর্ত্তা, তা কি আর কাউকে বলে' দিতে হয়?—ঘরে মৃদু নীল রঙের ইলেকট্রিক আলো। দেয়ালের বড় আয়নাতেও ওদের আংশিক ছায়া পড়েছে, এবং মেয়েটি কখনো ড্রেসিং আয়নায়, কখনো বড় আয়নায় তাকাচ্ছে।]

ছেলেটি। 'But my kisses bring again, bring again !'

মেয়েটি। ছ্যাখো, ফের যদি তুমি (মুখ থেকে কাঁটা নামিয়ে খোঁপায় গুঁজ্‌তে-গুঁজ্‌তে) ফের যদি তুমি ইংরিজি কবিতা আওড়াবে তো আমি এক্ষুনি এ-ঘর থেকে চলে' যাবো। এক্ষুনি, এক্ষুনি, এক্ষুনি।

ছেলেটি। এক্ষুনি না যাও, একটু পরে তো যাবেই। সেইজন্যই তো বল্‌ছিলাম, যাবার আগে আর একবার—

মেয়েটি। (আর-একটা কাঁটা দাঁতের ফাঁকে গুঁজে' শক্ত করে' ঠোঁট বুজে' মাথা নাড়্‌লে)

ছেলেটি। (অনুনয় করে') আর-একবার, একবার মোটে। তারপর তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঐ দরজা দিয়ে বা'র করে' দেবো; তুমি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে-গড়াতে সাজা মা-র বিছানার নীচে গিয়ে পড়্‌বে, মা চম্‌কে উঠে চ্যাঁচাবেন, তুমি ভালো-মানুষের মত বল্‌বে: 'খাট থেকে পড়ে' গিয়েছিলাম, পিসীমা।'

মেয়েটি। (হেসে) পিসীমা বিষম ঘুমোতে পারেন—

ছেলেটি। (উদাসভাবে—জান্‌লার দিকে চেয়ে)

পিসীমা বিষম ঘুমোতে পারেন

পশমের জামা পরে'—

মেয়েটি। ইস্‌স্‌স্‌!!!

ছেলেটি। চট্‌লে? কেন, বেশ হচ্ছিলো তা কবিতাটা! ছাখো, এক্ষুনি পরের লাইনটা তৈরি হ'য়ে যাবে। (মুখে অবর্ণনীয় আত্মপ্রসাদের আনন্দ) শোনো—

পিসীমা বিষম ঘুমোতে পারেন—

মেয়েটি। ফের যদি তুমি কথার মাঝখানে কবিতা তৈরি কর্‌বে তো আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইবো না, কইবো না, কইবো না।

ছেলেটি। (টেবিল ছেড়ে ছাতের দরজার দিকে পায়চারি কর্‌তে-কর্‌তে) আমার শেষ আশাও গেলো। (সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, ভদ্র আলাপের সুরে) লোটু: আমার বন্ধুরা আমার এই সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সর্ব্বদা উপহাস করে; ওরা বলে, আমি পড়ি ইকনমিক্স্‌, কবিতার এলাকা মাড়াতে আসি কেন?

লোটু। ঠিকই বলে।

ছেলেটি। তুমিও এ-কথা বল্‌লে? ইকনমিক্স পড়ি, এই আমার অপরাধ। ইকনমিক্স্‌ পড়ি, বেশ করি। ইকনমিক্স্‌ আমার ভালো লাগে, বুদ্ধিমান লোকের পড়ার উপযুক্ত পৃথিবীতে যদি কিছু থেকে থাকে, ইকনমিক্সই আছে। কবিতা লিখ্‌তে আমি চাই নে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে না চাইতে যে-শক্তি দিয়েছেন, আমি চাইলেই তিনি তা ফিরিয়ে নেবেন কেন? আমার

চমৎকার মিল দিতে আর কে পারে? কেউ না। আমার মত নানারকম ছন্দ নিয়ে কস্‌রৎ কর্‌তে আর কে পারে? কেউ না। তবু—তুমিও আজ আমার ওপর চটে' গেলে! কেন চট্‌লে? কারণ আমি ইকনমিক্স্‌ পড়ি। কবিতাও যে পড়েছি তা প্রমাণ কর্‌বার জন্য মাঝে-মাঝে কবিতার লাইন্‌ আওড়ালাম, তা'রো উল্টো ফল হ'ল! (লোটুর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে) নারী: তোমার আত্মা নেই।

লোটু। আর-কেউ তোমার ইংরেজি কাব্যে দখল দেখে অবাক্‌ হ'ত। (তা'র চুল-বাঁধা শেষ হয়েছে)

ছেলেটি। তুমি ইচ্ছে না?

লোটু। না। এইমাত্র ক্রীম বা'র কর্‌বার জন্য ড্রয়ার খুল্‌তেই ছোট একটা খাতা চোখে পড়্‌লো—

ছেলেটি। হ্যাঁ, একটা খাতায় কতগুলো ভালো-ভালো লাইন্‌ টুকে' রেখেছি। অনেক সময় কাজে লাগে।

লোটু। (মুখে ক্রীম মাখ্‌তে-মাখ্‌তে) কী ছেলেমানুষি! তোমার লজ্জা করে না?

ছেলেটি। কবিতা কিছুই পড়ি নি, এ-কথা লোককে জান্‌তে দিতে আরো লজ্জা করে। কিন্তু কবিদের নামগুলো প্রায়ই গুলিয়ে যায়। ছাখো তো 'But those my kisses' টা কা'র?

লোটু। না দেখেই বল্‌তে পারি। শেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌।

ছেলেটি। হ্যাঁ, শেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌। বেড়ে লিখ্‌তো শেইক্‌স্‌পীয়্যর্‌। ম্যাট্রিক ক্লাশে থাক্‌তে ওর 'Venus and Adonis' পড়েছিলাম—চমৎকার! একটা লাইন্‌ এখনো মনে রয়েছে: 'Ten kisses short as one, one long as twenty!' এটা সত্যি মনে আছে: ছাখো, এটা খাতায় পাবে না।

লোটু। (ক্রীম্‌ মাখা শেষ করে') তোমার স্মৃতিশক্তি বড় একমুখো, রুণু-দা।

রুণু। তুমি আমাকে আর রুণু-দা ডাক্‌তে পার্‌বে না।

লোটু। কেন? সত্যি তো তুমি আমার দাদা হও!

রুণু। (লোটুর কাঁধে হাত রেখে) হই হই। আমি বলে' দিচ্ছি, তুমি আমাকে রুণু-দা ডাক্‌তে পার্‌বে না, পার্‌বে না, পার্‌বে না। এটা ভারি বাঙ্‌লা

সব অমুক-দা কি তমুক-দা'র সঙ্গে। কেন রে বাপু, প্রেম করছিস্ তো বেশ সোজাসুজি, খোলা-খুলি কর্! অত ভ্রাতৃভাবের উচ্ছ্বাস কেন?

লোটু। (রুণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে) কিন্তু আমি তোমাকে রুণু-দা বলে' ডাক্‌বোই, ডাক্‌বোই, ডাক্‌বোই। তুমি আমার পিস্‌তুতো দাদা হও, আমি তোমার মামাতো ছোট বোন্।

রুণু। (আত্মবিস্মৃত হ'য়ে)

ছোট বোন্ ছোট্ট লোটু—

ও, না—ভুলে' গেছ্‌লাম। না, তুমি আমার মামাতো বোন্ নও। আমি তোমার পিস্‌তুতো ভাই নই। কাল সকালে মা-র সাম্‌নে তুমি আমাকে রুণু বলে' ডাক্‌বে। পরশু তুমি যখন চলে' যাবে, সকলের সাম্‌নে তুমি আমাকে দূরে ডেকে নিয়ে আলাপ কর্‌বে। সবাইকে জানিয়ে দেবে যে আমাদের ভাই-বোন্-ভাব নয়।

লোটু। কিন্তু কেউ বুঝ্‌বেই না যে! ভাব্‌তেই পার্‌বে না। ভাই-বোনে যত সম্প্রীতিই থাক্, কেউ তা'কে অন্য-রকম ভাব্‌বে না। বাঙ্‌লায় cousin এর কোনো প্রতিশব্দ নেই, জানো? সেই জন্যই তো আমি এমন বিরক্ত! জানা-জানি হ'য়ে যাওয়ার মত শান্তি আর নেই। গোপন যতক্ষণ, ততক্ষণই পাপ-পাপ ঠেকে। যদি লোকে আর-কিছুতে না বোঝে, আমি কাল মা-র সাম্‌নে তোমাকে চুমু খাবো।

লোটু। কেমন করে' খাবে?

রুণু। জান্‌তে চাও? এই, এম্‌নি করে' (দু'হাত দিয়ে লোটুর মাথা ধরে') এম্‌নি করে'—(লোটুর ঠোঁটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে' আবেগসহকারে চুম্বন কর্‌লে)

লোটু। (মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে) যাঃ—আমি বুঝি তা-ই—

রুণু। না, তুমি কী বল্‌তে চেয়েছিলে, তা আমি বুঝেছি। মা-র সাম্‌নে চুমু-খাওয়া নিরাপদ নয়—এই তো?

লোটু। পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পারো। আমার এখানে আর আসা হবে না, পিসীমার হার্ট-ব্রেক্ হ'বে—অশান্তি, কেলেঙ্কারি, নিন্দে;—আর আমাদের অবিশ্যি ভবিষ্যতের জন্য সব আশা ছেড়ে দিতে হ'বে—বলাই বাহুল্য।

রুণু। (আগেকার মত টেবিলে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে—চিন্তিতমুখে) তাও তো বটে। একেবারে জানাজানি হ'লেও তো মুস্কিল! লোকের কাছে আমরা ভাই-বোন্, নিজেদের কাছে নিজেদের কাছে আমরা কী?

লোটু। (সান্ত্বনার স্বরে) কী করবে—আমাদের সমাজ—

রুণু। আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজ! আমাদের সমাজ যদি একটা দালান হ'ত, আমি সেটাকে ডিনামাইট্ দিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে' গুঁড়োগুলো পাঁচ-শো ছালায় ভরে' সবগুলো ছালা বে অব্ বেঙ্গলে ফেলে দিয়ে আস্‌তাম।

লোটু। যৌবনে অনেক লোকই সমাজ-সংস্কারক হয়।

রুণু। (টেবিল থেকে চশ্‌মা তুলে' নিয়ে কোঁচা দিয়ে ঘষ্‌তে-ঘষ্‌তে) চুলোয় যাক্ সমাজ!

লোটু। যাক্।

রুণু। (চশ্‌মা চোখে দিয়ে—দৃঢ়কণ্ঠে) কিন্তু তুমি আমাকে আর রুণু-দা বলে' ডাক্‌তে পার্‌বে না। লুকোচুরিতে আমার দম আট্‌কে আসে।

লোটু। অ্যাদ্দিন লুকোচুরি কর্‌তে পার্‌লে—এ ক'টা দিন চোখ-মুখ বুজে' কাটিয়ে দাও। একবার বিয়ে কর্‌লে আর ভাব্‌না কী? বৌকে পিসীমার সাম্‌নে ন'শো বত্রিশ বার চুমো খাও না কেন, পিসীমা লজ্জিত হ'বেন, কিন্তু কিছু বল্‌বেন না।

রুণু। তুমি একটি বোকা। বিয়ে কর্‌লেই লুকোচুরি আরো বাড়্‌বে; কারণ তখন গোপন কর্‌তে হ'বে শুধু মা-র কাছ থেকে নয়, মা এবং বৌর কাছ থেকে। (মনে-মনে সে-অবস্থা কল্পনা করে') উঃ!

লোটু। (হেসে) Philanderer!

রুণু। (গভীর তৃপ্তির হাসিতে মুখ উজ্জ্বল)

'Out upon it, I have loved
Three whole days together!'—

লোটু! (শাসন করে') আবার!

রুণু। (অপদস্থ) ক্ষমা, ক্ষমা!

লোটু। কিন্তু মজা এই যে পিসীমার ধারণা তাঁর রুণুর মত 'সচ্চরিত্র' যুবক আর নেই।

রুণু। (লজ্জিত হাসি হেসে) মা সত্যি তা-ই ভাবেন, না?

লোটু। ভাবেন না! তুমি সিগ্রেট্ খাও না, কোনোদিন সাড়ে-সাতটার পর বাড়ি ফেরো নি, পড়াশুনোয় চিরকাল ভালো, বেশি কথা বলো না—

রুণু। কী অন্যায়! কা'র সঙ্গে কইবো? বাড়িতে এমন-কোনো লোক

লোটু। (আগের কথার জের টেনে) আত্মীয়-স্বজনদের তুমি খোঁজ-খবর নাও, কারো অসুখ-বিসুখ হ'লে সেবা শুশ্রূষা করো, পিসেমশায়ের অসুখের সময় তুমি যা করেছিলে, তা'র জন্যে তোমার প্রশংসা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমাদের কান ঝালাপালা।

রুণু। (উত্তেজিতস্বরে) অন্যায়! অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! আমি সিগ্রেট্ খাই নে, কারণ আমার ভালো লাগে না, ইচ্ছে করে না; যেদিন ইচ্ছে কর্‌বে, ঢাকা-শহরের সবগুলো সিগ্রেটের দোকান কিনে' ফেলে সিগ্রেটের ছাইয়ে ঘর-বাড়ি ডুবিয়ে দেবো। সাড়ে-সাতটার পর কোন্ চুলোয় গিয়ে বসে' থাক্‌বো? —আমার আত্মীয়ারা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসেন, এবং, নিজের বাড়িতেই আমার সব চেয়ে আরাম লাগে—সবারি লাগে—

লোটু। সাবধান, রুণু, সাবধান—আমি কিন্তু jealous হ'র।

রুণু। (লোটুর কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে')—পড়াশুনোয় ভালো, তা আমার কী দোষ? মাথার খুলি খুলে' ঘিলুগুলোকে তো আর বা'র করে' দিতে পারি নে! ঈশ্বর আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন—

লোটু। ঈশ্বর তোমাকে অনেক জিনিষ দিয়েছেন, দেখ্‌ছি। বুদ্ধি, কাব্য-শক্তি—আর কী?

রুণু। (লোটুর ঠাট্টা গায় না মেখে) আর আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর—নেঁয়া—সেটা এমন আর কী—রিটার্ণ-ভিজিট্! ওরা তো সব সময় আস্‌তে পারে না—

লোটু। রুণু: তুমি এমন-কোনো মেয়েকে কখনো ভালবেসেছো, যে তোমার আত্মীয় নয়?

রুণু। অনেক—কিন্তু মনে-মনে। অবিশ্যি তা'দের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি, কারণ তা'রা কেউ আমার আত্মীয় নয়। সে-কথা যাক্। আর শুশ্রূষার কথা? বাঃ, আমি যে খুব ভালো শুশ্রূষা কর্‌তে পারি, এটা লোককে দেখাতে হ'লে না? আর, আমার বাবার অসুখের সময় আমি কর্‌বো না?—এতে আশ্চর্য্য কী আছে? ও-সব কাজে আমি এক্সপার্ট—করেওছিলাম। এই জন্যে আমি 'সচ্চরিত্র' হ'য়ে গেলাম? বাঃঃ, এমন অন্যায়, এমন আজগুবি অদ্ভুত কিম্ভুত উৎকট অন্যায় আর কখনো হয়েছে? আ মি 'সচ্চরিত্র'! আমার মা কী বোকা, কী ভীষণ বিষম বোকা! লোটু: তুমি মা-কে সব কথা বলে' দিয়ো। এ-অপবাদ আমি আর সহ্য কর্‌বো না। তেরো বছর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করে' খারাপ

আমার মা যদি শিগ্‌গির আমার সম্বন্ধে মত না বদ্‌লান্, তা হ'লে আমি ভয়ানক একটা-কিছু করে' ফেল্‌বো।

লোটু। (ক্রীমের পট্‌টা রুণুর হাতের কাছ থেকে সরিয়ে) ভয়ানকত্বটা আপাতত ক্রীম-পট্‌টার ওপর দিয়েই যা'বে, মনে হচ্ছে।.....কিন্তু অত অস্থির হোয়ো না, রুণু। আমি অন্তত তোমাকে 'সচ্চরিত্র' বলে' জানি নে।

রুণু। লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে। সেইজন্যই তো তোমাকে এত ভালোবাসি। (হঠাৎ নীচু হ'য়ে লোটুর মুখে চুমো খেয়ে ফেল্‌লো)

লোটু। এমন কথা তো ছিলো না—আর-একবার মোটে।

রুণু। Shut up. (আবার চুমো খেলো)

লোটু। উঃ, অস্থির করে' ছাড়্‌লে ছেলেটা। (উঠে' দাঁড়িয়ে) যাই এবার—রাত অনেক হ'ল। পিসীমা হঠাৎ জেগে উঠ্‌লে কী ভাব্‌বেন!

রুণু। প্রার্থনা করি, তোমার পিসীমা যেন হঠাৎ জেগে উঠে' তাঁর স্নেহের ভাইঝিকে তাঁর স্নেহের ছেলের আলিঙ্গনে আবদ্ধ দেখ্‌তে পান্। তা হ'লেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়, তা হ'লেই এই দারুণ ও মিথ্যা দুর্নাম থেকে আমি রেহাই পেতে পারি। ছি-ছি-ছি—আমি 'সচ্চরিত্র'! আ মি! লোটু: এর একটা প্রতিকার কর্‌তেই হ'বে।

লোটু। (হাই তুলে') ভেবে চিন্তে কাল সকালে করা যাবে—এখন ঘুমুই গে। (সিঁড়ির দরজার দিকে এগোতে লাগ্‌লো)

রুণু। (সঙ্গে-সঙ্গে এসে) তুমি তো আরাম করে' ঘুমুবে—কিন্তু আমার সারা-রাত ঘুম হ'বে না।

লোটু। অত ব্যস্ত হোয়ো না, রুণু: আর-একজন তোমাকে খারাপ বলে'ই জানে।

রুণু। (উৎসুককণ্ঠে) কে সে? (দরজার কাছে এসে দু'জনেই দাঁড়ালো)

লোটু। পিসেমশাই।

রুণু। আমার বাবা!

লোটু। হ্যাঁ। যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, তদ্দিন তিনিও অবিশ্যি তোমাকে ভালো বলে' জান্‌তেন, কিন্তু এই দু'বছর স্বর্গ থেকে তিনি তোমার সমস্ত কীর্ত্তিই তো দেখেছেন!

রুণু। না জানি কী ভাব্‌ছেন!

রুণু। জানো লোটু, বাবার কথা আমার অনেকদিন মনে হয়েছে। আমার জীবনের এ-ই একমাত্র পাপ।

লোটু। পাপ ?!

রুণু। পাপ। মানে, দুর্ব্বলতা। বাবার কথা মনে করে' (রুণুর মুখ ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য্য-রকম কোমল হ'য়ে গেলো)—মনে করে' অনেক সময় নিজকে ভারি বিশ্রী ও ছোট মনে হয়েছে ; এমন কি, নরকের আগুনের ভয়ও হয়েছে।

লোটু। নরকের আগুনে একদিন তো পুড়্‌বেই। সে-জন্যে এখন থেকে ভেবে লাভ কী ?

রুণু। (অন্যমনস্কভাবে) লোটু : তোমার কখনো মৃত্যু-ভয় হয়েছে ?

লোটু। মৃত্যু-ভয় এখন পর্য্যন্ত হয় নি, কিন্তু এঘরেই যদি রাত কাটাতে হয়, তা হ'লে অন্য রকম ভয় আছে।

রুণু। লোটু : বাবা তোমাকেও খুব ভালো মেয়ে বলে' জান্‌তেন।

লোটু। তা জান্‌তেন। বাইরের সুনাম বজায় রাখার দরকার আমার চেয়ে বেশি কে বুঝেছে ? অবিশ্যি, তুমি ছাড়া।

রুণু। কিন্তু বাবা তো এখন সব দেখ্‌ছেন, জেনে ফেলেছেন।

লোটু। সব। এমন কি, তাঁর অসুখের মধ্যে একদিন এই ওপরের ঘরে—মনে নেই ? সেটাও কেউ হয়-তো তাঁর কানে লাগিয়েছে। স্বর্গে আমাদের গুরুজনের তো অভাব নেই ! তা জেনে ফেলেছেন, ভালোই তো ! তুমি তো লুকোচুরি পছন্দই করো না ! খুসি হও, আনন্দিত হও, উল্লসিত হও, উচ্ছ্বসিত হয়। কিন্তু আমি এখন ঘুমুতে যাবোই।

রুণু। (হেসে) হ্যাঁ, সকল দুঃখের মধ্যে এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে আমাকে 'সচ্চরিত্র' বলে' জানেন না। কিন্তু এক-এক সময় ভয়ও হয়।

লোটু। (দরজার খিল খুলে') ভয় ? কেন ?

রুণু। যদি তিনি হঠাৎ এসে আমাকে বকে' যান্ ; তোমাকে যখন চুমু খাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ যদি তাঁর গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেতাম : 'ও ছেলে, এইসব করা হচ্ছে !'

লোটু। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! একবার ছাখো না পরীক্ষা করে' !

রুণু। নাঃ, তোমার লোভ ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে। (লোটুর মুখে সংক্ষেপে চুমু খেয়ে) যাও, শোও।

লোটু। আশা করি রাত্তিরে নরকের স্বপ্ন দেখ্‌বে না। (দরজার বাইরে চলে' গেলো)

রুণু। (চেঁচিয়ে) লোটু !

লোটু। (ফিরে' এসে) কী হ'ল আবার ? পিসেমশায়ের ভূত ছাখো নি তো ?

রুণু। চুলোয় যাক্ ভূত। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো ?

লোটু। অনেক জিনিষই লক্ষ্য করেছি। কোন্‌টার কথা বল্‌ছ, না বলে' দিলে বুঝ্‌বো কী করে' ?

রুণু। তুমি আমাকে এতক্ষণ রুণু বলে' ডেকেছো !

লোটু। তা তো ডেকেইছি। তুমিই না বল্‌লে ডাক্‌তে ? কিন্তু কাল সকালে, লোকের সামনে—মনে থাকে যেন—যে রুণু-দা, সেই রুণু-দা।

রুণু। না, লোটু। এই লুকোচুরি—

লোটু। গুড্ নাইট্, রুণু-দা। (বাইরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো)

রুণু। (চেঁচিয়ে) গুড্-নাইট্, ডার্লিঙ্

[রুণু দরজাটা ফের বন্ধ করে' ড্রেসিং টেবিলের ধারে চেয়ারে এসে বস্‌লো।]

রুণু। (মুখে ক্রীম মাখ্‌তে-মাখ্‌তে ; সুর করে')

হাওয়াগাড়ি টন্‌টন্,
রেন্ কাম্ ঝমাঝম্,
সন্দেশ চম্‌চম্,
দহরম মহরম,
গায় কাঁটা ছমছম—
ওকে বিয়ে কম্-সম্,
হর হর বম্ বম্—
হাওয়াগাড়ি টন্‌টন্
রেন্ কাম্—

নাঃ—আর মিল নেই। (ড্রয়ার থেকে চিরুণী বা'র করে' চুলগুলো উল্টোদিকে ফেরাতে-ফেরাতে)

আয়না কয় না কথা, ময়না রয় না চুপ—

আউহ্ হ্ ! [হাই ছাড়্‌লো] আয়না কয় না ক—আউহ্ হ্ হ্ হ্ !

[একবার গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে চিরুনী-ক্রীম ড্রয়ারে রেখে দিয়ে উঠে' দাঁড়ালো। তারপর ছাতের দরজার দিকে কয়েক পা গিয়ে ফিরে' এসে খাটের মাথার কাছে দাঁড়ালো। টিপায়ের কালো, মোটা বইগুলো (ইকনমিক্সের—নিশ্চয়ই) থেকে বেছে একখানা বই ও

একটি পেন্সিল্ তুলে' নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। চারদিকে একবার তাকিয়ে বেড্-সুইচটা ঠিক ডান্ হাতের কাছে এনে রেখে মশারিটা ফেলে দিয়ে তা'র ভেতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

দু'মিনিট্ সব চুপ্‌চাপ্, তারপর হঠাৎ ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলো। রাস্তার ইলেকট্রিক ও আকাশের তারা থেকে আবছা আলোয় শাদা মশারি একটু-একটু দেখা যাচ্ছে—দেয়ালের বড় আয়নাটা ঝক্‌ঝক্ করছে। হঠাৎ যেন হাওয়াটা জোরে বইতে লাগ্‌লো—পাংলা মশারি ফুর্‌ফুরায়মান।

একটু পরে ছাতের খোলা দরজাটা হাওয়ায় ঠাস্ ক'রে বন্ধ হ'য়ে আবার খুলে গেলো; ছাতের দিক থেকে অনেক খড়্‌কুটো কাগজের টুক্‌রো ও ধুলোবালির সঙ্গে একটি দীর্ঘ শাদা মূর্ত্তি ঘরে এসে ঢুক্‌লো। মূর্ত্তি এগিয়ে খাটের মাথার কাছে দাঁড়ালো। ছাতের দরজাটা আবার ঠাস্ করে' বন্ধ হ'য়ে গেলো—আবার খুল্‌লো।]

রুণু। (দ্বিতীয় শব্দে জেগে উঠে) কে? কে? শব্দ কিসের? ওখানে কে দাঁড়িয়ে? ওখানে কে? আঃ, সুইচ্‌টা আবার গেলো কোথায়? ···· (আলো জ্বলে' উঠ্‌লো; রুণু মশারিটা একটু তুলে' মুখ বা'র করে' মূর্ত্তি দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো) ও বাবা! (বলেই আবার মশারির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।)

মূর্ত্তি। (আলো জ্বল্‌তে দেখা গেলো যে মূর্ত্তিটি যেমন দীর্ঘ, সেই অনুসারেই পরিপুষ্ট; কাঁচা-পাকা পুরু গোঁফ; ছোট-ছোট মোটা চুল। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত শাদা কাপড়ে ঢাকা—ঢেন্‌টা করলে পায়ের আঙুল দেখা যায়। মুখের রঙ্ অসুস্থ লোকের মত ম্লান, কিন্তু চোখ দুটো খুব জীবিত। গলার স্বর গম্ভীর ও গাঢ়—অনেক সময় ভয়ঙ্কর।) চিন্‌তে পেরেছিস্ তা হ'লে! বেরিয়ে আয়, শুয়ার! আমি এত কষ্ট ও চেষ্টা করে এলাম ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে—আর উনি আমাকে দেখে তেরো বছরের মেয়ের মত গুজ্‌গুজ্ কর্‌তে-কর্‌তে বালিশের নীচে ঢুক্‌লেন! বেরিয়ে আয়, শুয়ার—শিগ্‌গির বেরিয়ে আয়, নইলে এক লাথিমেরে—না, শরীর তো আর নেই।

রুণু। (মশারির এক কোণ তুলে' মিট্‌মিট্ করে' মূর্ত্তির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে—উচ্চৈঃস্বরে) তুমি কি সত্যি বাবা? বাবার ভূত?

মূর্ত্তি। চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন্ গাধা? আমার কি আর এখন কান আছে যে কানে কম শুন্‌বো? যদি শরীরই থাক্‌তো, তবে এতক্ষণে তোকে কা—ন ধ'রে' হিড্‌হিড্ করে' বিছানা থেকে টেনে নাবাতাম! ভীরু! শেয়াল কোথাকার!

রুণু। (সাহস পেয়ে সম্পূর্ণ মাথা বা'র ক'রে', স্বাভাবিকস্বরে) ও, ভুলেই গেছ্‌লাম। তোমার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে'-বলে' অভ্যেস্ হ'য়ে গিয়েছিলো। [illegible] ভারি হ্যাঙাম।

মূর্ত্তি। কী হ্যাঙাম?

রুণু। (সম্পূর্ণ আত্মস্থ হ'য়ে) এই চেঁচিয়ে কথা-বলা। (বালিশের নীচ থেকে চশ্‌মা বা'র করে' চোখে দিলো।)

মূর্ত্তি। চ্যাঁচাতে পারিস্ নে তো পুরুষ হ'য়ে জন্মেছিস্ কেন? কবুতরের বাচ্চা! তোর বয়েসে আমি তো ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাতে পাড়তাম। আর তুই আমার ছেলে হ'য়ে চ্যাঁচানোকে ভয় পাস্? ছুঁচো! ছেলেবেলা থেকেই তুই এমনি। মিহি স্বরে মিঠে-মিঠে কথা বলা—মেয়েলি ঢঙে—(অনুকরণ করে') সত্যি? যাঃ, ত'তেই পারে না, না—তা নয়—দূর বোকা—শুন্‌লে বত্রিশ পাটি দাঁত হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে।

রুণু। ভাগ্যিস্ শুন্‌তে পেতে না!

মূর্ত্তি। বাঁদর কোথাকার, তুই আ মা কে—(হঠাৎ চশ্‌মা দেখে) ওটা আবার কী?

রুণু। চশ্‌মা।

মূর্ত্তি। চশ্‌মা যে, তা আমি জানি। তুই আর বাপের বয়েসে ক'টা দেখেছিস্ রামপাঁঠা? কিন্তু চশ্‌মা কেন? চোখ খারাপ হয়েছে?

রুণু। হয়েছে।

মূর্ত্তি। এই বয়েসেই চোখ খারাপ করে' বসে' আছিস্ বাদুড়? তোর বয়েসে আমি দুপুরের সূর্য্যের দিকে ঘড়ি ধরে' ছত্রিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তাম। হ'বেই চোখ খারাপ। খালি পড়া—পড়া—পড়া; খালি বই—বই—বই। আমি যে তোর আদ্ধেকও পড়াশুনো করি নি, তুই কি জীবনে আমার চাইতে বেশি টাকা রোজকার কর্‌বি রাম-ছাগল? বেরিয়ে আয় মশারি থেকে, তোকে একবার ভালো করে' দেখি। বেরিয়ে আয় টিক্‌টিকি! (রুণুর দেরি দেখে) বেরিয়ে আয় ঢাম্‌চিকে!! (আরো দেরি) বেরিয়ে আয় গুব্‌রে পোকা!!!

রুণু। [মশারি থেকে বেরিয়ে এসে মশারির সাম্‌নের দিক্‌টা তুলে' বিছানার ওপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে') সত্যি তো?

মূর্ত্তি। কী সত্যি?

রুণু। এই যে তোমার শরীর নেই—সে কথা?

মূর্ত্তি। আমার শরীর থাক্‌লে আজ তোর শরীরে একখানা হাড়ও আস্ত থাক্‌তো নাকি রে, গাধা?

রুণু। (পা দুটো নীচে ঝুলিয়ে; মার্জ্জিত ভদ্রভাবে) তা হ'লে, বাবা,

একটা কথা বল্‌তে আমি বাধ্য যে স্বর্গে গিয়ে তুমি পৃথিবীর পশু-পাখী-পোকা-দেরকে ভুলে' যাও নি।

মূর্ত্তি। (বজ্রস্বরে) স্বর্গে গিয়ে !!! ওরে ইডিয়ট্, ওরে সোনার চাল-কুমড়ো' ওরে অশ্বডিম্ব, আমি স্বর্গে যাবো কেন রে? আমার ছেলে হ'য়ে আমার সম্বন্ধে তুই এ-কথা ভাব্‌তে পার্‌লি কী করে'?

রুণু। (দুঃখিতস্বরে) তুমি তা হ'লে স্বর্গে যাও নি?

মূর্ত্তি। স্বর্গে আমি যাবো কেন রে, গর্দ্দভ? স্বর্গে যাবি তুই, তুই তাল-পাতার সেপাই, তুই কাগজ-খেকো পোকা, তুই খেতে-না-পাওয়া ইঁদুর, তুই অমাবস্যার চাঁদ! তুই! তুই মরামাত্র একেবারে সটান্ স্বর্গে গিয়ে উঠ্‌বি—নরকের মুখও একবার দেখ্‌তে পাবি নে—স্বর্গে তোকে চিরকাল পচ্‌তে হ'বে—কথাটার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্?—চি র কা ল!

রুণু। (সভয়ে) তুমি তা হ'লে নরকে আছো?

মূর্ত্তি। (সগর্ব্বে) হ্যাঁ, এবং চিরকাল থাক্‌বো, চি র কাল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রুণু। বাবা, তুমি হাস্‌ছো? আনন্দে? নরকের আগুনে পুড়ে'ও—

মূর্ত্তি। নরকের আগুন!!! এ-সব আজগুবি অদ্ভুত উদ্ভট সেকেলে মরচে-পড়া, উঁইতে-খাওয়া পুঁয়ে-পাওয়া ধারণা তোর মাথায় কে ঢোকালো? মিল্‌টন্?

রুণু। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) নরকে তা হ'লে আগুন নেই? আগুন নেই!! হাঃ—হাঃ—(আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো।)

মূর্ত্তি। বলি, মিল্‌টন্ পড়ে'ই বুঝি এ-সব—

রুণু। মিল্‌টন্? মিল্‌টন কে?

মূর্ত্তি। (বজ্রাহত) মি ল্ ট ন কে?!

রুণু। হ্যাঁ। মিল্‌টন কে?

মূর্ত্তি। মিল্‌টনের নাম শুনিস্ নি, গাধা, তবে এত বছর ধরে' পড়াশুনো করেছিস্ কি আবার শ্রাদ্ধে পিণ্ডি দে'য়ার জন্য? মিল্‌টন্ কে? মি ল্ ট ন্! মিল্‌টন্, জন্ মি ল্ ট ন্, জ ন্ মিল্‌টন!

রুণু। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জন্ মিল্‌টন্। ক্রমোয়েলের আমলের রিপাব্লিকান্-পাণ্ডা; ল্যাটিন্-সেক্রেটারি; ওর 'Tenure of kings and Magistrates' একবার পড়েছিলাম বটে। ভদ্রলোক স্বর্গ নরক সম্বন্ধেও কিছু লিখেছিলেন নাকি?

মূর্ত্তি। [স্তম্ভিত] ভদ্রলোক। ক্রমোয়েল্। রিপাব্লিকান্। ল্যাটিন-

সেক্রেটারি। রুণু: তুমি আমাকে এ-কথা বিশ্বাস করতে বল্‌ছো যে তুমি প্যারাডাইস্ লস্ট্-এর নাম শোনো নি?

রুণু। ও-ও-ও-ও ও। প্যারাডাইস্ লস্ট্। প্যারাডাইস্ লস্ট্। এক মহাকাব্য—না? নাম শুনেছি বটে। তবে পড়ি নি। আজকালকার দিনে কেউ পড়ে না। ওতে নরকের আগুনের কথা আছে নাকি? জান্‌তাম না। নরকের আগুনের খবর বই না পড়েই পেয়েছি; জন্ম থেকেই শুনে' আস্‌ছি।

মূর্ত্তি। (গভীর ক্ষোভের সঙ্গে) কুসংস্কার, কুসংস্কার। পৃথিবী-ভরা কুসংস্কার।

রুণু। (তীব্র প্রতিবাদ করে') কক্ষণো নয়। পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, যা'দের কুসংস্কার একেবারেই নেই। যেমন ব্যর্ণার্ড্ শ। স্বর্গ-নরক-সম্বন্ধে ব্যর্ণার্ড্ শ'র আশ্চর্য্য-রকম নতুন ধারণা।

মূর্ত্তি। ব্যর্ণার্ড্ কী?

রুণু। শ। ব্যর্ণার্ড্ শ।

মূর্ত্তি। ব্যর্ণার্ড্ শ কে?

রুণু। (বজ্রাহত) ব্যর্ণার্ড্ শ কে?!

মূর্ত্তি। হ্যাঁ। জিজ্ঞেস্ করছি, কে ব্যর্ণার্ড্ শ?

রুণু। (স্তম্ভিত) বাবা, তুমি আমাকে বিশ্বেস্ করতে বল্‌ছো যে তুমি ব্যর্ণার্ড্ শ'র নাম শোনো নি?

মূর্ত্তি। আরে গাধা, বলে'ই ফ্যাল্ না কে এই সোনাচাঁদ। কোনো Spiritualist বুঝি? ওদের কথায় বিশ্বেস্ করিস্ নি।

রুণু। বাবা, বাবা, তুমি যদি ফের্—তুমি কি সত্যি- তোমার এই অজ্ঞতা—ব্যর্ণার্ড্ শ Spiritualist! যাঁর নাটকে—

মূর্ত্তি। ও-ও-ও-ও-ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। ব্যর্ণার্ড্ শ বলে' একটা পাগল নাটক-ফাটক লিখ্‌তো বটে। কিছু পড়ি নি। সময় ছিলো না। তা এই মাথা-খারাপ ভদ্রলোক স্বর্গ-নরক বিষয়ে কী বলেন?

রুণু। বলেন অনেক কথাই। বলেন, স্বর্গে কি নরকে কাউকে জোর করে' নিয়ে যাওয়া হয় না, যা'র যেখানে খুসি থাকে এবং ইচ্ছেমত যাওয়া-আসা করতে পারে।

মূর্ত্তি। (আশ্চর্য্য) বাঃ, ঠিক কথাই তো লিখেছে! জান্‌লো কী করে'?

রুণু। (শক্‌ড্) ঠিক কথা! বাবা, তোমার কথা থেকে কি আমি এই বুঝব যে তুমি ইচ্ছে করলেই স্বর্গে থাকতে পারো, অথচ নরকে বাস করছো?

মূর্ত্তি। (বিজ্ঞভাবে) আহা-হা। রুণু, রুণু, আগে মরে' নে—তারপর বুঝ্‌বি, একজন যদি স্বর্গে যায়, নরকে কেন যায় ন'লক্ষ ন'হাজার ন'শো নিরানব্বই জন।

রুণু। (খাট থেকে নেমে ঘরের মেঝেয় নাচ্‌তে-নাচ্‌তে, চীৎকার করে') নরকে তা হ'লে কষ্ট নেই! নরকে কষ্ট নেই!! নরকে কষ্ট নেই!!!

মূর্ত্তি। (রুণুর এই ছেলেমানুষি দেখে ভারিক্কি চালে) নরকে কষ্ট! হাঃ! সেখানে সারাক্ষণ নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব হাসি-কান্না, মদ-মেয়েমানুষ' ফূর্ত্তি-ঝগ্‌ড়া, ভালোবাসা-হিংসা, আলো-ছায়া, রঙ্‌-বেরঙ্‌, সৌন্দর্য্য-কুশ্রীতা অবিশ্রান্ত বয়ে' চলেছে। নরকে কষ্ট! নরক যে প্রায় পৃথিবীরই মত! কষ্ট হ'ল গিয়ে স্বর্গে; সেখানে নাকি আলো নেই, ছায়া নেই, সুখ-দুঃখ নেই, ভালোমন্দ নেই—

রুণু। ঈশ্বর?

মূর্ত্তি। ঈশ্বর আছেন হয়-তো। যেখানে কিছু নেই, সেখানে ঈশ্বর থাক্‌লে কারু কিছু আসে যায় না! স্বর্গে গিয়ে মানুষের আত্মা টেঁকে? সেখানে আছেন শুনেছি বুদ্ধদেব, আর ওদের দেশের কে-কে যেন—সবে মিলে' গুটি বারো আত্মা। স্বর্গ খাঁ-খাঁ করছে।

রুণু। বাবা, তুমি নিশ্চয়ই এ-সব কথা শ পড়ে' বল্‌ছো! নইলে হ'তেই পারে না—

মূর্ত্তি। আ মি শ পড়েছি? কোনোদিনো নয়, কক্ষনো নয়,!

রুণু। শ তা হ'লে সবি সত্যি লিখেছেন! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! উঃ! (শ'র প্রতি শ্রদ্ধার চোট সামলাতে না পেরে ধুপ্‌ করে' খাটের ওপর বসে' পড়্‌লো; তারপর হঠাৎ সন্দেহের স্বরে) কিন্তু তোমাদের যদি শরীরই না থাক্‌বে, তা হ'লে নরকে তোমরা অত-সব উপভোগ করো কী করে'?

মূর্ত্তি। (ক্ষিপ্ত) সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা কা'র বাপ! ওরে রামছাগল, এরি জন্যে আমি তোর লেখা-পড়ার পেছনে এত পয়সা খরচ করেছিলাম! ওরে ইডিয়ট্‌শ্রেষ্ঠ, বল্‌তে পারিস্‌ মাথায় মগজ না থাক্‌লে মানুষের জিভ্‌ কোনো স্বাদ পেতো কিনা, কান কিছু শুন্‌তো কিনা, চোখ কিছু দেখ্‌তো কিনা, চামড়া কিছু অনুভব করতো কিনা?

রুণু। (সাগ্রহে) ও, বুঝেছি।

মূর্ত্তি। (বাধা পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে) ছাই বুঝেছিস্‌। বল্‌ দিকিনি কী বুঝেছিস্‌?

রুণু। মরার পর মানুষের শুধু মগজই থাকে, তাই শরীর না থাক্‌লেও তা'রা সব রকম অনুভূতিই উপভোগ করতে পারে।

মূর্ত্তি। (রুণুর আংশিক কৃতকার্য্যতায় খুসি হ'য়ে) দশগুণ উপভোগ করতে পারে। শরীর না থাক্‌লেও নয়, শ রী র না থা কা র জন্য দশগুণ উপভোগ করে। শরীরটা যে একটা কত বড় বাধা, তা মরে' না গেলে বুঝ্‌বি নে। মনের ইচ্ছে তো অসীম, কিন্তু শরীরেই যে কুলোয় না ছাই! শরীরেরই ক্লান্তি আছে, ব্যাধি আছে, আলস্য আছে, ঔদাস্য আছে. বার্দ্ধক্য আছে, মৃত্যু আছে। সাধে কি বাইবেলে লিখেছে: 'The spirit is willing but flesh is weak'! মন যত চায়, শরীরের কি সাধ্য আছে, তা'র হাজারের এক ভাগো ভোগ কর্‌বার? শরীরের অত্যাচার থেকে একবার মুক্তি পেলে তাই তো পরমানন্দ;—মন যত চায় ভোগ করো, যেখানে চায় ভোগ করো যখন চায় ভোগ করো, যা চায় ভোগ করো। ক্লান্তি নেই, ব্যাধি নেই, আলস্য নেই, ঔদাস্য নেই, বার্দ্ধক্য নেই, মৃত্যু নেই, সীমা নেই—অনন্তকালের উৎসব! এই হচ্ছে নরক। এ ই নরক, যা'র ভয়ে তোরা অস্থির। আর স্বর্গ কী? হাঃ, স্বর্গ কী? আমি ভালোমত বল্‌তে পার্‌বো না, কারণ সেখানে আমি কখনও যাই নি; শয়তান করুন্‌, কখনো যাবার দুর্ম্মতিও যেন না হয়। তবে শুনেছি, জায়গাটা নাকি বেজায় শুক্‌নো।

রুণু। তোমার শরীর না থাক্‌লে আমি তোমাকে মানুষের মত দেখ্‌ছি কেমন করে'। তুমি আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছো কেমন করে'?

মূর্ত্তি। এত বল্‌লাম, তবু তোকে এই সামান্য কথাটা বোঝাতে হ'বে, পাঁঠা? আসলে আমার কোনো চেহারা নেই: তোর ওপর আমার মনের বল প্রয়োগ করছি, তাই তুই আমার মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখ্‌ছিস্‌ বলে' কল্পনা করছিস্‌। আসলে আমি চিন্তা করছি: তোর ওপর আমার মনের বল প্রয়োগ করাতে—

রুণু। আমি তোমার গলার আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছি বলে' কল্পনা করছি। বুঝ্‌লাম। কিন্তু তোমার ঐ অদ্ভুত শাদা পোষাক কেন? ভদ্রলোকের পোষাকে তোমাকে দেখ্‌তে কী বাধা ছিলো?

মূর্ত্তি! সেটাও তোর কল্পনা। মর্‌লে মানুষ ভূত হয়, এবং ভূতেরা শাদা পোষাক পরে' দেখা দেয়, এই কুসংস্কারের বিষ-ফল।

রুণু। নরকের আব্‌হাওয়াটা কুসংস্কারের অনুকূল নয়, দেখ্‌ছি।

মূর্ত্তি। (আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে) নরকের বর্ণনা শুনে' লোভ হচ্ছে; অ্যাঁ? সেইজন্যই তো তোর কাছে এলাম।

রুণু। সেইজন্য ? কিসের জন্য ?

মূর্ত্তি। যা'তে স্বর্গ-নরক-সম্বন্ধে কুসংস্কারগুলো তোর মনে লেগে না থাকে। ছেলেবেলা থেকেই তুই একটা নিরেট ইডিয়ট্ তো ? তুই যে কখনো দশ-জনের মত মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বি, এমন আশা কোনকালেও করি নি। হঠাৎ একসময় তোর কথা ভেবে আমার ভয় হ'ল যে তুই হয়-তো বোকার মত সোজা স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হ'বি, ভয়ে ভয়ে নরকের এলাকা মাড়াবি নে। তোর জন্যে থাক্‌তো অনন্ত স্বর্গ-বাস ! ওঃ, কী ভয়ানক ! অনন্ত স্বর্গবাস !!

রুণু। (আঁতে ঘা খেয়ে) আমি না-হয় বোকার মত স্বর্গেই যেতাম ; নরকের অক্ষয় সুখ ছেড়ে আমার জন্যে তোমার কষ্ট করে' আস্‌বার দরকার ছিলো না।

মূর্ত্তি। (ক্ষিপ্ত) বল্‌বিই তো, বল্‌বিই তো এখন এ-কথা ! নেমক্‌হারাম কোথাকার ! অকৃতজ্ঞ কোথাকার ! শয়তান আমাকে তখনই আস্‌তে বারণ করেছিলেন—ঠিকই করেছিলেন ; না আসাই আমার উচিত ছিলো ! কিন্তু স্নেহ অশরীরী আত্মাকেও অন্ধ করে। আমি-বাবা বলেই তোর কথা একবার মনে পড়েছিলো ; নইলে নরকে গিয়ে কোনো শালার কোন শালা-ছেলের কথা মনে পড়ে ? শয়তানকে কত বলে'-কয়ে, কত অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে, বন্ধুদের মিনতি কাটিয়ে আমি এলাম, নরকের অক্ষয় সুখ ছেড়ে এলাম, তোর জন্যে এলাম, আর তুই কিনা এখন আমাকেই—হাহ্ ! আমারি ভুল হয়েছিলো ; তুই একটা গাধা, তোকে হাজার করে' বোঝালেও তুই বুঝ্‌বি নে ; তুই হাজার বছরের শ্যাওলা-পরা ডোবা, তোকে কুড়ি লক্ষ বার পরিষ্কার কর্‌লেও তোর মন থেকে কুসংস্কার মুছে' যাবে না। স্বর্গই তোর উপযুক্ত জায়গা, স্বর্গই তোর উপযুক্ত শাস্তি ; যা, যা, স্বর্গে যা—পচে' গলে' ক্ষয়ে' অনন্তকাল ধরে মর্‌গে যা—নইলে তোর চোখ খুল্‌বে না। স্বর্গে না যাবি তো কোন্ নরকে—মানে কোন্ চুলোয়ই বা যাবি তুই ! নরকে তো তোর মত পুঁয়ে-পাওয়া দুগ্ধপোষ্যকে আস্‌তেও দেবেন না শয়তান ! জীবন ভরে' তুই শুধু বইই পড়্‌তে পার্‌লি, ছুঁচো—চোখ বুজে', কান বুজে' নাক বুজে', হাত-পা পেটের ভেতর গুটিয়ে চ্যাপটা হ'য়ে বসে' রইলি—আর চারদিক থেকে বাহবা পড়ে' গেলো—আ হা রুণু আমাদের কী ভালো ছেলে ! (ভেংচিয়ে) ভালো ছেলে ! আধ-মরা ছারপোকা কোথাকার ! তুই যদি আজ মরিস্, আর ভুলে কখনো নরকে যাস্, তোকে আমার ছেলে বলে' শয়তানের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জায়

আমার মাথা কাটা যাবে না ? যে-ছেলে জীবনে একটা মেয়েকে চুমো পর্য্যন্ত খায় নি—

রুণু। (সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে') বাবা, তুমি জান্‌লে কী করে' ?

মূর্ত্তি। (ভয়ঙ্করভাবে) জান্‌লাম কী করে' ! হারামজাদা, তুই আমার বাবা, না আমি তোর বাবা ?

রুণু। আমি তোমার বাবা নই। তুমি আমার বাবা নও। তুমি আমার বাবার ভূত।

মূর্ত্তি। তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে তোর বাবার ভূতের হাত-পা নেই ! জান্‌লাম কী করে' ? হাহ্ ! তোর জন্ম থেকে আমি তোকে দেখি নি ? তোর উনিশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত তুই সর্ব্বদা আমার কাছে ছিলি নে ? তোর ইঁদুরের হাব-ভাব দেখে আমি পাঁচশো দিন চটি নি ? তোর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে' ফেলে দিই নি ? তোকে ঘাড় ধরে' সন্ধ্যের সময় বাড়ি থেকে বা'র করে' দিই নি ? আমার চেয়ে ভালো তোকে আর কে জানে রে হতভাগা ? আধ-মরা চামচিকে কোথাকার ! তুই আমার ছেলে হ'য়ে—

রুণু। (আত্মবিস্মৃত হ'য়ে মেঝেয় নাচ্‌তে-নাচতে) বাবা তা হ'লে দেখেন নি ! বাবা দেখেন নি !! বাবা দেখেন্ নি !!!

মূর্ত্তি। পাগ্‌লা ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন, হারামজাদা ? হয়েছে কী ?

রুণু। (মধুরভাবে) মরার পর তুমি আমাকে আর ছাখো নি তা হ'লে, বাবা ?

মূর্ত্তি। বেঁচে যদ্দিন ছিলাম, তোকে কি যথেষ্ট চোখে-চোখে রাখি নি যে মরে' গিয়েও তোকে পাহারা দিতে হ'বে ? এখনো নিজের যত্ন নিজে নিতে শিখিস্ নি, টিক্‌টিকি ? তোকে দেখ্‌বো ? তুই কি ব্যাঙাচি না পিঁপ্‌ড়ে—না মানুষ ? হাহ্—কী মনে হয় তোর ? নরকে কি কাজের অভাব যে ওখানে থেকেও পোকায়-খাওয়া ছাগল-ছেলের যত্ন নিতে হ'বে ?—

রুণু। (অন্যমনস্কভাবে ; কবিতার সুরে)

পোকায়-খাওয়া ছাগল-ছেলের যত্ন নিতে হ'বে—

মূর্ত্তি। হাহ্ ! ও কী ?

রুণু। (সাবধান হ'য়ে) না, কিছু নয়। কী বল্‌ছিলে ?

মূর্ত্তি। (মরীয়া) আ—র বল্‌ছিলাম ! তোকে যে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করে, সে-ও তোরি মত নিরেট্ পেরেক ! এতক্ষণ ধরে' যে চ্যাঁচাচ্ছি, কানে কিছু ঢুকেছে ? নরক থেকে আমি তোর দেখাশোনা করবো ? কী

অন্যায়! কী অন্যায় আব্দার! স্নেহের ওপর অত্যাচার চলে, কিন্তু তা'রো একটা সীমা থাকা চাই, সীমা থাকা চাই। আমি যে একবার তোকে মনে করে' একবার তোকে দেখ্‌তে এসেছি, এ-ই কি তোর সাঁইত্রিশ পুরুষের ভাগ্যি নয়? আবার দেখা শোনা! বলি, অনন্ত নরকবাসের অফুরন্ত উৎসবের মধ্যে কোনো শালার একটিবার ছেলের কথা মনে পড়ে? আ মি-বাবা বলে'ই—

রুণু। (আরাম খাটের কিনারে বসে') তুমি তা হ'লে কিচ্ছু ছাখো নি! আঃ—

মূর্ত্তি। (হঠাৎ সন্দিগ্ধ হ'য়ে) আঃ? আঃ কেন?

রুণু। আরামে আঃ, শান্তিতে আঃ, স্বস্তিতে আঃ, তৃপ্তিতে আঃ। আহ্‌হ্‌হ্‌হ্‌!

মূর্ত্তি। (বুঝ্‌তে না পেরে) বলি, এই আরাম শান্তি স্বস্তি তৃপ্তি আনন্দটা কেন?

রুণু। (ভালো হ'য়ে বসে' নিয়ে; ভদ্র আলাপের সুরে) শোনো তবে; এই একটু আগেই আমি লোটুকে বল্‌ছিলাম—

মূর্ত্তি। লোটু! হাহ্‌!

রুণু।—বল্‌ছিলাম যে এখন যদি বাবা আমাদেরকে দেখ্‌তে পান্, তা হ'লে না জানি তিনি কী ভাব্‌বেন? লোটু বলেছিলো: 'আহ্লাদে আটখানা হ'বেন।' অবিশ্যি ঠাট্টা করে' বলেছিলো, কিন্তু জেনে খুসি হ'লাম, বাবা, যে কথাটা ওর সত্যি।

মূর্ত্তি। রুণু: তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় আমি প্রশংসা করি; কিন্তু মিথ্যে কথা বলে' আমাকে খুসি করার চেষ্টা কুসংস্কারগ্রস্ত লোককেই সাজে। ক্ষুধিত-আত্মা-টাত্মা ব্রেফ' বুজরুকি; মনে কোনো ভয় রেখো না।

রুণু। আমি মিথ্যে কথা বল্‌লে আমার যেন অনন্ত স্বর্গ-বাস হয়। আমার কথা বিশ্বেস না হয় লোটুকে জিজ্ঞেস্ কোরো, পারুলকে জিজ্ঞেস্ কোরো, ডলীকে জিজ্ঞেস্ কোরো, মিনুকে জিজ্ঞেস্ কোরো, মিলি মৃণাল সুলতা সুলেখা সুষমা সুপ্রভাকে জিজ্ঞেস কোরো।

মূর্ত্তি। (বিহ্বল) মিলি মৃণাল সুলতা সুলেখা—(তার গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেলো)

রুণু। (শান্তভাবে) হ্যাঁ, সবাইকে জিজ্ঞেস্ কোরো। সবাই এক কথা বল্‌বে।

মূর্ত্তি। (ক্ষীণকণ্ঠে) আমি বেঁচে থাকতেই—?!

রুণু। (উদাসভাবে) তেরো বছরে সুরু। ডন্ জুয়ান্। অবিশ্যি পারিবারিক।

মূর্ত্তি। (চূর্ণ) পারিবারিক? হাহ্! তোর সম্বন্ধে আমার সব ধারণা তা হ'লে ভুল! শেষ পর্য্যন্ত তুই-ই জিত্‌লি, রুণু! আমার অহঙ্কার ছিলো, তোর সম্বন্ধে আমি সব জানি! তোকে তো সর্ব্বদা চোখে-চোখে রাখ্‌তাম! আমাকে ফাঁকি দিয়ে—! ইস্, কী চালাক! আমাকে আগে জানাস্ নি কেন, রুণু? তা হ'লে আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌তাম।

মূর্ত্তি। তোমাকে ভীষণ ভয় কর্‌তাম, বাবা। তাই তো এত লুকোচুরি, বাইরে এত ভালো সেজে-থাকা। তুমি মরে' যাওয়ার পরও তোমার ভূতকে ভয় কর্‌তাম। তুমি যে আসলে কী চমৎকার লোক তা কি আজ্‌কে শোবার সময়েও কল্পনা কর্‌তে পেরেছিলাম!

মূর্ত্তি। আমার কড়া নজর ফাঁকি দিয়ে—! উঃ, কী চালাক!

রুণু। ঠেক্‌লেই মানুষকে চালাক হ'তে হয়। আর, তুমি যা-ই বলো না কেন, বাবা, বুদ্ধিসুদ্ধি আমার কিছু আছে। তা ছাড়া, সবি পারিবারিক—আমাদের দেশে এ ছাড়া কীই বা উপায় আছে, বলো?—সবি পারিবারিক বলে' তোমরা সন্দেহও কর্‌তে না। (হঠাৎ সৎসাহসে অনুপ্রাণিত হ'য়ে) এমন কি, তোমার সেই অসুখের মধ্যেও একদিন—একরাতে—এই ঘরে—জিজ্ঞেস্ কোরো লোটুকে। তবু মাঝে-মাঝে আমার ভয় হ'ত—তোমার ভূতকে ভয় হ'ত—হ্যাঁ, ঠিক—নিতান্ত কুসংস্কার, তবু হ'ত ভয়, হ'ত কুণ্ঠা। আমার সে ভয়, সে কুণ্ঠা ভাঙিয়ে দিলে বলে' ধন্যবাদ, বাবা।

মূর্ত্তি। (হঠাৎ পুত্রস্নেহে ও গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে) আমার ছেলে! আমার ছেলে তো! এমন না হ'য়েই যায় না! আমাকে ফাঁকি দিতে পারে, এমন চালাক আমার ছেলে ছাড়া আর কে হ'তে পারে? এমন সাহস আমার ছেলে ছাড়া আর কার থাকতে পারে! তেরো বছর থেকে! সুলতা সুলেখা সুপ্রভা সুষমা—! হাঃ! অদ্ভুত! আশ্চর্য্য! চমৎকার! চমৎকার!! চমৎকার!!! যাই—এ খবর, এ সুখবর, এই পরম আশ্চর্য্য খবর, এই অসীম আনন্দের খবর শয়তানকে এক্ষুনি দিতে হ'বে—এক্ষুনি!

[মূর্ত্তি আনন্দে হাত-তালি দে'য়ার শব্দ করলে। সঙ্গে-সঙ্গে যে ভীষণ শব্দ হ'ল, সেটা সমস্ত রুণুর কানে প্রেত-মূর্ত্তির করতালির মত শোনালেও আসলে মেঘের গর্জ্জন। দীর্ঘ, পিলে-চম্‌কানো, ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন। শব্দ থামামাত্র দারুণ ঝোড়ো হাওয়া ছুটলো, রাস্তার গাছগুলির পাতার শাঁই-শাঁই শনশন্ ঝরঝর্ মর্‌মর্ শব্দ শোনা গেলো; ছাতের দরজাটা

বার কয়েক প্রচণ্ড শব্দ করে' বন্ধ হ'ল ও খুল্‌লো। রুণু ভয়ে চোখ বুজে' শুয়ে' পড়েছে।

এক মিনিটের মধ্যে এই সব হ'ল; তারপর হঠাৎ আলো নিবে গেলো। একটুক্ষণ সব চুপ্‌চাপ্। তারপর সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেলো, এবং সিঁড়ির দরজায় অবিশ্রান্ত ধাক্কা ও দরজার বাইরে লোটুর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'রুণু! রুণু! খোলো! দরজা খোলো! শিগ্‌গির!' ইত্যাদি। পরক্ষণেই আবার আলো জ্বলে' উঠ্‌লো, এবং রুণু উঠে' সভয়ে চার্‌দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়েছে; তারপর ছুটে' গিয়ে দরজা খোলা মাত্র লোটু ছুটে' এসে প্রাণপণ শক্তিতে তা'কে জড়িয়ে ধরে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।]

রুণু। (সাহস সঞ্চয় করে') কী? কী হয়েছে, লোটু?

লোটু। (কম্পমান স্বরে) ·····রুণু····· রুণু····· পিসেমশায়·· ···

রুণু। (আশ্বাস দিয়ে) ও বাবাকে স্বপ্ন দেখেছো?

লোটু। না, স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়—সত্যি। (তার কাঁপুনি অনেকটা কমেছে)

রুণু। যাঃ, হ'তেই পারে না। চোখের ভুল, মনের ভুল। কুসংস্কার। (জোর দিয়ে) স্রেফ্ কুসংস্কার।

লোটু। (আলিঙ্গন ছেড়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে-মুছ্‌তে) না, না—ভুল নয়। স্পষ্ট দেখ্‌লাম, আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি হাস্‌ছেন—

রুণু। হাস্‌ছেন?

লোটু। ভীষণ হাস্‌ছেন! আহ্লাদে একেবারে আটখানা হচ্ছেন যেন!

রুণু। (রসিতার সুরে) তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। তুমি কথা বল্‌লে না?

লোটু। কথা বল্‌লাম! ভয়ে বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে সাহারা হ'য়ে গেলো। নাক-চোক বুজে' পড়ে' রইলাম। একটু পরে চোখ মেলে দেখি, তিনি নেই।

রুণু। শয়তানকে খবর দিতে—(থেমে গেলো)

লোটু। কা'কে কী দিতে?

রুণু। কিছু নয়।

লোটু। (ক্রুদ্ধ) এখনো কবিতা!

রুণু। আর অপরাধ হ'বে না। তারপর?

লোটু। তারপর আমি কাঁপতে-কাঁপতে উঠে' কোনো রকমে সিঁড়ি-কোঠার আলোটা জ্বালিয়ে ওপরে ছুটে' আস্‌তে লাগ্‌লাম—কিন্তু মাঝ-পথে চট্ করে' আলো গেলো নিবে'।

রুণু। (বিজ্ঞভাবে) Fused. দেখ্‌ছো না, আকাশে মেঘ করেছে।

লোটু। তখন আমার যা ভয়! জীবনে কখনো এত ভয় পাই নি। মরে' যে যাই নি কেন, তা-ই ভেবে এখন অবাক লাগ্‌ছে। উঃ! (শিউরে' উঠ্‌লো) দরজায় যে ধাক্কা দিয়েছি, তোমাকে যে ডেকেছি, তা এখন মনে করতে পার্‌ছি নে। (হঠাৎ সাধারণ স্বরে) তুমি জেগে ছিলে?

রুণু। না; ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কী একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম—(হেসে) তা'তে নরক ছিলো। (লোটুও হাস্‌লো) তোমার ধাক্কা শুনে' উঠে' দরজা খুলে দিলাম।

লোটু। (আলোর দিকে আঙ্গুল তুলে') জ্বল্‌লো?

রুণু। জ্বল্‌লো তো। একটু পরেই বোধ হয় কারেন্ট্ ফিরে' এসেছিলো।

[একটুক্ষণ চুপ্‌চাপ্]

লোটু। (কিছু ঠিক করতে না পেরে) তা হ'লে, তা হ'লে আমি—

রুণু। তা হ'লে তুমি এখন ঘুমিয়ে থাকো গে।

লোটু। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) হ্যাঁ—তা-ই ভাব্‌ছি—[সিঁড়ির দরজার দিকে যেতে লাগ্‌লো]

রুণু। ভয় কর্‌বি নাকি?

লোটু। (কথা বল্‌বার জন্য হাঁ কর্‌তেই প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডেকে উঠ্‌লো; এবং সঙ্গে-সঙ্গে হুড়্‌মুড় করে' এলো বৃষ্টি। লোটু ভয় পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে থেমে গেলো)

রুণু। (ছাতের দরজাটা বন্ধ করতে-করতে) ছাঁট আস্‌ছে। (লোটুর দিকে ফিরে') লোটু: সত্যি তোমার খুব ভয় করছে?

লোটু। (পাংশু মুখ তুলে' হাস্‌বার করুণ চেষ্টা করলে)

রুণু। (লোটুর হাত ধরে') তা হ'লে একটু বসে' যাও: বৃষ্টিটা থামুক্। যাও, বোসোগে। আমি জান্‌লাগুলো লাগিয়ে দিই।

[লোটু নীরবে খাটের মাথার দিকে বালিশে ঠেস দিয়ে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বস্‌লে; রুণু সবগুলো জান্‌লার শার্সি লাগিয়ে দিলে। খাটের দিকের তিনটে জান্‌লার কাচ মুহূর্ত্তে ভিজে' উঠ্‌লো, এবং রাস্তার আলো তা'তে থেকে-থেকে চম্‌কাতে লাগ্‌লো। এখন শুধু পায়ের দিকের জান্‌লাটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রুণু এইমাত্র মশারিটা তুলে' ফেলাতে তিনটে জান্‌লাই দ্রষ্টব্য হ'ল।]

রুণু। পা দুটো তুলে'ই বোসো না, লোটু।

[লোটু খাটের এপর পা তুলে' আধ-শোয়া অবস্থায় চুপ্‌চাপ্। রুণু ড্রেসিং টেবিলের

চেয়ারটা লোটুর কাছে টেনে এসে বস্‌লে। চেয়ারটা খাটের চাইতে অনেক নীচু; রুণুর বুক খাটের গায়ে ঠেকেছে। রুণু বিছানার ওপর দু' কুনুই ও গালের ওপর হাত রেখে কথা বল্‌তে লাগ্‌লো।]

রুণু। কেমন লাগ্‌ছে এখন ?

লোটু। বেশ। (কপালের ওপর হাত বুলিয়ে) ভারি মিষ্টি এ-বৃষ্টির আওয়াজ।

রুণু। (হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হ'য়ে)

বৃষ্টির আওয়াজ ভারি মিষ্টি—

লোটু। তোমার পায়ে পড়ি, রুণু।

রুণু। পায়ে পড়্‌তে হ'বে না; যেখানে পড়ে' আছো, সেখানে থাক্‌লেই চল্‌বে। কবিতা নিয়ে আমি আর ফাজ্‌লেমি কর্‌বো না।

লোটু। (একটু চোখ বুজে', আবার খুলে') 'শার্সিতে জল-সারেঙ্‌ বাজে'। কা'র লাইন্‌ এটা ?

রুণু। (গম্ভীরভাবে) জানি নে। জানি নে বলে' দুঃখিত। কিন্তু সারেঙ্‌ বাস্তবিক বাজ্‌ছে।

লোটু। তুমি টিনের ঘরে কখনো থেকেছো ?

রুণু। না; কেন ?

লোটু। তা হ'লে তোমার জীবনই বৃথা। আমরা যখন কিশোরগঞ্জে ছিলাম, একটা ঘরে থাক্‌তে হয়েছিলো, তা'র টিনের চাল। টিনের চালের ওপর বৃষ্টির জল গান কর্‌তো। কথা বল্‌তো। বর্ষাকালে রাত্তিরে শুয়ে'-শুয়ে' আমি তা-ই শুনতাম। শুন্‌তাম, শুন্‌তাম। কিছুতেই আর ঘুম আস্‌তো না। বৃষ্টির জল আমাকে সুর করে' বল্‌তে থাক্‌তো: ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম। কিন্তু ঘুমোতে আমি পার্‌তাম না। তারপর হঠাৎ যখন মেঘ ডেকে উঠ্‌তো, ভয়ে আমি চোখ বুজ্‌তাম; মা-কে ডাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌তো। বিচ্ছিরি লাগ্‌তো একা-একা। মেঘের ডাক শুন্‌লে ভীষণ ভয় করে আমার।

রুণু। লোটু: আজ্‌কের জন্য আমার সত্যি কবি হ'তে ইচ্ছে করছে—সত্যি! তুমি আমাকে এ কী কর্‌লে? লোটু: তুমি নিশ্চয়ই হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ জানো। (হতাশভাবে হাত দু'টি বিছানার ওপর ফেলে) লোটু: তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ কোরো না। (টিপাইয়ের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে) বরঞ্চ এসো তোমাকে Comparative cost এর principle টা বুঝিয়ে দিই। ওতে মনটা টাট্‌কা হ'য়ে উঠ্‌বে।

লোটু। (গানের মত করে'—অত্যন্ত মধুর স্বরে) রুণু, রুণু, রুণু, রুণু।

রুণু। (মোহের হাত রেখে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে মার্শে! ব্যাঙ্কিঙ্‌! কারেন্সি! না, লোটু, না; আমি তোমাকে ভালোবাসি নে, ভালোবাসি নে, ভালো—

লোটু। রুণু: তুমি কি আমাকে ভালো না বেসে স্বর্গে যেতে চাও ?

রুণু। (ভীষণ চম্‌কে') না, না, না। স্বর্গে আমি যেতে চাই নে;—স্বর্গে আমি কক্ষনো যাবো না।

লোটু। তা হ'লে বলো—

রুণু। ভালোবাসি। I love you. Je tame Ich—

লোটু। (হেসে) রুণু: তুমি ও-কথাটা সবসুদ্ধ ক'টা ভাষায় বল্‌তে শিখেছো ?

রুণু। দশটা। বাকিগুলো তো আর বল্‌তে দিলে না!

লোটু। আর-একদিন শুন্‌বো' খন। আমাদের সেই টিনের বাড়িতে—

রুণু। (চেঁচিয়ে) আমি তোমাকে কক্ষনো বিয়ে কর্‌বো না।

লোটু। (আবার গানের সুরে) চুপ, চুপ, চুপ, চুপ, চুপ। আমাদের সেই টিনের বাড়িতে অন্ধকার রাত্রে যখন বৃষ্টি নামবে, আর আমার কিছুতেই ঘুম আস্‌বে না;—টীনের চালের ওপর বৃষ্টি যখন গানের সুরে কথা কইতে থাক্‌বে: ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম—

রুণু। (মুগ্ধ) তখন আমি তোমার কানে-কানে বল্‌বো: ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

লোটু।– বার-বার বল্‌বে। ইংরিজিতে বল্‌বে, ফরাসীতে বল্‌বে, জার্ম্মান্‌ এ বল্‌বে' রুশ-স্প্যানিশ-ইতালিয়ান্‌-নরোয়েজিয়ান্‌-এ বল্‌বে; নিগ্রোদের ভাষায় ইহুদীদের ভাষায়, হটেনটট্‌দের ভাষায়। পৃথিবীতে এমন-কোনো ভাষা থাক্‌তে পারে না, যা'তে এই একটি কথা মিষ্টি না শোনায়।

রুণু। (লোটুর একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে) পৃথিবীর কোনো ভাষায় এমন-কোনো কথা থাক্‌তে পারে না, তুমি উচ্চারণ করলে যা মিষ্টি না শোনায়। (লোটুর হাতের ওপর মুখ গুঁজলো) লোটু, লোটু, লোটু, লোটু, লোটু।

লোটু। (আর-এক হাত রুণুর চুলের মধ্যে বুলোতে-বুলোতে) রুণু, রুণু, রুণু, রুণু, রুণু।

[এই অত্যন্ত পিরিক্‌ন, নিতান্ত নির্দ্দোষ ও মধুর এপিসোড্‌টি অসময়ে সাঙ্গ হ'ল সিঁড়ির

দরজা দিয়ে একজন বিধবা প্রৌঢ়া মহিলার আবির্ভাবে। মহিলাটির চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায় তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে' এসেছেন। লোটুর মুখ ও-দিকে থাকাতে সে-ই আগে মহিলাটিকে দেখ্‌তে পেলো ; এবং দেখ্‌তে পেয়েই হেসে উঠ্‌লো।]

লোটু। কেমন, রুণু-দা, কেমন! বাজিতে আমিই জিৎলাম তো! আর বাজি রাখ্‌বে আমার সঙ্গে? (রুণু স্তম্ভিত হ'য়ে মুখ তুল্‌তেই মহিলাটিকে দেখ্‌তে পেলো ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে তা'র মুখে শিশুর অতি পবিত্র হাসি ফুটে' উঠ্‌লো) কাল সকালেই যদি টাকা না দাও তো (রুণুর চুল ধরে' ঝাঁকুনি দিতে-দিতে) দেখাবো মজা! দেখাবো মজা! দেখাবো মজা!

রুণু। উঃ, চুল ছাড়ো। ছাড়ো বল্‌ছি। ছাখো মা, লোটু যদি ফের আমার পড়াশুনোর ব্যাঘাত করে—

রুণুর মা। (কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে) লোটু : তুমি না তখন ঘুমিয়ে পড়্‌লে? রুণু : তুমি এত রাত্তির জেগে পড়াশুনো করো কেন? তোমাকে কতদিন বলেছি, এগারোটার মধ্যে শুয়ে' পড়্‌তে! শরীর খারাপ হ'লে হাজার পরীক্ষা পাশ কর্‌লেই বা কী? তুমি আবার এত রাত জাগ্‌লে আমি তোমার সব বই রাস্তায় ছুঁড়ে' ফেলে দেবো।

রুণু। (অস্পষ্ট ভাবে তা'র মনে পড়্‌লো, এ-কথা সে একটু আগেই কোথায় যেন শুনেছে ;—তাই হেসে উঠ্‌লো) !!!

লোটু। (ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না) সেইজন্যই তো, পিসীমা, আমি মাঝে-মাঝে এসে ওর সঙ্গে গল্প করে' যাই। এত বেশি পড়া কক্ষনো উচিত নয়।

রুণু। (অধ্যয়নং তপঃ) আমি কাল থেকে দরজায় খিল দিয়ে পড়্‌বো ; তুমি আর এ-ঘরে ঢুক্‌তেই পারবে না।

রুণুর মা। ছিঃ, রুণু। লোটু এসেছে বেড়াতে ; কাল বাদে পরশু তো চলে'ই যাবে—ওর সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করা তোমার উচিত? ওর মনে কষ্ট হয় না?

রুণু। (নিস্টুর) হোক্ গে কষ্ট। আমার পড়াশুনো—

লোটু। (করুণ) ছাখো তো পিসীমা, আমার এমন কী দোষ? মেঘের ডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো—(থেমে গেলো)

রুণু। (তৈরি ছেলে) ইস্—কেন আমি ঠিক তখনি নীচে গিয়েছিলাম? পেন্সিল্ আন্‌তে! পেন্সিল্ না আন্‌লেই ভালো ছিলো—

লোটু। রুণু-দাকে দেখে আমি বল্‌লাম : 'সে কী? তুমি ঘুমোও নি এখনো?'

রুণু। তখন তুমি আমার সঙ্গে ওপরে এলে কেন? আমি তোমাকে ছত্রিশবার বারণ করি নি?

লোটু। দু'বার করেছিলে বটে। এলাম—তোমাকে বিরক্ত করতে। অত পড়া কি উচিত, পিসীমা? আমি বল্‌লাম : 'এখন ঘুমিয়ে থাকো।'

রুণু। (তাচ্ছিল্যভরে) তুমি বল্‌লে, আর আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লাম! চেঃঃ!

লোটু। আমি আরো বল্‌লাম : 'দেখ্‌বে, পিসীমা নিশ্চয়ই জেগে উঠে' আমাকে না দেখে ওপরে আস্‌বেন, এবং তখন তোমাকে যা বক্‌বেন!'

রুণু। আমি বল্‌লাম : 'মা-র যা ঘুম, কিছুতেই, কি ছুতেই ভাঙ্‌বে না। কাজেই আমি যতক্ষণ ইচ্ছে পড়্‌তে পারবো।'

লোটু। আমি বল্‌লাম, 'নিশ্চয়ই পিসীমা আস্‌বেন।'

রুণু। আমি বল্‌লাম : 'কক্ষনো আস্‌বেন না।'

লোটু। এ-নিয়ে ভীষণ তর্ক—

রুণু।—শেষ পর্য্যন্ত বাজি-রাখা হ'ল—

লোটু। বাজিতে আমি জিৎলাম! কেমন জব্দ!

রুণু। এখন যাও, লোটু। যাও, মা।

রুণুর মা। (ভীতস্বরে) তুমি আরো পড়্‌বে নাকি, রুণু?

রুণু। না, ঘুমোবো। সত্যি ঘুমোবো। ঘুমোবো, ঘুমোবো, ঘু মো বো। হ'ল? যাও।

রুণুর মা। (শান্ত) এসো, লোটু।

রুণু। (ভয়ঙ্কর ভাবে) লোটু : ওঠো আমার বিছানা থেকে।

রুণুর মা। ছিঃ, রুণু! আবার? লোটু, এসো। ও ঘুমোক্।

লোটু। (খাট থেকে নেবে) ঘুমোও, রুণু-দা। কাল সকালে উঠেই আমার বাজির টাকা যদি না দাও, দেখাবো মজা।

রুণু। (দাঁড়িয়ে) জোঁক! (বলে'ই মনে হ'ল, এ-ধরণের কথা যেন সে আজ্‌কেই বল্‌তে শিখেছে ; চুপ করে' মনে কর্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।)

রুণুর মা। ছিঃ, রুণু! [লোটুকে নিয়ে নীচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন]

লোটুর কণ্ঠস্বর। (বাইরে) তুমি যাও, পিসীমা। আমি একটা জিনিষ নিয়ে এই এক্ষুনি আসছি।

রুণু। বাঁচ্‌লাম! বাঁচ্‌লাম! (লোটুর প্রবেশ) লোটু : আমাদের

মস্ত একটা ফাঁড়া কাট্‌লো! মা আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিলেন! তোমার হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন—

লোটু। আর তোমার হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন! বাঁচ্‌লাম! পিসীমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

রুণু। অজস্র ধন্যবাদ। লোটু: তুমি সত্যি হিপ্‌নটিজ্‌ম জানো।

লোটু। হিপ্নো-হাতী জানি! কেন তখন হঠাৎ বৃষ্টি নাব্‌লো? কেন ডাক্‌লো মেঘ?

রুণু। কেন আমি তোমাকে থাক্‌তে বল্‌লাম? কেন চাইলাম কবি হ'তে?

লোটু। কেন তুমি হাস্‌লে না? কেন কর্‌লে না ঠাট্টা? ও-সব কথা কেন বল্‌তে দিলে আমাকে?

রুণু। কী ভয়ানক! আর-একটু হ'লেই আমরা বিয়ে কর্‌তে প্রতিশ্রুত হ'তাম! খুনোখুনি কর্‌লেও তো বিয়ে হ'ত না! লাভের মধ্যে হার্ট-ব্রেক্‌।

লোটু। স্রেফ্‌ হার্টব্রেক্‌! মামাতো বোনকে বিয়ে! শুন্‌লেই তো পিসীমা তক্ষুনি হার্ট ফেইল্‌ করে' মর্‌তেন! রুণু: আমাদের সীমা flirtation পর্য্যন্তই। সবাই একটু-আধটু করে' থাকে। ফ্লার্ট কর্‌বার জন্যই cousin নামক সম্পর্কটার সৃষ্টি। কিন্তু রুণু: যে-কথা তুমি দশটা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পারো, আমার কাছে সে-কথা আর উচ্চারণ কর্‌বে না!

রুণু। লোটু: তুমি আর আমার কাছে টিনের চালে বৃষ্টি-পড়ার গল্প কর্‌বে না।

লোটু। আমাদের একটি করে' হৃদয় আছে মোটে; ও-বস্তুটিকে একটু সাবধানে রাখাই ভালো, নয় কি?—ওঃ, বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে কথাটার মানে কী, রুণু?

রুণু। (ভীত হ'য়ে) আবার! সাবধান, লোটু, সাবধান। আমরা একবার বেঁচে গিয়েছি। আবার!?

লোটু। (যেন নিজের মনে-মনে) বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে!

রুণু। (হাত-তালি দিয়ে-দিয়ে) বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে—

লোটু। (হাত-তালি দিয়ে-দিয়ে) কর্‌বো, কর্‌বো, কর্‌বো—

রুণু। }
লোটু। } (একসঙ্গে; হাত-তালি দিয়ে-দিয়ে) না, না, না।

সিনেমায়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জনাকীর্ণ রঙ্গালয়। ধূমাঙ্কিত তরল আঁধারে
বাক্যহীন গুঞ্জরণ মাথা ঠুকে মরে চক্রাকারে
মাতাল অন্ধের মতো। অলক্ষিত, আতপ্ত শরীর,
নাগর-কীর্ত্তন-মুগ্ধ, বিদেশিনী প্রতিবেশিনীর
সবিরাম মূঢ় হাস্য করিতেছে ইন্দ্রিয়গোচর
কামার্ত্ত নারীর সত্তা। শুভ্র পটভূমিকার পর
আসে যায় জীবনের দ্বিরায়তনিক অনুকৃতি।
নিঃসার ছায়ার ছায়া, অকিঞ্চন মুহূর্ত্তের স্মৃতি
বাস্তবেরে ব্যঙ্গ্য করে। দৈনন্দিন ব্যর্থতার শেষে
নপুংশক গড্ডলিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে
সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে খিন্ন দেহে, সর্ব্বভুক মনে।
ধ্রুপদী সঙ্গতি, সত্য বিতাড়িত দূর নির্ব্বাসনে
ও-বিপ্লবী চিত্র হতে; অর্ব্বাচীন খেয়ালের সারি
উপদ্রুত হট্টমাঝে ফিরে যেন বীভৎস চীৎকারি
অনভিজাতিক দম্ভে॥

অসম্বদ্ধ তুচ্ছ আখ্যায়িকা
শেষ হয় অকস্মাৎ: জ্বলে উঠে লক্ষ দীপশিখা
উদ্বেজিত গৃহমাঝে; ঐকতানে কাংস্য কোলাহল
দর্পভরে দাবি করে সম্রাটের ঐহিক মঙ্গল
আশ্রিত বিধির কাছে। ঘন ঘন দিয়ে করতালি,
পরিতৃপ্ত প্রেক্ষণিক বাহিরায় মদনাগ্নি জ্বালি
আনগ্ন নাগরীসাথে। আমি শুধু সে-বাচাল ভিড়ে
স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি, শৈল যথা পরিচ্ছিন্ন শিরে
নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত রহে উদ্বেল উর্ম্মির আলিঙ্গনে॥

সহসা আমার অঙ্গ ভরে গেলো দিব্য রোমাঞ্চনে:

ভেসে এলো ছিন্ন হয়ে উতরোল জনস্রোত হতে
তোমার আননখানি নয়নের পিণ্ডীর সৈকতে,
হে চির অপরিচিতা। অন্তর্গূঢ়-কার প্রত্যাদেশে
নিষ্ক্রিয় চরণ মোর ক্ষিপ্র হলো তোমার উদ্দেশে।
মনে হলো দেখিয়াছি যেন কোন জন্মজন্মান্তরে
ওই বর তনু তব, লীলায়িত অরুণ অম্বরে
অমনি দীর্ঘল তন্বী ; শুনিয়াছি চমৎকৃত কানে
ওই নম্র কলহাস্য ; পড়েছি ও-অতল নয়ানে
অবেদ্য আহ্বানলিপি। একবার তরল কৌতুকে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা, অপাঙ্গে নেহারি মোর মুখে
তিমিরে মিলালে তুমি, দীপান্বিত দেহলী উত্তরি ॥

অনবদ্য ভাবাবেশে বেষ্টনীর বৈরিতা পাশরি
উদ্দাম ছুটিনু আমি। আচম্বিতে জুড়িয়া দুয়ার
উন্মার্গবিবাগী কোনো সদ্যশুদ্ধ সর্ব্ববল্লভার
বয়স্ত বিশাল বপু বিস্তারিলো বর্দ্ধিষ্ণু বিচ্ছেদ
তোমার আমার মাঝে। অতিক্রমি সে-মণ্ডিত মেদ,
দেখিনু বাহিরে আসি, পরিপূর্ণ রাজপথ মাঝে
উত্তাল ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে :
শুধু তুমি অন্তর্হিত, ভ্রষ্ট লগ্ন, সমাপ্ত সুযোগ—
আবার নিষ্ফল হলো আজন্মের বিরাট উদ্যোগ ॥

চূড়ান্ত

শ্রীমতী প্রতিভা সোম

রোজের চাইতে ঢের আগেই রথীন সেদিন আফিস থেকে বাড়ী ফিরে এলো। কৃষ্ণা বোসে সেলাই করছিল, পায়ের শব্দে মুখ তুলে একটু তাকিয়েই আবার সেলাইতে মন দিল। স্বামী শিগ্‌গির ফেরার দরুন ওর মুখচোখ একটুও উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌ল না, কেবল একটা ক্লান্তিকর নির্লিপ্ততা ওর সারাচোখ সারামুখ আচ্ছন্ন করে রইল। রথীন ঘামে ভেজা সার্টটা ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বর্ম্মাচুরুট ধরিয়ে বল্ল—"আজ এই এক্ষুনি আমায় আবার বেরুতে হবে, কতরাত্তিরে যে ফিরব তারও ঠিক নেই—নেমন্তন্ন রোয়েচে কিনা—।"

কৃষ্ণা সেলাই কোরেই চল্ল, কথাটা ওর কানে গেল কিনা বোঝা গেলনা। রথীন ক্লান্তিতে চোখ বুজল। রোজকার চাইতে ঢের আগে ফিরেচে সেজন্য ওর দিক্ থেকেও যে কোন আনন্দের কারণ হোয়েচে তাও মনে হোলনা, অথচ ওরা নূতন বিবাহিত। রথীন সহসা সোজা হোয়ে উঠে বোসে বল্ল "শুনচো ?"

কৃষ্ণা চোখ তুলতেই বাঁ হাতে একটা খোলাচিঠি ছুড়ে দিয়ে বল্ল—"বন্ধু ত নেহাৎ কম জোটাওনি দেখছি—কিন্তু বন্ধুনীর সংখ্যা ত একটীও দেখলাম না !" বলেই বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মুখটা কেমন একরকম অদ্ভুত কোরে উঠে দাঁড়াল। এবং সার্টটা গায়ে ফেলে তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণার চোখদুটো সহসা একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে চিক্‌মিক্ কোরে উঠ্‌ছিল। একটা কড়া জবাব ঠোঁটের কাছে আসতেই দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে সে সোজা বাইরে উঠে এলো। ছোট্ট পরিষ্কার একটা বারান্দা, সেখানে এসে দাঁড়াতেই বড় বড় ক' ফোটা জল দু' চোখ ছেপে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মন যার অত ছোট সে যে কেন তার স্বামী হোল এইকথা ভেবেই ওর দুঃখ আরো গাঢ় হয়ে উঠে। এমন অসুন্দরকে ও কেমন কোরে গ্রহণ কোরবে ? কেমন কোরে ওদের সম্বন্ধটী সহজ সুন্দর ও পবিত্র কোরে তুল্‌বে ? এ কথাটা ভেবে ভেবে ও সারা হোয়ে গেল। রথীন যে কি বলেছে তা ওর কানে যায়নি, গেলেও তা ভুলে গেছে। ভাবনার আদি নেই, অন্ত নেই তবু ভাবতে ভাল লাগে। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে সে আবার ঘরে ফিরে এলো এবং বহুকাল পরে রাস্তার ধারের জানালাটা খুলে দিয়ে গরাদে ধরে দাঁড়াল। অসম্ভব কোলাহল ঐ রাস্তাটায় ! কিন্তু তাতে কী ? সে একা,—সে সহস্র

কোলাহলের মাঝেও একা। এ জানলাটা খুলতে রথীনের নিষেধ তবু আজ ও সেটা খুলেছে—এই ভাবে অভ্যাস বশে একটু ইতস্ততঃ কোরল—কিন্তু অবাধ্যতার আনন্দে ও নাড়া না দিয়েই পারলোনা। হাতের মুঠার চিঠিটা টুক্‌রা টুক্‌রা কোরে ছিঁড়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল। পরক্ষণেই দুইহাতের মাঝে মাথা গুঁজে খানিক কেঁদে নিল। দিনের আলো একটুখানি ঝাপ্‌সা হোয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই ট্রাফিকের চীৎকার আর চোখপোড়ানো রাস্তার আলোগুলি ওকে আবার সচেতন কোরে তুলছিল, তাই ও চোখ মুছে ভাবল "আচ্ছা একবার ভীড়ের মাঝে রাস্তায় বেড়িয়ে এলে হয়না? হেঁটে চলা রথীনের নিষেধ? থাক্‌গে, ওর তাতে কি! বক্‌বে? বকুক! জানলাদুটো সশব্দে বন্ধ কোরে অনেকখানি জিদের সঙ্গেই ও কাপড়ের আলমারীটা খুলে একখানা শাড়ী বের কোরে চট্ কোরে দেহে জড়িয়ে নিল, পরক্ষণেই একটা ঝোঁকের মাথায় পথে বেরিয়ে এলো।

অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে ফুট্‌পাথ ভর্ত্তি। কৃষ্ণা ঐ ভিড় ঠেলেই এদিক সেদিক্ তাকিয়ে চলতে লাগল। হয়তো হঠাৎ রথীনের সঙ্গে দেখাও হোয়ে যেতে পারে—এমন একটা ভয় যে তার মনের মধ্যে উঁকি মারছিল না, এমন না, কিন্তু অসহ-ব্যথার ঘরছাড়া স্রোত যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার কি পেছন ফিরে তাকাবার যো থাকে? তাই সেও তাকালোনা—একবারও ভাবলনা এরপরে কি? অথচ মনের দিক্ থেকে ও এত দুর্ব্বল যে শতচেষ্টা শতউত্তেজনা সত্ত্বেও রথীনের অস্তিত্ব মন থেকে ও ঠেলে ফেল্‌তে পারেনা—মনে-প্রাণে অনুভব করে এটা একটা মস্ত নিরানন্দময় ভাবনা। কিন্তু কই রোজত এমন হয়না। আজই যেন এ ধরনের একটা আবছা আশঙ্কা ওকে পেয়ে বসেছে। তা হোক্—তবু সে আজ এর চূড়ান্ত না কোরে ফিরবেনা। যাকে সে মনের মাঝে এতটুকুও পেলোনা—যার ব্যবহার অন্তরকে একনিমেষের জন্য ও ছায়াস্নিগ্ধ করেনা তাকে মেনে চলার ওর কীই-বা প্রয়োজন? তাই তো আজ রথীনকে অনায়াসে অস্বীকার কোরে পথে বেরিয়ে এলো। যেখানে ইচ্ছে চলে যাবে—যা খুশী তাই ক'রবে, রথীন বল্‌বার কে? বললেই বা সে শুন্‌বে কেন? খুঁজলে একটা টিউসনি অন্ততঃ মিলবেই। ভাব্‌বে সংসারে ওর কেউ নেই। ও একা, ও নিঃস্ব।

ছোট বেলায় ওর কল্পনা ছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবে। বিয়ে ও করবেনা—সে একটা পচা মামুলি ব্যাপার যার মত একঘেয়ে জিনিষ জীবনে আর কিছুই নেই কিন্তু আই. এ. পাশ করার পরে ওর সে কল্পনা ভেঙ্গে চুরে একাকার হ'য়ে গেল।

বাবা বল্লেন বি. এ. পড়ে কী করবে?—এবার বিয়ে দেব। বাবা একি বলেন? কৃষ্ণা প্রথমে যেন বিশ্বেসই কোরতে পারলোনা। ভুরু কুঁচকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হেসে পড়ার ঘরে চলে এলো। ভাব্‌ল—বাঃ রে এতো মজা মন্দ না। বিয়ে কোরবার জন্যই বুঝি ও খেটেখুটে অত ভাল ক'রে পাশ করল? যদিও বাবা এসব ঠাট্টা কোরেই বল্‌ছেন কিন্তু এরকম ঠাট্টা ওর ভাল লাগেনা। কৃষ্ণা তাই ফের পিতার ঘরে গিয়ে খানিকটা অভিমান কোরেই বল্ল—"সত্যি বল্‌ছি বাবা এধরনের ঠাট্টাও আমার ভাল লাগেনা।" পিতা এ কথার পরে একটু গম্ভীর হোয়ে উঠ্‌লেন, বল্লেন—"ঠাট্টা নয় মা সত্যি সত্যিই ও কথা বোলেছি। কবিতা পড়ে আর গানকে আশ্রয় কোরেই দিন কাট্‌বেনা মা, দুদিন পরেই মনে হবে একটা অবলম্বন চাই।" কৃষ্ণা বাধা দিয়ে বল্ল, "তুমিই ত ব'লেছ বাবা কাব্য সাহিত্য আর গানে মানুষ পরম আশ্রয় পেতে পারে।" পিতা চুপ ক'রে গেলেন; কৃষ্ণাও রাগ করে বেরিয়ে এলো। কিন্তু নিষ্কল সে অভিমানে পিতার পণ টল্‌লনা। তিনি পাত্র খুঁজতে সুরু কোরলেন। তারপর একদিন এক অশুভ মুহূর্ত্তে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা রথীনের পায়ের নীচে লুটিয়ে গেল। পাত্র হিসেবে বাইরে থেকে দেখ্‌তে রথীন সত্যিই ভালো। পিতা পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, আর কৃষ্ণার অন্তরের অন্তরতলী দু'দিনকার পরিচয়েই চোখের জলে পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু চোখের জল জিনিষটা বোধ হয় গৈরিক নিঃস্রাবের মত—একবার উথলে উঠ্‌লে কেউ তাকে জোর কোরে রুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারে না; তার সংটুকুই চোখের দরজায় এসে আঘাত কোরল। নীচেকার জল কত তাপে যে বাষ্প হোয়ে আকাশের চোখে ওঠে তা ওর জানা ছিলোনা, আর বুকের তলা কতটা তপ্ত হোলে নেত্রপল্লব বাষ্পাকুল হোয়ে ওঠে তা কেবল বুকের বৈজ্ঞানিকই বলতে পারেন।

পরিচিত গৃহের কাছে সে যখন বিদায় নিল, সারাপথ তারই স্মৃতি ওকে ঘিরে ছিল। পিতার ব্যথা-কাতর ম্লান-দৃষ্টি ও একনিমেষের জন্যও ভুলে যেতে পারলো না, রথীনের পাশে বোসে কেবলই দু'চোখ ঝাপ্‌সা হোয়ে উঠ্‌তে লাগল। রথীন হাতের উপর হাত রেখে কঠোর স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বল্ল—"অত কাঁদছ কেন কৃষ্ণা? আমাকে বুঝি ভাল লাগ্‌ছেনা?"

কৃষ্ণা ওর কালো সজল চোখদু'টা একবার তুলে ধরল পরক্ষণেই রাস্তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কী বলতে যেতেই রথীন সহসা শক্ত কোরে ওর হাত চেপে ধরে কঠিন হয়ে বল্ল, "আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বল্‌তেই বুঝি যত লজ্জা? আর রাস্তার অতগুলো পুরুষ মানুষের মুখের দিকে হাঁ কোরে তাকিয়ে চল্‌তে ত দেখছি বেশ অভ্যস্ত।"

কথাটা কানে যেতেই কৃষ্ণা অসম্ভব চম্‌কে চোখ ফেরাল, মনে হোল এমন কথা সে জীবনে আর শোনেনি, এমন সন্দেহাকুল ছোটমনের সঙ্গে পরিচয় ও তার এই প্রথম। বিতৃষ্ণা নিয়েই সে বিবাহ করুকনা এবং স্বামী সম্বন্ধে যত উদাসীনই থাকুকনা কেন তথাপি রথীনের নীচতা তাকে আঘাত কোরল। পথে একসঙ্গে আসার ফলে রথীনের যেটুকু সান্নিধ্য সে লাভ কোরেছিল তাতে খুব বেশী আনন্দ না পেলেও খানিকটা মধুরত্বের আভাষ তাকে চঞ্চল কোরে তুলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে একি শুন্‌ছে? নিমিষে তার মুখ কালো হয়ে উঠল। তারপর থেকে দৈনন্দিন জীবনের সব কিছু খুটিনাটির ভেতর দিয়েই রথীন নিজের অন্তরের যে সব বীভৎস পরিচয় দিয়েছে তাতে করে সে কেন,—যে কোন মেয়েই হয়তো এমনি এক সন্ধ্যায় পথে বেরিয়ে পড়তো। এইত মোটে ছ'মাস বিয়ে হোয়েছে—কৃষ্ণার মনে হয় যেন সে ছ'যুগ বন্দী অবস্থায় কাটাচ্ছে।

আস্তে আস্তে কৃষ্ণা হাঁটে আর এই সব ভাবে। ছ'মাস আগের একা-জীবনটার নিশ্চিন্ত সুখের স্মৃতি ওর মনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আর ও কেবলি ভাবছিল, সে জ্ঞান-লোক হোতে কেন আজ ও এই কোলাহলের হাটে নেমে এলো? এর যন্ত্রণা যে কী অরুন্তুদ তা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। তখন ওর সব ছিল এখন ওর কেউ নেই। তাই ভালো। এমনি নিঃসঙ্গ জীবনের আস্বাদইবা কয়জন পায়? কিন্তু এসব ও ভাবছে কী? খালি নিজের দিক ভেবেই ও ক্লান্ত হোয়ে পড়ছে কেন? রথীনকেই বা ও কতখানি দিয়েছে? স্বামীকে মেয়েরা নিঃস্ব হোয়ে দেয়। ও তা পারল কৈ? ইচ্ছে কোরলে কি ওকে কৃষ্ণা সুখী কোরতে পারেনা? রথীন বলে ও নির্ল্লজ্জ', বেশীতো! এবার থেকে লাজুক হবে;—বলে ও সংসারী নয়, কিন্তু চেষ্টা কোরলে কি হোতে পারেনা? স্বামীর জন্য ওর কি একটু স্বার্থত্যাগ করা উচিত নয়? রথীন বলে রবিবাবুর কবিতা পড়লে মেয়েরা বিগ্‌ড়ে যায়। আর সাহিত্য, গান? এসব যেন তাদের চৌকাঠ না মাড়ায়! রাস্তার ধারের জানলাটাই বা রাখবার কী প্রয়োজন? সত্যিইত! এবার থেকে ও আর কবিতা লিখ্‌বেনা, জানলা খুলবেনা; চেঁচিয়ে গান গাইবেনা—আরো যা যা নিষেধ, সব ও মেনে চলবে। কিন্তু কি যে নিষেধ নয় তা ভেবে ওর একটু হাসি পেলো। বিদ্রোহী মনকে শাসন কোরে আবার ভাবল, এবার থেকে ঘোরতর সংসারী হবে, দুবেলা পরিপাটী কোরে স্বামীকে খাওয়াবে, তারপর উনি অফিস্ চলে গেলে তাঁর এঁটো পাতে খেয়ে উঠ্‌বে। দুপুরবেলা শেলী, বায়রন রেখে লম্বা ঘুমের ব্যবস্থা—চারটে বাজতেই উঠে পড়বে, সাধারণ মেয়েদের মত ঝি-চাকরের সঙ্গে খেলো দু'চারটে

কথা-বার্ত্তার পরে খাবার তৈরী, তারপরে কাপড় চোপড় কেচে নিজের চেহারাটা যথেষ্ট দুরস্ত কোরে স্বামীর আগমন অপেক্ষা। প্রসন্ন মেজাজে থাক্‌লে স্বামী এসে আদর কোরবেন আর ও খুসীতে উজ্জ্বল হোয়ে উঠে জোরে জোরে পাখা চালাবে। আর অপ্রসন্ন থাকলে ম্লানচোখে এখানে সেখানে লোভাতুরের মত ঘুরে বেড়াবে একটুখানি ডাকের অপেক্ষায়।

এসব কল্পনা কোরতে কোরতে কৃষ্ণা ঘেমে উঠ্‌ল। ভাবল, পাগল হোয়ে গেলামনা তো? নৈলে এহেন সংসারের কল্পনাই বা ও কেমন কোরে কোরতে পারল। চেষ্টা যে সে একেবারেই করেনি এমন নয়। কিন্তু যার মন অত ছোট তাকে সে সহ্যকোরবে কেমন কোরে? আর ইচ্ছে কোরলেই কি মানুষ সংসারী হোতে পারে? বাইরে থেকে হয়তো দেখা যেতে পারে, কিন্তু সকল কাজ এবং সকল কর্ম্মের বাইরে অন্ধকারে তারার আলোর কম্পনে যে ক্ষণে ক্ষণে উদাস হোয়ে যায় তাকে কি কেউ সংসারের ব্যস্ততার বাধন দিয়ে বাঁধতে পারে? বাইরের কোলাহল ছাপিয়ে যে জেগে থাকে সে অজস্র সঙ্গের মাঝে ও একা এবং পর্য্যাপ্ত কর্ম্মের মাঝেও নির্লিপ্ত। তাই ওর পক্ষে সাধারণ মেয়ের মত সংসারী হোয়ে উঠা অসম্ভব। ক্ষুদ্রতা ওর অন্তরে স্থান পায়না, অথচ রথীন তাই চায়। রথীনকে সুখী কোরতে হলে চাই নীচতা—সঙ্কীর্ণতা—কিন্তু এদিক্ থেকে কৃষ্ণা সত্যিসত্যিই নিরুপায়। কৃষ্ণার যেন কান্না এলো। পাশ কেটে একটা ভিখিরি যাচ্ছিল, কৃষ্ণা ছোট্ট রুমালটুকুতে চোখদুটো মুছে নিয়ে একবার তাকাল পরক্ষণেই অন্যমনস্ক ভাবে তাকে লক্ষ্য কোরে একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে আবার চল্ল। বাস্, ট্রাম ভরা অজস্র লোক—সেদিক্ তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ওর পা ব্যথা হোয়ে এলো। অবসন্ন ভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে একটা বাস্‌কে হাত তুলে ডাক্‌ল। ভাল লাগেনা—কিচ্ছুনা। বেরুবার সময় যে উত্তেজনা ছিল তা যেন ফুরিয়ে এসেছে। ভাব্‌ল বাড়ীই ফিরে যাই না হয়। না না—তা ও পারবেনা। কিন্তু তবে? বাবার কাছে? আচ্ছা কোন বন্ধুর বাড়ী ঘুরে এলে হয় না? কিন্তু বন্ধু কই? এমন একটী লোকের নামও সে মনে আনতে পারলোনা যার সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবী চলে। তবে? এই রাত্রিতে ও আর কতক্ষণ একলা ঘুরে বেড়াবে? তাহোলে বাড়ীই তাকে ফিরতে হোল? অনমনস্ক ভাবে সে বাসে উঠে বোস্‌ল। আঃ বেশ লাগছে! সঙ্গে ঘড়ি নেই, নৈলেও দেখ্‌ত ক'টা বেজেছে, রথীন যে আজ দু'টোর আগে বাড়ী ফিরবে না তা ওর জানা ছিলো। কাজেই তার কতক্ষণ বাইরে থাকা চলে তাও দেখে নিতে চায়। রথীনের ভয়ে যে ও তার পূর্ব্বে বাড়ী যেতে চায় তা

ময়—একটা কেলেঙ্কারীর ভয়ই ওকে আচ্ছন্ন কোরে তুল্‌ছিলো। তা ছাড়া একলা বেড়ানোতে সে যে কত অনভ্যস্ত তা উত্তেজনাটুকু কমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ টের পাচ্ছিলো —

পাশেই মুখ ফিরিয়ে একটা ছেলে বোসে আছে। ছেলেটা নাম্‌বার জন্য উঠে দাড়াতেই কৃষ্ণার চোখ পড়ল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অবাক হোয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর পাঞ্জাবীর কোণটা ধরে ঈষৎ আকর্ষণ কোরে বল্ল "শোনো"।

ছেলেটা থমকে দাঁড়াল। এ কী! কৃষ্ণা!! অত ম্লান হ'য়ে গেছে সে? অত রোগা? নির্ম্মল ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হোয়ে রইল, পরক্ষণেই টের পেলো কৃষ্ণা ওর হাত ধরে নামছে। ফুট্‌পাথ ধরে হাট্‌তে হাট্‌তে নির্ম্মল মুখ তুলে বল্ল, "এমন সময়ে একলা যাচ্ছিলে কোথায় বলত?"

কৃষ্ণা হেসে ছেলেমানুষীর সুরে বল্ল, "অভিসারে।"

——"দেখতে তাই মনে হচ্ছিল। তারপর? ব্রত তো ভঙ্গ কোরেছে, কিন্তু আছো কেমন?"

——"বেশতো!"

——"ভদ্রলোকটার সঙ্গে আলাপ কোরতে ইচ্ছে করে।"

কৃষ্ণা হেসে বল্ল "কেন? রাত্তিরে বৌকে একা একা বাসে বেড়াতে দেন বলে নাকি?" বলেই একটু আনমনা হোয়ে বল্ল, "কিন্তু ভাই তা নয়, অত উদার তোমরা হোতে জাননা।" বল্‌তেই তার স্বর যেন একটু ভেঙ্গে এলো। নির্ম্মল একটু সরে এসে বল্ল, "বাড়ী যাবে?"

"না"

"তবে?"

"যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।"

নির্ম্মল ভালো কোরে এবার ওর মুখের দিকে তাকাল। আলোকে দেখা গেল কৃষ্ণার চোখদুটো জলের আভায় অসম্ভব চক্‌চক্ কোরছে। সে আর একটা প্রশ্নও কোরল না। একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ভেতর কৃষ্ণাকে উঠিয়ে নিজেও উঠে বোস্‌ল। ট্যাক্সি চলতে সুরু কোরতেই নির্ম্মল প্রশ্ন কোরল, "তা হোলে বিয়েতে সুখী হোতে পারনি?"

কৃষ্ণা সে কথার জবাব দিলোনা—জিজ্ঞেস্ কোরল—"বিয়ে কোরেচো?"

উত্তর এলো, "না"

খানিক চুপ থেকে হঠাৎ কৃষ্ণা একটু ম্লান হেসে বল্ল, "জান, বিয়ের পরে

ঠিক এমনি ভাবে স্বামীর পাশে বোসে যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাই; সেদিন থেকে আমরা দু'জন দু'জনকে চিন্‌লাম! উনি আমায় কি বলেছিলেন শুনবে?"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখের দিকে তাকাতেই কৃষ্ণা কথা ফিরিয়ে নিয়ে বল্ল "নির্জ্জনে যাচ্ছিলাম,—স্বামী-স্ত্রীতে কত কথাই হোয়েছিল, তা আমি তোমায় বল্‌ব কেন? কিন্তু শোনো একটা কথা!"

——"বল"

কৃষ্ণা এবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ কোরে রইল। একটা কথাও সে বল্‌তে পারলোনা।

ওর ম্লান মুখের পানে তাকিয়ে নির্ম্মলও কোন প্রশ্ন কোরতে পারছিল না, কিন্তু এমন নীরবতা কতক্ষণ চলে? আস্তে হাতের ওপর হাতখানা রেখে নির্ম্মল ডাক্‌ল "কৃষ্ণা।"

কৃষ্ণা সাড়া দিলোনা। নির্ম্মল বল্ল "কি বল্‌বে বলছিলে না?"

কৃষ্ণা এবার নির্ম্মলের মুখের দিকে তাকাল, তারপরে খানিকটা দৃপ্তস্বরে বল্ল "আচ্ছা বলত সমাজের দাবীর চাইতে অন্তরের দাবীটাই মানুষ কেন বড় কোরে দেখেনা? আমার অন্তর যা চায়না, যাকে কেবলমাত্র মিথ্যে অভিনয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না তাকে অস্বীকার করা সমাজের দিক্ থেকে যত বড় অনাচারই হোকনা কেন, প্রাণের দিক্ থেকে, সত্যের দিক্ থেকে তাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য নয়?

নির্ম্মল এমন কথা একেবারেই আশা করে নি। তাই সহসা কোন জবাব দিয়ে উঠতে পারলোনা। কৃষ্ণা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠে ওর হাতধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্ল "চুপ কোরে রইলে যে? বলনা—আমি যদি আমার স্বামীকে সহ্য কোরতে না পারি, স্বামী বলে ভাবতে ঘৃণা করি তবে তাকে নিয়ে কেমন কোরে দিনের পর দিন মিথ্যা-অভিনয় চালিয়ে যাব?"

নির্ম্মল নির্ব্বাক!—

কৃষ্ণা তেমনি উত্তেজিত স্বরে বলে যেতে লাগল, "আজ এর চূড়ান্ত কোরব ভেবেই ওর সমস্ত নিষেধকে অমান্য কোরে পথে বেরিয়েছি। যার হৃদয় বলে পদার্থ নেই তাকে হাজারো চেষ্টা কোরেও হৃদয় দে'য়া চলেনা! তাছাড়া ওর মত দুশ্চরিত্র লোককে কেবলমাত্র সমাজের ভয়েই স্বীকার করা আমার মত মেয়ের পক্ষে কত অসম্ভব ভাবত একবার! জ্ঞান হবার পর থেকে যে এ পৃথিবীকে তিল তিল কোরে ভালবেসে এসেছে, তোমাদের মত বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্যময় জগতের মুগ্ধ আবেষ্টনীতে বাস কোরে মনের গভীরতম

অংশে সুন্দর এবং সত্যকেই যে সকল দিক্ থেকে গ্রহণ কোরবার অনুভূতি পেয়েছে, যার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকুই এই সৌন্দর্য্যের উদয় গোধূলির ছটায় কেটে গেছে, সে কেমন কোরে সমাজের এই কুৎসিৎ দাবী মেটাবে?" বল্‌তে বল্‌তে কৃষ্ণার চোখদুটো গাঢ় লাল হোয়ে উঠ্‌ল, দুই হাতে মুখ গুজে কেঁদে ফেল্ল।

নির্ম্মল এবার একান্ত ব্যাকুলভাবে ওর হাত দু'টো সরিয়ে মুখখানা নিজের দিকে টেনে এনে বল্ল, "যখন ডেকেছিলাম আসোনি, আজ আগুনে পুড়ে যখন খাঁটি হোয়ে এসেছো তখন এর চাইতে বড় সত্য আর কি হোতে পারে কৃষ্ণা? কেঁদোনা লক্ষ্মীটি—"

হঠাৎ কৃষ্ণা ওর উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিল। উত্তেজিত ভাবে মাথা উঠিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ী থামাতে বল্ল তারপর বিস্মিত নির্ম্মলের পায়ের উপর মাথাটা ছুঁইয়ে হাতল ঘুরিয়ে নেমে পড়ে ট্যাক্সি চালাতে হুকুম দিলো।

ট্যাক্সি হুস্ হুস্ কোরে ছুটে বল্ল। নির্ম্মল একটা কথাও বলতে পারলোনা। চোখদু'টো জলের আভায় চিক্‌মিক্ কোরে উঠ্‌ল।

তনুর প্রেম

শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

আজ তুমি কাছে নাই, নাই তব সান্নিধ্য-প্রাচীর
তাই মোর যত কথা আপনার অদম্য উচ্ছ্বাসে
মনের সীমানা ভাঙ্গি' বাহিরিতে চায়……কোন বাঁধা
নাই মোর,—শ্রেষ্ঠ বাঁধা তুমি গেছ চলি' মুক্তি দিয়া
মুক্তি নিয়া।……তুমি গেছ, ভাবিওনা আমি তাই হেথা
তোমার বিরহ-ব্যথা পুঞ্জীভূত করি' ব্যর্থ শোকে
রচনা করিব মিথ্যা মেঘদূত।…… মুক্ত আমি আজ।
ছিলে যবে, অসম্ভব ব্রীড়া আর কপট কৌতুকে
কাছে থেকে ছিলে দূরে। আপনারে করিতে দুর্ল্লভ
শীলতার তুচ্ছ মোহে আবরিয়া আপন বৈভব।

বৈশাখের জ্বালাময় আকাশের অতৃপ্ত পিপাসা
আমার অন্তরে ছিল! কিন্তু তব অসাড় সান্নিধ্য
বিষময় করেছিলে কহি' মোরে :—"এ'তো প্রেম নয়।"
……থাক্ সে কথায় কাজ নাই। আজ বুঝি শান্তি পেলে?
তোমার পবিত্র প্রেম মলিন আকাশে, শূন্যপথে
মেলি' ডানা নিজ সুখে আছে বুঝি? শোন তবে শোন
আমার সুখের কথা। পথে যেতে পেয়েছি কুড়ায়ে—
মিথ্যা কথা!—পথে নয়—কিবা লাভ তোমারে লুকায়ে?
আমার হারানো প্রিয়া, যা'র কথা শুনি' ঈর্ষাবিষে
বিষাক্ত করিতে নিশি, সেই প্রথমা সে, সেই তনু
—তনু তার নাম—মোরে নিল বক্ষে তুলি', নিল তুলি'
নরম কোমল বুকে।

তুমি ছিলে আমার জীবনে
ভীতু ত্রস্ত হেমন্তের কুয়াসার মত কুণ্ঠাক্লিস্ট।
আর, তনু……মোর তনু……সে আনিল সুধা-ধরিষণ
উচ্ছ্বসিত শতধারে। বক্ষ তার কুসুম-পেলব।
আমার সুখের কথা বিষ ঢালে তোমার হিয়ায়
তাই কহি, শোন তুমি।……তার আঁখি জানে, বুঝি জানে
সমুদ্রের স্বপ্ন-ভাষা।—মুকুলিত নয়ন তাহার
সীমাহীন কামনার অকুণ্ঠিত প্রকাশ-লীলায়
কত কথা কহে মোরে ;—একা শুনি সে নীরব ভাষা।
হারায়ে পেয়েছি যারে তার প্রাণে অতৃপ্তা জাগিছে—
পেয়ে হারানোর ব্যথা অনায়াসে ভুলিয়াছি তাই।
তনুর তনিমা ল'য়ে আমি গড়ি কামনা-মন্দির
বিচ্ছুরিত স্বেচ্ছাসুখে।

তুমি গেছ কোন ব্যথা নাই ;
গেছে তব সীমা-বাঁধা প্রেম। ঘৃণা করি আমি সেই
কুণ্ঠাদীর্ণ অপ-প্রেমে। আরো, আরো যদি পারিতাম
ঘৃণা করিবারে……তবে বুঝি শঙ্কাহীন হ'তো প্রাণ
চিরতরে ;—ভয় মোর, পাছে তুমি অঝোরে কাঁদিয়া

বিরহের সিন্ধু রচ তনু আর আমার মাঝারে ;
…কটু, নোনা জল।
তাই, ভুলে যাও আমার কাহিনী
ভোল মোরে, ভোলস্মৃতি—অশ্রু তব রুদ্ধ হবে তবে।
আমার জীবনে আর আনিওনা অকাল-বিষাদ।
আঁখিজল……ভয়ঙ্কর। আজো আমি তারে করি ভয়।
বিস্মৃতির ঘুম-ঘোরে থাক তুমি—অশ্রু ঝরে পাছে।
আমারে ঘিরিয়া থাক্ তনুর কামনা……শুধু তাই।

দুর্ব্বাসা

প্রবাসীর বিবিধপ্রসঙ্গ যে শ্রীমতেরই অটোবায়গ্রাফি বা জয়ঢাক সে-সম্বন্ধে আমরা স্থির-নিশ্চয় হইয়াছি।

বিচারপতি লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শ্রীমৎ লিখিতেছেন :

"তাঁহার হাতের লেখা ও এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখা ঠিক একরকম ছিল। সতীশবাবু যখন একসময়ে চোখের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন তখন একটি লোক তাঁহার নিকট হইতে একটি প্রতিশ্রুত দান লইতে আসে। আমি তখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সতীশবাবু ললিতবাবুকে বলিলেন, আমার দেরাজ থেকে চেক্ বহিটা নিয়ে লোকটিকে এক-শ টাকার একটি চেক্ দাও, আমার নামটা ও তুমিই দস্তখত করে দাও।" ললিতবাবু তাহাই করিলেন। দস্তখতটি ঠিক সতীশবাবুর স্বাক্ষরের মতই হইল।"

এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটি সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়া প্রবাসীর মূল্যবান পৃষ্ঠা খরচ করিবার তাৎপর্য্য কেহ বুঝিয়াছেন কি? কেবলমাত্র একটি লাইনের জন্য—আমি তখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম।"

*

ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের মৃত্যুতে লিখিতেছেন :

"কার্য্যবশে তিনি বাংলা ও বিহারের বহুস্থানে বাস করেন। প্রবাসীর সম্পাদক যখন বাঁকুড়া জিলাস্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্র, তখন দে মহাশয় বাঁকুড়ার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মান এবং ঐ স্কুল ও ঐ ক্লাস পরিদর্শন করেন। ইহা প্রবাসী সম্পাদকের এখনও মনে আছে"।

স্বর্গে ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের আত্মা ধন্য হইয়াছে।

*

প্রবাসীর 'চোর' গল্পের লেখক বলিতেছেন :

"রাঁচি এসেছিলাম……"

গল্পটি পড়িয়া আমরা বলিতেছি, আসিয়াছিলেন ত থাকিয়া গেলেই পারিতেন!

*

রবীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন :

"ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে
অসীম আকাশ কে তারে রোধিতে পারে"।

উক্ত পংক্তিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ টীকার প্রয়োজন আছে।—

'ওরে দরিদ্র' অর্থাৎ, রে উপন্যাসরচনাবিষয়েসামর্থ্যহীন, 'চেয়ে দেখ্' অর্থাৎ, চাহিয়া দেখ, 'তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে' অর্থাৎ, তুই জোড়াতাড়া দিয়া উপন্যাসের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়া থাকিস তাহাতে, 'অসীম আকাশ' অর্থাৎ, রবিকরোদ্ভাসিত বস্তু—এক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অপর্য্যাপ্ত প্লট, 'কে তারে রোধিতে পারে', অর্থাৎ, অনিবার্য্য ভাবে দেখা যায়।

জন্মদিন উপলক্ষে আশীর্ব্বাদের ছলে একান্ত অনুগত চারুবাবুকে এরূপ অপদস্থ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

*

সহসা মনে হইতে পারে দৈনিক পত্রিকা পড়িতেছি।

কিন্তু, প্রবাসীর কথাই বলিতেছি।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দৈনিক পত্রিকাগুলির হাম-বড়া সংস্করণ হইল শ্রীমতের শ্রীবিবিধ-প্রসঙ্গ। সম্ভবতঃ সে-কারণেই ভরসা পাইয়া জনৈক লেখক "পঞ্চায়েতের বিচার" নামক একটি সংবাদ (গল্প?) মুদ্রণার্থ প্রবাসীতে প্রেরণ করিয়াছে।

গ্রামদেশে ছাগলচুরির মোকর্দ্দমার বিচার কি রকম হইয়া থাকে—তাহারই একটি শোওয়াল জবাব উক্ত প্রেরিত সংবাদে পাইবেন।

প্রবাসী-সম্পাদক আমাদের নমস্য, তা না হইলে বলিতে পারিতাম, এখন হইতে এ সব গল্প না ছাপিয়া 'কথামালা' কিংবা 'চারু ও হারুর" গল্পই না হয় পুণর্মুদ্রিত করিতে থাকুন।—ব্যবসা ভালই চলিবে।

*

বিশ্ব-বিখ্যাত মনস্বী আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বাঙ্গালী যদি নাও চিনিয়া থাকে তবে প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যার কষ্টিপাথর দ্রষ্টব্য।

"১৩০৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রদীপ' মাসিক পত্রে ইহার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আচার্য্য বসু মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে সেই প্রবন্ধটী 'প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত হইল।"

ভালই হইল। প্রবাসীর অনুগ্রহে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় পাইলাম। কি পরিচয় পাইলাম ?— "অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার বন্ধন তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করেন।"

উদাহরণ :— আজিকার প্রবাসী সম্পাদক তাঁহাকে প্রদীপে লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মর্ম্মে শ্রীমৎকে পত্র লিখিয়াছিলেন ;—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখী হইতাম, কিন্তু ... ...।"

যাক্ প্রবন্ধ না পাইয়াও যদি বড়াই করিতে হয় তবে, শ্রীমৎ তাহা বাড়াতে বসিয়াই করুন ; কিন্তু প্রদীপ জ্বালাইয়া চন্দ্র দেখাইতে যাওয়া চন্দ্রাধিক্যের লক্ষণ।

*

প্রবাসীর কবি শৌরীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণ সংখ্যা উপাসনায় 'বঙ্গতরুণী' নামক একটি পদ্য লিখিয়াছেন। বঙ্গতরুণীর প্রতি তাঁহার এই আকস্মিক আসক্তির কারণ আমরা খুঁজিতে যাইব না কিম্বা তিনি যে আত্মহারা হইয়া বঙ্গতরুণীদিগকে একবার 'তুমি', একবার 'তুই' বলিয়া সম্ভাষণ জানাইয়াছেন সে বিষয়েও আমরা উচ্চবাচ্য করিব না, তবে—আমরা সখেদে ঘোষণা করিতেছি, তিনি যেন 'প্রবাসী'র আদর্শ এ ক্ষেত্রে বজায় রাখিতে পারিলেন না! তরুণীদিগকে 'যৌবনবনরঙ্গিনী' অথবা 'আদিমাতার (ইভের) ছন্দপ্রতিমা' প্রভৃতি বলিয়াছিলেন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু 'পয়োধরকুম্ভ অর্থাৎ 'বুকপুকুরে··· (সোণার) লোটা' কথাটি বলিয়াই হয়ত ল্যাঠা করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রবাসীর চাকুরীটি থাকিলে হয়!

*

জনৈক কাব্যবিনোদের একটি গল্পে পড়িলাম,

"সূতিকাগৃহে মা যখন আমাকে ফেলে পালিয়েছিলেন, সেদিনকার কথা একেবারেই মনে পড়ে না।"

বাস্তবিক, এতবড় মারাত্মক স্মৃতিনাশ ত আর কাহারো হয় না। এখন

কাব্যবিনোদ মহাশয়ের এরূপ ইচ্ছা হওয়াই যুক্তিপূর্ণ হইবে যে কেন তাঁহার মা পলাইবার আগে তাঁহার মুখে নুন দিয়া গেলেন না!

*

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী 'নারীর কর্ত্তব্য' নামক একটি প্রবন্ধে বিস্তর ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন! 'অহিন্দু বিবাহ' কথাটি প্রয়োগ করা, বাস্তবিক, অনুরূপাদেবীর উচিৎ হয় নাই। তারজন্যই না রাধারাণীদেবী অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আটপ্রকার বিবাহের বার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন।

কিন্তু আটপ্রকার ছাড়াও ত আর একপ্রকার বিবাহের প্রচলন আমরা প্রাচীন এবং নবীন ভারতে দেখিতে পাই।— যেমন, শাক্যবিবাহ—অর্থাৎ নিজ ভগ্নীর পাণিগ্রহণ। রাধারাণী দেবী হয়ত খবরটা রাখেন না।

*

আমাদের বাংলাদেশের সাবেক কবিদের আর যা-ই কেন না দোষ থাকুক, ধর্ম্মপরায়ণ ক্রিশ্চ্যানদের মত তাঁহারা কিন্তু শেষটায় কন্‌ফেশ্যনের বেলায় সত্য কথাটি বলিয়া যান। অগ্রহায়ণ সংখ্যা উপাসনায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী 'অপ্রস্তুত যাত্রা' কবিতায় কন্‌ফেশ্যন করিয়াছেন :

"দীর্ঘকাল এক ঠাঁয়ে করিয়াছি বাস ;
আপন মনের মতো কত ছাই পাঁশ
লেখায় করেছি জড়ো....."

*

যে যা-ই বলুক, আমরা হয়ত সত্য খবরটা রাখিতেছি না। আজকাল যাত্রার পালাগুলি বোধহয় সমস্তই কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ লিখিয়া দেন। নতুবা তাঁহার গল্পগুলির সহিত যাত্রার পালার ভাবভাষার এত নিগূঢ় মিল পাওয়া যাইবে কেন ?

অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষে কুমার সাহেবের যে গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণকমল হইতে অঘোরকাব্যতীর্থ পর্য্যন্ত বাংলা যাত্রা সাহিত্যের সমুদয় লেখকের প্রভাব পাওয়া যাইবে। ভাষার কথা বাদ দিলেও চরিত্র এবং ঘটনা সংস্থান লইয়া যে কোন একটি সপ্তমাঙ্ক যাত্রা রচিত হইতে পারে। আমরা গল্পোক্ত মুমূর্ষু গুরুকন্যার শয্যা পার্শ্বে নায়ক কুমার সাহেবের খোদাক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"ইন্দিরা—ইন্দু— এই জন্যই কি আমাকে রোগশয্যা থেকে বাঁচিয়েছিলে ? কি অপরাধ করেছিলুম আমি তোমার ?"

"ইন্দিরা—এখনও অবিশ্বাস ? যে শয়তান—"

"ইন্দিরা, বিশ্বাস করলে না, জন্মের মত অপরাধী করে রেখে গেলে ?"

লেখাটা নেহাৎ গল্প বলিয়াই অনুগ্রহ করিয়া লেখক কুমার সাহেব শেষোক্ত বাক্যটি "ওহো-হো" দিয়া শেষ করেন নাই।

*

বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে। কিন্তু সাহস করিয়া বলিয়াই ফেলি, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রায় উপন্যাস লিখিতেছেন—'দুইবোন'। রচনাটি কিন্তু উপন্যাস না-ও হইতে পারে, আমরা জোর করিয়া কিছু বলিতেছিনা। কি করিয়াই বা বলিব, শর্ম্মিলা নামক একটি মেয়ের কথাবার্ত্তায় আমরা পাণ্ডিত্যের যে পরিমাণ আভাস পাইলাম তাহাতে ত মনে হয়না শর্ম্মিলা এই নগণ্য বাংলাদেশের মূর্খসমাজের কোন মেম্বর! বাংলাদেশেরই বা দোষ দিই কেন, একমাত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ঘোমটা টানিয়া কথা বলিলে শর্ম্মিলার কথার সহিত তাহা সমীকৃত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। কিন্তু সে কথা নয়। দুই বোনে একটা বড় বিচিত্র কথা পাইলাম—'দাম্পত্যিক।' 'দ'ফলাটা হয়ত' ছাপার ভুল হইবে—রবীন্দ্রনাথের নয়। আমরা কি আর টের পাই নাই সদ্য 'অমরকোষ' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ দুই বোন রচনায় লাগিয়া গিয়াছেন ?

*

বিচিত্রাসম্পাদক উপেন্দ্রবাবু

"মাসিক পত্রের সম্পাদক আমি
আমার দুঃখ বুঝবে না ক তুমি শরৎবাবু"

ইত্যাদি বলিয়া একটি কবিতা ফাঁদিয়াছেন। শরৎবাবু তাঁহার দুঃখ না বুঝিলেও আমরা বুঝি। প্রথমত' :— রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে গদ্যকাব্য লিখিতে গিয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত' :—তিনি শরৎচন্দ্রের গল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়া এযাবৎকাল বিচিত্রায় তাহা ছাপাইতে পারেন নাই। তাই নিজ মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবন করিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র প্লটের অভাবে গল্প লিখিতে পারিতেছেন না, এবং সেজন্য গায়ে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত মালতীর কাহিনীকে গল্পে রূপান্তরিত করিবার নিমিত্ত শরৎ বাবুকে উপদেশ দিতেছেন। গল্প শেষ করিয়া শরৎবাবু কি করিবেন সে সলা ও দেওয়া আছে।

"তাহার পরে চুপে চুপে সঙ্গোপনে
পাঠাও তারে আমার কাছে"

উহা আছে—যেন গুরুদাস এণ্ড সন্স্ টের না পায়, পাইলে কিন্তু আমার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

তৃতীয়ত' :—এখন শরৎবাবু যদি গল্প না-ই লেখেন তবে রাগ করিয়া—উপেনবাবু বলিতেছেন—

"দণ্ড তোমায় দিব আমি
নিজ হাতে বিরচিয়া মালতীর কথা।"

যাত্রা-উচিত বীররসে ত কথাটি বলিয়া ফেলিলেন কিন্তু লিখিতে কি আর পারিবেন ? অনেক রাত জাগিয়া না-হয় লিখিলেনই, কিন্তু তা পড়িবে কে ? উপেনবাবুর ত অজানা নাই যে বাংলাসাহিত্যে মূল্য তাঁর কতটুকু ?

তবেই দেখুন না বেচারীর দুঃখটা একবার!

*

বিচিত্রার 'আসার আশে' এবং প্রবাসীর 'শারদাঞ্জলি' প্রভৃতি পদ্যগুলি পড়িয়া আমাদের মনে একটি অভ্রান্ত ধারণা হইল যে বাংলাদেশ হইতে শিশু-সাহিত্যের পত্রিকাগুলি নিশ্চয় উঠিয়া গিয়াছে।

*

আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলেও অত্যাধুনিক রবীন্দ্রনাথকে নিস্পৃহ নির্ব্বিকার বলা যায় না। 'দুইবোন' এর দুই একটি লাইনে তিনি এমন ইঙ্গিত ও করিয়াছেন যাহাকে তাঁহার ঋষিত্বের পরিপন্থী না বলিয়া উপায় নাই। যেমন,—তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে মেয়েরা "কেমন করে সাড়িটাকে এখানে ওখানে অল্প একটু টেনেটুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢিল দিয়ে আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা" করিয়া থাকে।—

*

প্রবাসীর 'বনফুল' কিম্বা আমাদের বনবিহারীডাক্তার উত্তরার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় একটি গল্প লিখিয়াছেন। যখন ডাক্তার মানুষ গল্প লিখিতে সুরু করিয়াছেন, তখন কি আর বলিবার দরকার ছিল,—"দশবারো দিনের মধ্যে একটা call পাইনি.....যতদিন যাচ্ছে, private practice বেড়ে হচ্ছে privation practice ?"

Practice এর কী হাল তাত' বুঝাই যাইতেছে, গল্পের ও যা হাল দেখা গেল তাহাতে ও আশান্বিত হইবার মত কিছু দেখিতেছি না। ডাক্তার বাবু

এখন Privation Practice এবং Starvation Practice দুইই করিতে আরম্ভ করুন।

*

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য নাই। এই যে তিনি নভেলের পর নভেল, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ এবং রাশি-রাশি কবিতা লিখিতেছেন সে সব বুঝি ব্যর্থ হইতে চলিল। বিশ্ব-সাহিত্যে মন-জুয়ানেরও জীবিত থাকিবার আশা থাকিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের সে ভরসা নাই। কারণ "শনি-মণ্ডল" রায় দিয়াছেন।—

"আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাঙ্গালাকে গানের রাজা করিয়াছে"।

বাঙ্গালাকে উপন্যাসের সম্রাট কে করিয়াছে জানেন কি? সজনীবাবু "অজয়" নামক উপন্যাস লিখিয়া ও কেন যে নিজের নাম গোপন করিলেন তাহার কারণও কিছু কিছু বুঝিয়াছি—নেহাৎ লজ্জায় তিনি নীরব রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার তরফ হইতে নোবেল প্রাইজ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

*

"সাহিত্যের তপোবনে, সম্মার্জ্জনী হস্তে, নাচার গরীব সাহিত্যিক আমরা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া থাকি।"

বলুন তো ঈদৃশী উক্তিটি কাহার? এই নাচার এবং গরীব সাহিত্যিকটি উদাসী হইয়া কি না করিতেছেন, এমন কি "নিষিদ্ধ প্রেম" করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যদি না চিনিয়া থাকেন, তবে বলি তিনি সেই "সজনী"—শনির "সজনী"।

বুঝিলাম, সজনী "ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল" গাহিয়া গাহিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতেছেন। ইহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই।—স্বাস্থ্য ভালই থাকিবে। কিন্তু এদিকে যে তাঁহার নিজের বাড়ীটি আবর্জ্জনার ভাগাড় হইয়া উঠিল।

ঘোমটা দিতে গিয়া বিবস্ত্র হইয়া পড়া কোন কাজের কথা নয়।

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীর ও প্রান্তর : শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মনে হয় 'প্রাচীর ও প্রান্তর' লিখে অচিন্ত্যবাবু 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' কোন কিছুর সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। তাতে করে তিনি যদি তাঁর প্রাক্তন মতবাদ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে থাকেন তবে Walt Whitman এর কথাগুলোই তাঁর জন্যে রয়ে গেল : "Do I contradict my-self? Very well then, I contradict my-self. I am large, I contain multitudes." They contain multitudes—আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে এ কথাটা খুবই সত্য। কোন বিশেষ মতবাদের গণ্ডীতে মনকে বেঁধে ফেলবার সঙ্কীর্ণতা তাঁদের নেই। এখানেই আধুনিক মনের অভূতপূর্ব্বতা।

অচিন্ত্যবাবু নেচ্যারেলিষ্টিক স্কুলের ঔপন্যাসিক। কাজেই ক্ষুদ্র জিনিষের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা নেই। নগণ্য মানুষের নগণ্যতর জীবনঘটনা থেকেও তিনি একটি ভাবগম্ভীর ট্র্যাজিডি তৈরী করতে পারেন, নৈতিক তুচ্ছতার প্রচ্ছন্ন রহস্য তাঁর মত আর কেউ আবিষ্কার করতে অগ্রসর হন নি। বিবাহিত সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক পুরন্দর, জীবনে তাঁর খুব বড় একটাও উজ্জ্বল ঘটনা নেই, নিতান্তই মামুলী জীবন,—তা থেকে উপন্যাস তৈরী করা ভাবপ্রবণ যুগের কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। অচিন্ত্যবাবু বলতে গেলে, একরকম, বাংলা উপন্যাসকারদের তুলনায়, অসাধ্যসাধনই করেছেন। বিষয়বস্তু হিসেবে যে ভাবটিকে 'প্রাচীর ও প্রান্তর'-এ কাঠামো করা হয়েছে তা-ও নূতন নয়। স্ত্রীর প্রেমের সঙ্গে উদ্দাম প্রেমের একটি সংঘর্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রে কি এ জিনিষটি আমরা পাইনে? গোবিন্দলালও ত ঘরের ভ্রমরকে ছেড়ে বাইরের রোহিণীর ভেতর মুক্তির আস্বাদ চেয়েছিল! তা সত্ত্বেও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথক শুধু এই জন্য নয় যে সীতাকেও মুক্তির আস্বাদ নেবার scope দে'য়া হয়েছে, বা ভাষায় অচিন্ত্যবাবু অসামান্য দীপ্তি দিতে পেরেছেন; পৃথক,—এর বাহুল্য বর্জ্জনের জন্যে, অসঙ্গতিহীনতার জন্যে, এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পরিণতির ভিতর দিয়ে পুরন্দর ও সীতার reconciliation এর জন্যে। উগ্র আধুনিকতার লক্ষণ দেখাতে গিয়ে যাঁরাই স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধের প্রশ্নটাকে 'ওল্ড্ টেইল্' বলে মুখবিকৃত না করবেন তাঁদের মনে অনেকখানি

অচিন্ত্যবাবুর অন্তর্দ্দৃষ্টি অসাধারণ। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ থেকে তিনি এমন একটি অভিনবতা উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন, স্বামীভক্তির দেশ বাংলাদেশের সাহিত্যেও যার অভাব ছিল। বিবাহিত জীবনের অনভিব্যক্ত আকর্ষণের চিত্র এঁকেছেন তিনি শুধু 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসেই নয়, 'দিগন্ত' গল্পে ও। বিলেতে Shaw র Candida' বা James Berry র 'What every woman knows প্রভৃতি নাটকগুলোতেও বিবাহিত জীবনের জয় দেখান' হয়েছে, কিন্তু সে জয় হয়েছে নায়িকাদের অনুগ্রহে বা agency তে, নায়করা সেখানে ম্লান, দীপ্তিহীন। কিন্তু অচিন্ত্যবাবুর 'সীতা' এবং 'পুরন্দর',—কেউ কারু অনুগ্রহপ্রার্থী নয়, দুজনার ভেতরই স্বপ্রাধান্য যথেষ্ট—দুজনার ভেতরই অসন্তুষ্টির মেঘ ঘনিয়ে উঠ্‌ল, দুজনার অসহিষ্ণুতায়ই তাদের বিচ্ছেদ হল, শেষে দুজনের প্রতীক্ষাব্যাকুল মহত্তর আগ্রহই পুনর্মিলনের সূত্রপাত করল। সীতার মত একটি মেয়ে পুরন্দরের উগ্র ভোগলিপ্সাকে সুসংযত করতে পার্‌তনা, যদি স্ত্রীত্ব তার সহায় রূপে না থাকৃত; পুরন্দরও সীতার চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তে পেরেছিল সন্তানের আভায়, সন্তানের সম্ভাবনায়।

ছোটখাট চরিত্রগুলোর মধ্যে দিলীপের চরিত্র সবচেয়ে আকর্ষণক্ষম। দিলীপের ভীরুতা, বহুভাষণ, সীতার প্রতি প্রেম, কিছুই চোখে রূঢ় বলে ঠেকেনা। কিটি এবং পুরন্দরের ভোগদৃশ্যটিতে অচিন্ত্যবাবু সাহসিক এবং সুস্থ মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সুরেন দাদা আমাদের কাছে ভাল লাগেনি। Type চরিত্র হিসেবে এ নেহাৎই শরৎচন্দ্রের অনুসরণ হয়ে গেছে। আমরা যে সুরেন দাদা পাচ্ছি, তাকে আর কিছু সংস্কার করে' তবে 'প্রাচীর ও প্রান্তর' বই এ প্রবেশাধিকার দে'য়া উচিত ছিল।

বইখানির বাইরের সৌষ্ঠবে কোথাও খুঁত ধরবার যো নেই।

স, ভ।

আগামী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর
বড় কবিতা—"আশ্চর্য্য ব্যাপার"